জীবন
পুস্তক
২
ব্যক্তিগত এবং পরিচর্যা সংক্রান্ত
বৃদ্ধির জন্য একটি সহায়িকা
ডেভিড শিব্‌লে

Life Book Volume 2

by Dale Evrist & David Shibley

Published by Global Advance Resources A Ministry of Global Advance, Inc. **{** HYPERLINK "http://www.globaladvance.org" **}**

This book is not to be re-sold. Permission is hereby granted to reproduce individual lessons for training, provided that the reproductions are distributed free of charge.

Unless otherwise noted, all Scripture quotations are from the New King James Version of the Bible. Copyright c 1979, 1980, 1982 by Thomas Nelson., publishers. Used by permission.

ISBN 978-0-9793170-0-2

লাইফ বুক সূচীপত্র

ভূমিকা

তুমি কি দেখতে পাও ?

১৬ **স্বেচ্ছায় ক্রীতদাস হওয়া** ৬

১৭ **মহত্তর প্রভাব ফেলার জন্য পদক্ষেপ**.....১০

১৮ **আপনার দর্শনের প্রতি আলোকপাত করা** ১৪

১৯ **বিশ্বাসের জীবন**.....১৮

২০ **আপনার ধারালো অবস্থা ফিরে পাওয়া**.....২৩

২১ **জীবনে বৃদ্ধি পেতে থাকুন** ২৭

বল দ্বারা নয়, শক্তি দ্বারা নয় ।

২২ **তাঁর আত্মায় পূর্ণ হওয়া**.....৩১

২৩ **পবিত্র আত্মার ফল**.....৩৫

২৪ **পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দান**.....৩৯

২৫ **পবিত্র আত্মাতে জীবন যাপন করা**.....৪৩

স্বর্গ স্পর্শে পৃথিবী পরিবর্তন

২৬ **সেই সময়, যা আপনার জীবন বদলে দেয়**.....৪৭

২৭ **আপনার মন্ডলীকে 'সমস্ত জাতির প্রার্থনা-গৃহ' করে তোলা**.....৫২

২৮ **শস্যের জন্য প্রার্থনা করা** ৫৬

২৯ ***প্রভু যীশুর মিশনারী প্রার্থনা***.....৬১

৩০ ***বিশ্ব-ব্যাপী উপাসনা***.....৬৫

৩১ **তোমার রাজ্য আইসুক**.....৬৯

৩২ **বিজয়ী আত্মিক যুদ্ধাবস্থা**.....৭৩

[সংগৃহীত] ব্যক্তিগত এবং মিনিষ্ট্রী উন্নয়নে একটি নিজেস্ব পড়ার নির্দেশিকা দরকার ।

ভূমিকা

ঈশ্বর আপনাকে দান দিয়েছেন এবং তাঁর অনুগ্রহে আপনাকে তাঁর জন্য জীবন যাপন ও কাজ করতে ডাক দিয়েছেন। বাস্তবিক, এরকম একটি সময়ের জন্য আপনি ঈশ্বরের রাজ্যে এসেছেন। এই ঐতিহাসিক দিনে যে সুযোগ আপনি পান তার সদ্ব্যবহার করা আপনার জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের সময়কার বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করবার জন্য উঠে দাঁড়াতে হলে, আমাদের এমন নেতা হতে হবে যাদের দর্শন, অভিষেক ও প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর করার অভিজ্ঞতা আছে। এই বিষয়গুলো **লাইফ বুক- খন্ড ২** এর মূলসুর। খন্ড **১** এর মতো, এই বইটিও আপনাদের ব্যক্তিগত ও পরিচর্যার উন্নয়নের ম্যানুয়াল।

এই বইতে তিনটি মূল বিষয়ের উপর **১৭**টি পাঠ আছে

- আপনার জীবনের জন্য ও পরিচর্যাকাজে আপনাকে ঈশ্বর যেখানে রেখেছেন তার জন্য ঈশ্বর যে দর্শন আপনাকে দিয়েছেন।
- পবিত্র আত্মার শক্তিতে জীবন যাপন করা ও সেবা করা।
- অবিরত বিনতি-প্রার্থনা, আত্মিক যুদ্ধ, ও আরাধনার মধ্য দিয়ে জাতির পরিবর্তন করা।

যেমন খন্ড **১** এ দেখেছি, এই বইতেও **লাইফ বুকের** এই খন্ড হতে সবচেয়ে বেশী ফল লাভ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে:

- *এই বইটি পড়তে পড়তে প্রার্থনা করুন।* মূল সত্য প্রকাশ করার জন্য এবং যে সত্য আপনি শিখবেন তা বাস্তব জীবনে যেন প্রয়োগ করতে পারেন সে জন্য আপনি পবিত্র আত্মাকে সাহায্য করতে অনুরোধ করুন।
- *পবিত্র বাইবেল খুলে রেখে **লাইফ বুকটি** পড়ুন।* ইচ্ছে করেই বাইবেলের অংশগুলো বইতে লিখে দেওয়া হয় নাই- কিন্তু কেবল মাত্র বাইবেলের অংশের উল্লেখ করা হয়েছে। আপনার বাইবেলের অংশ পাঠ করতে করতে আপনি ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে লেখা সত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবেন।
- *প্রতি সপ্তাহে একটি পাঠ শেষ করুন।* একই পাঠ সারা সপ্তাহ জুড়ে প্রতিদিন অধ্যয়ন করার মধ্য দিয়ে আপনি মূল সত্য কি তা আপনি আপনার মনে ও আত্মায় গেঁথে নিতে পারবেন।
- *প্রতি পাঠের শেষে দেওয়া শাস্ত্রাংশগুলো মুখস্ত করুন।* একজন পরিচর্যাকারী হিসেবে আপনার সবচাইতে বড় অস্ত্র হোল শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান। আপনার হৃদয়ের মধ্যে আপনি যে ঈশ্বরের বাক্য লুকিয়ে রাখেন তা পবিত্র আত্মা ব্যবহার করেন।
- *প্রতি পাঠের মূল সত্যের বিষয়ে ধ্যান করুন।* এই সত্য আপনার জীবনকে পরিবর্তিত করে দিতে পারবে। আপনার আত্মার মধ্যে এই জীবনদায়ক সত্যকে রেখে আপনি পবিত্র আত্মাকে আপনার জীবনে কাজ করতে বলুন।
- *আপনি যা শিখলেন তা নিয়ে কাজ করার জন্য একটি পরিকল্পনা করুন।* প্রতিটি পাঠের কাজের পদক্ষেপ আপনার জন্য জীবনদায়ক সত্যকে জীবনদায়ক কাজে পরিণত করার এক সুযোগ। আপনি যা শিখলেন তা কিভাবে ব্যবহার করবেন তার পরিকল্পনা করুন।

লাইফ বুকের ২ খন্ডের জন্য একজন সত্যিকারের লেখককে পেয়ে আমি আনন্দিতও গৌরবান্বিত বোধ করছি। ডেল এভরিস্ট আমার দেখা একটি খুব সার্বিক ও শক্তিশালী মন্ডলীর পালক। তিনি একজন মন্ডলী স্থাপনকারী,পরিচর্যার মধ্য দিয়ে অনেক যুবক-যুবতীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, এবং তাঁর মন্ডলীর সদস্যদের প্রতি খুবই হৃদয়বান একজন পালক। এই বইটির অর্ধেক অংশ লেখার জন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। লাইফ বুকের ২ খন্ড পড়তে পড়তে ও সে বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে করতে ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন ও পরিবর্তিত করুন। আপনি যেন ঈশ্বরের দর্শনের প্রতি দৃষ্টি রাখতে পারেন, তাঁর পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরিপূর্ণ হতে পারেন, এবং তাঁর উপস্থিতিতে পরিবর্তিত হতে পারেন- এই প্রার্থনাই করি।

ডেভিড শিবলী
প্রেসিডেন্ট,
গ্লোবাল অ্যাড ভান্স

সত্য, সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, দাস নিজ প্রভু হইতে বড় নয়, ও প্রেরিত নিজ প্রেরিতকর্তা হইতে বড় নয়। এই সকল যখন তোমরা জান, ধন্য তোমরা, যদি এই সকল পালন কর

লাইফ বুক

স্বেচ্ছায় ক্রীতদাস হওয়া

মার্ক ১০:৪২-৪৫: লূক ২২:২৪-২৬; যোহন ১৩:১২-১৭; প্রকাশিত বাক্য ১৯:৫ পড়ুন

ক্যাম্পাস ক্রুসেড ফর ক্রাইস্ট নামক তাদের পরিচর্যা কাজ যখন বিল ও ভনেট ব্রাইট ১৯৫১ সালে শুরু করলেন, তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রীতদাস হওয়ার জন্য একটি লিখিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। গত পঞ্চাশ বছরেরও বেশী সময় ধরে ড. ও মিসেস ব্রাইট প্রতিদিন প্রভুর কাছে প্রার্থনায় নিজেদেরকে সমর্পনের মধ্য দিয়ে শুরু করেছেন যেন তাঁর ইচ্ছা মতো তারা ব্যবহৃত হতে পারেন।

সমস্ত বাইবেল জুড়ে লেখকেরা "ঈশ্বরের দাস" ও "যীশু খ্রীষ্টের দাস" কথাটি ব্যবহার করেছেন (রোমীয় ১:১; গালা ১:১০; তীত ১:১; যাকোব ১:১; ২ পিতর ১:১; যিহুদা ১)। যাদের জীবন খ্রীষ্টের রাজত্বের অধীন নয়, তারা 'পাপের দাস' (রোমীয় ৬:১৭), 'অশুচিতার দাস' (রোমীয় ৬:১৯), এবং 'ক্ষয়ের দাস' (২পিতর ২:১৯)। এখন আমরা যারা খ্রীষ্টের অধীন, আমাদেরকে 'ঈশ্বরের দাস' ও 'ধার্মিকতার দাস' হতে হবে (রোমীয় ৬:১৬-২৩)।

আমাদেরকে একজনকে সেবা করতেই হবে- হয় ঈশ্বর, নয় শয়তান, নয় আমাদের নিজেদেরকে। আপনি কার দাস ? সুসমাচারের একজন পরিচর্যাকারী হিসাবে, আপনি নেতৃত্ব দিতে ও সেবা করতে আহূত। আমরা সেবা করে নেতৃত্ব দিই এবং সেখানে প্রভু যীশুর চাইতে আর কোন মহৎ আদর্শ হতে পারে না।

১. প্রভু যীশু সেবক-নেতার আদর্শ - কিভাবে পরিচর্যা করতে হবে, কিভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে হবে ও কিভাবে মানুষের সেবা করতে হবে সে বিষয়ে প্রভু যীশু আমাদের আদর্শ (১ পিতর ২:২১)। পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বরকে বলেন, "আমার দাস... আমার প্রাণ তাহাতে প্রীত" (যিশা ৪২:১)। যখন আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি অংশ খ্রীষ্টের অধীনে সমর্পণ করি এবং যেমন তিনি সেবা করেছিলেন তেমন করে আমরা সেবা করি, তখন স্বর্গীয় পিতার প্রাণ আমাদের দ্বারাও প্রীত ও আনন্দিত হয় (সফনিয় ৩:১৭)।

চাক কোলসন, তাঁর লেখা *'কিংডমস ইন কনফ্লিক্ট'* নামক বইতে লিখেছেন যে প্রভু যীশু "আগে অন্যদের সেবা করেছিলেন; যাদের সঙ্গে কেউ কোনদিন কথা বলতো না তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছিলেন; সমাজের নীচতম লোকের সঙ্গে তিনি আহার করেছিলেন; তিনি অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করেছিলেন। তাঁর কোন সিংহাসন, কোন রাজ মুকুট, কোন চাকরের দল বা দেহরক্ষী ছিল না। একটি ভাড়া করা যাবপাত্রে ও একটি ভাড়া করা সমাধির মধ্যে তিনি তাঁর পার্থিব জীবন বেঁধে রেখেছিলেন।" প্রভু যীশুর আদর্শ আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে এবং মানুষকে সেবা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে সেবা করতে হবে (মথি ১০:২৪; ১ পিতর ২:২১-২৩)।

২. প্রকৃত আত্মিক নেতারা ইচ্ছে করেই দাসত্ব করেন- চাপিয়ে দেওয়া দাসত্ব মানুষের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় পাপের মধ্যে একটি। কিন্তু খ্রীষ্টে আমাদের পরিচয় কি তা জেনে, আমরা ইচ্ছে করে অন্যদের দাসত্ব করতে পারি। আমরা আনন্দের সঙ্গে সেবা করি কারণ খ্রীষ্টে আমাদের সম্মান কি তা আমরা জানি। আমরা ঈশ্বরের সন্তান এবং খ্রীষ্টের রাজদূত (যোহন ১:১২, ২ করি ৫:২০)। ঈশ্বর আমাদেরকে এই মহিমান্বিত পদ দান করেছেন। এই নিশ্চিত সম্মান হতে, আমরা অন্যদের সেবা করবার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারি। প্রেরিত পৌল নিজেকে প্রায়ই 'যীশু খ্রীষ্টের ক্রীতদাস' বলে উল্লেখ করেছেন (রোমীয় ১:১; ফিলি ১:১)। একজন ক্রীতদাস হলো সেই লোক যে নিজেকে স্বেচ্ছায় বিক্রী করেছে। পুরাতন নিয়ম অনুসারে, নির্দিষ্ট সময় তাঁর মনিবের সেবা করবার পরে একজন ইব্রীয় ক্রীতদাস চলে যেতে পারতো। কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে যে সেই দাস তাঁর সারা জীবনের জন্য তার মনিবের বিনা বেতনে সেবা করবার জন্য থেকে যেতো। সে এরকম করতো কারণ সে তাঁর মনিবকে ভালোবাসতো এবং তাঁর গৃহে নিরাপত্তা পেতো। একই ভাবে, খ্রীষ্টের প্রতি ভালোবাসায়, আমরাও তাঁকে ও তাঁর উদ্দেশ্যকে সারা জীবন ধরে সেবা করবার সিদ্ধান্ত নিই (যাত্রা ২১:১-৬)।

৩.এই নতুন সময়ের জন্য ঈশ্বর নতুন ধরণের নেতাদের প্রস্তুত করছেন- প্রভু যীশু যে নেতৃত্বের ধারা প্রবর্তন করেছিলেন ও তাঁর রাজত্বের জন্য আশীর্বাদ করেছিলেন তা বর্তমানে অনেক সময়ে এই পৃথিবীতে যে কঠোর হস্তে পরিচালিত নেতৃত্ব দেওয়া হয় তার ঠিক উল্টো। খ্রীষ্টের রাজত্বে দয়াবান, কিন্তু অত্যাচারী নয়, পৃথিবীর অধিকারী হবে (মথি ৫:৫)। এই পৃথিবীর নিয়ম অনুযায়ী, লোকেরা হুমকী ও শক্তি দিয়ে নেতৃত্ব দেয়। খ্রীষ্টে রাজত্বে,আমরা নিজেদেরকে নত করে ও অন্যদের সেবা করার মধ্য দিয়ে নেতৃত্বদান করি (যাকোব ৪:৬,১০)। ঈশ্বর যে নতুন নেতাকে প্রস্তুত করছেন তার জীবনে রাগ ছাড়াই আশীর্বাদ আছে, অহমিকা হওয়া ছাড়াই সাহস আছে, অহংকার ছাড়াই শক্তি আছে (ফিলি ২:৫-৮)।

৪. **সেবক নেতারা অন্তর থেকে নেতৃত্ব দেয়–** অনেক ন-খ্রীষ্টিয়ানদের নেতৃত্বের অপূর্ব গুণ আছে। এই গুণগুলো,যতোই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, আপনাকে আত্মিকভাবে নেতৃত্বদেবার জন্য যোগ্য করে না। আত্মিক নেতৃত্ব খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। পবিত্র আত্মার অভিষেক দ্বারাই আত্মিক নেতৃত্ব ও অধিকার আসে। একজন সেবক-নেতা ঈশ্বরকে গৌরব দিয়ে ও অন্যদেরকে উপরে উঠিয়ে আনন্দ পায়। তিনি দুঃখীদের সেবা করার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের সেবা করেন (মথি ২৫:৩৪-৪০)। একজন খ্রীষ্টভক্ত নেতা অন্যদেরকে নিজের চাইতে উঁচুতে দেখেন(ফিলি ২:৩-৪)। তাঁর প্রভুর মতো তিনিও তাঁর লোকদের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত থাকেন(যোহন ১০:১১)। শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়ে প্রভু যীশু তাঁর সেবকের হৃদয় দেখিয়েছিলেন (যোহন ১৩: ১-১৭)। জন ম্যাক্সওয়েল এটিকে " সম্পর্কের নিয়ম: নেতারা অন্যদের হৃদয় আগে স্পর্শ করেন ও পরে তাদেরকে সাহায্য করেন" বলে অভিহিত করেছেন।

৫. **সেবক-নেতারা নিজেদেরকে শিশুর মতো নির্ভরতায় ও বাধ্যতায় নত করেন-**লেখক রেজি ম্যাকনীল তাঁর বই *আওয়র্ক অব হার্ট*এ লিখেছেন ,"নেতৃত্বের অন্তর্দৃষ্টি বোঝার জন্য কোন শাসনকর্তার জীবনী না পড়ে তিনি [প্রভু যীশু] বলেছিলেন যে তাঁর শিষ্যদেরকে কোন শিশুর কাছ থেকে শিখতে হবে"(মথি ১৮:১-৪)। ঠিক যেমন শিশুরা নির্ভরশীল ও বাধ্য হয়, আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি ও আমাদের সঙ্গে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনার প্রতি নির্ভরশীল হতে হবে ও আমাদের হৃদয়ে যা বলেন তার প্রতি বাধ্য হতে হবে।

৬. **খ্রীষ্টের ক্রীতদাস হিসেবে, আমাদেরকেও কোন বাদানুবাদ ছাড়াই ভালো শিক্ষক হতে হবে-** ঈশ্বরভক্ত নেতাদেরকে শাস্ত্র দ্বারা কোন রকমের ঝগড়া-বিবাদে না জড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। তা করলে শুধু শুধু অবিশ্বাসীদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ হয়। তার চাইতে, আমাদেরকে বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিতে হবে ও যারা আমাদের কথা শোনে তাদের হৃদয়ে সত্য প্রকাশ করবার জন্য পবিত্র আত্মার প্রতি নির্ভরশীল হবে (২ তীমথিয় ২: ২৩-২৫)।

৭. **খ্রীষ্টের ক্রীতদাস হিসেবে, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রধান আকাংখা হওয়া উচিৎ-** অন্য লোকদের প্রতি আমাদেরকে বন্ধুত্বপরায়ন ও দয়ালু হতে হবে। তার ফলে আমরা তাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে আনতে পারবো (যোহন ১৩:২০)। একই সঙ্গে, আমরা লোকদেরকে কতটুকু সন্তুষ্ট করতে পারি বা না পারি, সে বিষয়ে বেশী উদ্বিগ্ন হতে পারি না। আমাদের, এমনকি যারা আমাদের বিরোধিতা করে তাদেরও প্রতি, অনুগ্রহে পূর্ণ হতে হবে (গালা ১:১০; ১পিতর ২:২১)।

৮. **খ্রীষ্টের ক্রীতদাস হিসেবে, আমরা যেন অন্য বিশ্বাসীদের বিচার না করি-**তারা 'অন্য কারো দাস' (খ্রীষ্টের দাস)। যেহেতু তারা তাঁর প্রতি দায়বদ্ধ, আমাদের কাছে নয়, তাই আমরা তাদের সেবা কাজের বিচার করবো না (রোমীয় ১৪:৪)। সকল বিচারের ভার আমরা বিচার সিংহাসনের জন্য ছেড়ে দেবো- যেখানে আমাদের সমস্ত কাজ এবং কজের পিছনের চিন্তা মূল্য পাবে (১ করি. ৪:২-৫)।

৯. **ঈশ্বর তাঁর দাসদেরকে সুন্দরভাবে যত্ন করে থাকেন-** তিনি নিজ দাসের কুশলে প্রীত হন(গীত ৩৫:২৭)। বিশ্বস্ত সেবক-নেতাদেরকে প্রধান মেষপালক, প্রভু যীশু, মহিমার মুকুটে ভুষিত করবেন (১পিতর ৫:২-৪)।

একজন বৃদ্ধিশীল সেবক-নেতা হওয়ার জন্য সমর্পিত হোন।

মুখস্থ করুনঃ-

তোমাদের মধ্যে যে কেহ মহান হইতে চায় সে তোমাদের পরিচারক হইবে, এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ প্রধান হইতে চায় সে সকলের দাস হইবে। কারণ বাস্তবিক মনুষ্যপুত্র পরিচর্যা পাইতে আসেন নাই কিন্তু পরিচর্যা করিতে ও অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্য রূপে দিতে আসিয়াছেন (মার্ক ১০:৪৩-৪৫)।

মূল সত্যঃ

আপনি আপনার নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় সারা জীবনের জন্য প্রভু যীশুর ক্রীতদাস হতে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

লাইফ -বুক নোট্স

আপনার সাড়া দান :

- আপনি কি আপনার নিজের লালসার , না ঈশ্বরের ও তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার জন্য সেবা করছেন।
- আপনি কি আপনার বাকী জীবনের জন্য স্বেচ্ছায় খ্রীষ্টের ক্রীতদাস হতে সমর্পিত?
- কোন নির্দিষ্ট উপায়ে আপনি আপনার সেবক-নেতৃত্ব আজ প্রদর্শণ করতে চান

লাইফ বুক

সপ্তাহ -১৭

মহত্তর প্রভাব ফেলার জন্য পদক্ষেপ

যিহোশূয় ১:১- ৫:১৫ পদ পড়ুন

যিহোশূয় পুস্তকটির প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে আমরা কার্যকারী নেতৃত্বের জন্য কমপক্ষে দশটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির কথা পাই। এই নীতিগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা কি করে অ-প্রধান নেতৃত্ব হতে প্রধান নেতৃত্বের দিকে এগিয়ে যেতে পারি সে বিষয়েও অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। মহত্তর প্রভাব খাটানোর জন্য যিহোশূয় পুস্তক হতে দশটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া হোল:

১. **আত্মিক নেতারা অতীতে বাস করেন না**-*"আমার দাস মোশির মৃত্যু হইয়াছে"*(যিহো ১:২)।আমাদেরএই পৃথিবী খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে।এই নতুন যুগের পরিচর্যা কাজের জন্য আমাদের নতুন নতুন উপায় দরকার।ঈশ্বরের বাক্যের কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু আমাদের উপায় পরিবর্তিত হওয়া উচিৎ ও আমাদের সময়- পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে তা হওয়া উচিৎ। নেতারা অতীত কালে বাস করেন না।তারা বর্তমান কালে কাজ করে থাকেন এবং তাদের দর্শন থাকে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে।

২. **আপনার আত্মিক অধিকার নিয়ে চলুন**- *"যে সকল স্থানে তোমরা পদার্পণ করিবে, আমি যেমন মোশিকে বলিয়াছিলাম, তদনুসারে সেই সকল স্থান তোমাদিগকে দিয়াছি "(যিহো ১:৩)*।প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের কাছে প্রভু যীশুর প্রভাবের একটি 'জগত' আছে। আপনার সম্ভাবনার শক্তি আপনার চিন্তার চেয়ে অনেক বেশী হতে পারে(১ বংশা ৪:১০)। আপনার আত্মিক অধিকারের ছোট একটি কোনাতে চুপচাপ বসে থাকবেন না। ঈশ্বর আপনাকে যে বিশাল জগত দিয়েছেন তার পরিধি আবিষ্কার করুন। এর জন্য আপনাকে নতুন এক এলাকাতে বিশ্বাসের সঙ্গে আত্মিকভাবে চলতে হবে।

৩. **বিরোধিতার সামনে সাহসী হোন**-"তোমার সমস্ত জীবন কালেকেহ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না "(যিহো ১:৫)। এর অর্থ এই নয় যে আমরা আমাদের সমালোচকদের প্রতি নির্দয় হবো, অথবা আমরা তাদের কাছ থেকে কিছু শিখবো না। কিন্তু যে সমালোচনা আমাদেরকে আহত বা ধ্বংস করার জন্য করা হয় সেগুলো আমরা গ্রহণ করবো না(যিশা ৫৪:১৭)। একজন নেতা হিসেবে, আপনাকে সমালোচনা আশা করতে হবে। প্রকৃত নেতারা সমালোচনা আকর্ষণ করে কারণ এই নেতারা লোকদেরকে এমনভাবে পরিচালিত করেন যা তারা কোনদিন জানতো না বা যা তাদের জন্য আরামদায়ক নয়। যখন লোকেরা আপনার সমালোচনা করে তখন আপনি সাহসী হোন, কারণ আপনি জেনে রাখুন যে ঈশ্বর আপনাকে বিজয় দান করেছেন।

৪. **ঈশ্বর যে উপস্থিত আছেন সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন**-*"আমি যেমন মোশির সহবর্তী ছিলাম, তদ্রুপ তোমার সহবর্তী থাকিব, আমি তোমাকে ছাড়িব না, তোমাকে ত্রাগ করিব না"*(যিহোশূয় ১:৫)। কোথায় আপনি আছেন, বা কি করেন তাতে কিছু যায় আসে না; ঈশ্বর আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছেন! আপনি সাহসের সঙ্গে বাস করতে পারেন কারণ আপনি জানেন যে ঈশ্বর আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছেন এবং তিনি আপনার পক্ষে কাজ করেন। ঈশ্বরের উপস্থিতির জন্য যে প্রতিজ্ঞা তিনি করেছেন তার উপর দাবী করুন। প্রভু যীশু- ইম্মানুয়েল- আমাদের সহিত ঈশ্বর।তিনি আপনাকে কখনই ছেড়ে যাবেন না (ইব্রীয় ১৩:৫)।

৫.**সব সময়ে সাহসের সঙ্গে কাজ করুন**- *"বলবান হও, সাহস কর"*(যিহোশূয় ১:৬,৭,৯)। বিল ব্রাইট প্রায়ই বলতেন," আপনি কখনও একজন নেতা এবং একজন ভীতু লোক এক সঙ্গে হতে পারেন না।" নেতৃত্বের জন্য সাহস দরকার। একজন নেতা হিসেবে আপনি কঠিণ কঠিন সিদ্ধান্ত নেবেন। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি সবাই পছন্দ নাও করতে পারে। সংঘর্ষ ও চ্যালেঞ্জের মধ্যে আপনি আপনার সাহস দেখাতে পারেন," *কেননা তুমি যে কোন স্থানে যাও, সেই স্থানে প্রভু ঈশ্বর তোমার সহবর্তী।*" (যিহোশূয় ১:৯)।

৬. **ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য হোন**-*"তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থা পুস্তক বিচলিত না হউক, তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে যত্নপূর্বক সেই সকলের অনুযায়ী কর্ম করণার্থে তুমি দিবা রাত্র তাহা ধ্যান কর; কেননা তাহা করিলে তোমার শুভগতি হইবে ও তুমি বুদ্ধিপূর্বক চলিবে" (যিহোশূয়*

সদাপভুর দাসদের এই অধিকার, এবং আমা হইতে তাহাদের এই ধার্মিকতা লাভ হয়- ইহা সদাপ্রভু কহেন।

যিশাইয় ৫৪:১৭ (শেষাংশ)

কারণ তিনিই বলিয়াছেন, আমি কোনক্রমে তোমাকে ছাড়িব না,ও তোনক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না।

ইব্রীয় ১৩:৫

১:৮) ।সফলতার জন্য ঈশ্বরের নিয়ম হোল এই যে, প্রথমে তাঁর বাক্য আপনার মুখ দিয়ে স্বীকার করতে হবে (মার্ক১১:২২-২৪)। তারপরে ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে হৃদয়ে ধ্যান করুন (গীত ১১৯:৯৭)। শেষে, আপনার জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য হোন।

৭ **বিশ্বাসের এক বিরাট পদক্ষেপ নিন-** একদিনের মধ্যে যিহোশূয় ছোট ছোটবিষয়ে নেতৃত্বদান করতে করতে বিরাট বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে থাকলেন(যিহোশূয় ৩:৭; ৪:১৪)। যেদিন তিনি দায়িত্ব নিলেন, এবং সবসময় ধরে যে বাধা লোকদেরকে তাদের অধিকার পাওয়া হতে বঞ্চিত করে আসছিলো তার উর্দ্ধে উঠবার জন্য তিনি তাদের প্রস্তুত করলেন- "সেই দিবসে সদাপ্রভু যিহোশূয়কে সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে মহিমান্বিত করিলেন"(যিহোশূয় ৪:১৪) । যিহোশূয় তাঁর পা জলের মধ্যে দিলেও কেবল মাত্র ঈশ্বর সেই জল সরিয়ে দিতে পারেন।বিশ্বাসের এক পদক্ষেপ নিন, আপনি যা করতে পারেন তা করুন। তারপরে কেবলমাত্র ঈশ্বর যা করতে পারেন সে বিষয়ে তাঁর উপরে নির্ভর করুন। আপনার জন্য ও আপনার দায়াধিকার লাভের জন্য ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা হতে যা কিছু আপনাকে দূরে সরিয়ে রাখে সেটাই হলো সেই নদী। আপনার কাছে কোন "যর্দন" অসম্ভব বলে মনে হয়? বিশ্বাসে এক বিরাট পদক্ষেপ নিন এবং তাঁর আশ্চর্য শক্তি আপনার জীবনে প্রকাশ করুন।

৮.**আপনার জীবনকে ঈশ্বরের দ্বারা চিহ্নিত হতে দিন-** পরে সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন"*অদ্য আমি তোমাদের মধ্য হইতে মিসরের দূর্নাম গড়াইয়া দিলাম" (যিহোশূয় ৫:৯)* । পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থা অনুসারে শারীরিক ভাবে কারো ত্বকচ্ছেদ দ্বারা বোঝা যেতো সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ। নতুন নিয়ম অনুসারে আমরা আত্মিক ভাবে পবিত্র আত্মা দ্বারা 'হৃদয়ের ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হতে পারি (কলসীয় ২:১১-১২)। ঈশ্বরের সম্মানকারী নেতৃত্বের জন্য যা কিছু আমাদেরকে অযোগ্য করে তোলে, একজন অভিজ্ঞ ও সাবধান সার্জন হিসেবে, পবিত্র আত্মা আমাদের জীবন হতে সেইসব বিষয় কেটে ফেলতে চান। ঈশ্বর আমাদের জীবনকে এমন মহৎ ভাবে চিহ্নিত করতে চান যেন আমরা কখনও,যারা ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় নাই,সেই সব লোকদের মধ্যে হারিয়ে না যাই । আপনাকে ঈশ্বরের সাথে একজন চুক্তিবদ্ধ লোক হিসেবে গড়ে তুলতে পবিত্র আত্মাকে আহ্বান করুন। এই আত্মিক অপারেশন কিছুটা বেদনাদায়ক হতে পারে,কিন্তু সমস্যা জর্জরিত পৃথিবীতে প্রভুর প্রতিনিধিত্ব করবার আগে আমাদের জন্য এই অভিজ্ঞতা বিশেষ দরকার (যিহোশূয় ৫: ১-৯)।

১০. **উপচয় পাবার জন্য চিন্তা করুন ও বিশ্বাস করুন**-"*পর দিবসে তাহাদের দেশোৎপন্ন শস্য ভোজনের পরে মান্না নিবৃত্ত হইল"(যিহোশূয় ৫: ১২)* ।ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য যে মান্না দিতেন তা যথেষ্ট ছিল। একবার তা খাওয়া হলে, আর কিছু বাকী থাকতো না। তথাপি ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করলেন যে অব্রাহামের বংশের লোকেরা সকল জাতিকে আশীর্বাদ করবে (আদি ১২:১-৩) ।তারা যতদিন মান্নার উপরে নির্ভর করে বেঁচেছিল তাদের হাতে অন্যদেরকে আশীর্বাদ দেবার মতো কিছু ছিল না ।একইভাবে ঈশ্বর তাঁর নেতাদেরকে এমন একটি সময়ে আনতে চান যখন 'মান্না' বন্ধ হয়ে যাবে ।তিনি আমাদের কোন ক্ষতি করবার জন্য তা করেন না ।তিনি আমাদেরকে 'যথেষ্ট' অবস্থা হতে 'উপচয়' এর অবস্থার মধ্যে নিয়ে আসেন। এখন আমাদের উপচয় আছে যেন আমরা তা হতে অন্যদেরকে আশীর্বাদ করতে পারি। তিনি আমাদেরকে শুধুমাত্র খাদ্য-গ্রহনকারী নয় কিন্তু তার উর্দ্ধে উঠাতে চান। তিনি চান যেন আপনি তাঁর রাজ্যে প্রস্তুতকারী হন, এবং অন্য জাতিকে আশীর্বাদ করার চুক্তি পালন করুন। আপনি যখন একজন শক্তিশালী বিশ্বাসী হন তখন আপনার জন্য আশীর্বাদ আর ' আকাশ হতে নেমে' আসবে না। এখন আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে আশীর্বাদ গ্রহণকারী হিসেবে কাজ করবেন- যদি তা শত্রুদের দেশে ফসল তোলা হয় তার মধ্য দিয়েও! ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিকারী নেতা হিসাবে,আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ পাই যেন আমরা অন্যদেরকে- এমন কি পৃথিবীর সকল জাতিকে- আশীর্বাদ দিতে পারি।

১১. **দলের কম্যান্ডারের সঙ্গে পরিচিত হোন**- *"তখন যিহোশূয় ভুমিতে উবুড় হইয়া প্রণিপাত করিলেন , ও তাঁহাকে কহিলেন ,হে আমার প্রভু আপনার এই দাসকে কী আজ্ঞা করেন?* (যিহোশূয় ৫:১৪)। আমাদের দায়াধিকার তাঁর কাছ থেকে দাবী করবার আগে, আমাদেরকে আগে দলের কম্যান্ডারের বা প্রভু যীশুর সঙ্গে নতুনভাবে মিলিত হতে হবে। ঈশ্বরের সেনাদলে, কেবলমাত্র একজন কম্যান্ডার আছেন। আমাদেরকে লোকেদের নেতৃত্ব দিতে হবে, কিন্তু সেই সঙ্গেআমরা আমাদের প্রভুর অনুসরণ করে থাকি(১ পিতর ২:২১)। আমরা তাঁরই পদাংক অনুসরণ করে থাকি এবং আমরা তাঁর পরিপূর্ণ কর্তৃত্বের নীচে বশীভূত থাকি ।যিহোশূয় ভক্তি, সম্মান, বাধ্যতা দেখানোর জন্য তাঁর পা হতে জুতো খুলে ফেললেন(যিহোশূয় ৫:১৫)। আপনার কম্যান্ডারের- প্রভু যীশু খ্রীষ্টের- প্রতি আপনার বাধ্যতা আপনার জীবনকে চিহ্নিত করুক।

১২.

মুখস্থ করুন:

"আমি কি তোমাকে আজ্ঞা দিই নাই? তুমি বলবান হও ও সাহস কর , মহাভয়ে ভীত কি নিরাশ হইও না , কেননা তুমি যে কোন স্থানে যাও , সেই স্থনে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সহবর্তী ।" (যিহোশূয় ১:৯)

মূল সত্য:

বিশ্বাসে একটি বড় পদক্ষেপ নিয়ে আপনি বড় নেতৃত্ব দেবার দিকে এগিয়ে যেতে পারেন।

আপনার সাড়াদান:

- **আপনার সামনে কি কোন 'যর্দন" নদী আছে যা আপনার পক্ষে পার হওয়া সম্ভব নয় বলে মনে হয়?**
- **আপনি কিভাবে এই সমস্যা মোকাবিলা করবেন?**

- **আপনি কি ঈশ্বরকে আপনার জীবন চিহ্নিত করতে অনুরোধ জানিয়েছেন?**

সপ্তাহ- ১৮

কেননা, সদাপ্রভু বলেন, আমি তোমাদের পক্ষে যে সকল সঙ্কল্প করিতেছি তাহা আমিই জানি; সেই সকল মঙ্গলের সঙ্কল্প, অমঙ্গলের নয়, তোমাদিগকে শেষ ফল ও আশা সিদ্ধির সঙ্কল্প!

যিরমিয় ২৯:১১

লাইফ বুক

আপনার ভিশনের প্রতি আলোকপাত করা

হিতোপদেশ ২৮:১৯, হবককূক ২:২ পদ পড়ুন

দর্শন আমাদেরকে অতীতে ঈশ্বরের হাত কিভাবে কাজ করেছিল তা দেখায় এবং ভবিষ্যতকে প্রভু যীশুর অপ্রতিদ্বন্দী রাজত্বের দিকে এগিয়ে নেয়।ঈশ্বরীয় দর্শন ঈশ্বরের মধ্যে ও তাঁর প্রতিজ্ঞারউপরে শক্তভাবে দৃঢ়ীকৃত থাকে। একজন নেতা আরো বেশী এবং অন্যান্যদের চাইতে অনেক বেশী স্পষ্টভাবে দেখতে পায়। যারা তার অনুসরণ করে তাদের কাছে একজন নেতা যা তিনি তাঁর দর্শনে দেখেন তিনি তা জানিয়ে দেন।

ঈশ্বরীয় দর্শন রাতে আপনার কাছে আসে এবং দিনে আপনার দিকে আলোকপাত করে।পরিচর্যা সম্বন্ধে আপনার যে দর্শন আছে সেটি আপনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কি করতে চান তার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।তখনই আত্মিক দর্শন হয় যখন ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা আপনার কাছে প্রকাশ করেন। তখন, পবিত্র আত্মার শক্তিতে, আপনি সেই দর্শনকে মানবের মাঝে বাস্তবতায় ফুটিয়ে তুলবার জন্য দায়িত্ব পান। আপনার হৃদয়ে ঈশ্বর যে দর্শন দেন আপনাকে তার জন্য জবাবদিহিতা করতে হবে (প্রেরিত ২৬:১৯)।

লেখক রেজি ম্যাকনীল তাঁর বই '*আ ওয়র্ক অব হার্ট*' এ লিখেছেন,"যাদেরকে আত্মিক নেতা হিসেবে আহ্বান করা হয়েছে তারা ঈশ্বরের চলাচলের এক বিরাট ছবির-তাঁর রাজ্যের আলোচ্য বিষয়- নিয়ে জড়িত বলে মনে করেন।তাঁর কাজে ঈশ্বরের সঙ্গী হবার জন্য তারা নিজেদেরকে দায়ী বলে মনে করেন।তারা হয়তো কোন নির্জন এলাকাতে কাজ করেন কিন্তু বিশ্বকে পরিবর্তিত করাই তাদের লক্ষ্য। এই চিন্তা তাদের জীবনের চারিপাশে জড়ানো থাকে না কিন্তু আহূতদের জীবনের মূল লক্ষ্যই এটি। " ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি স্পষ্ট দর্শন ভবিষ্যত গড়তে সাহায্য করে।

১. **দর্শন দ্বারাই নেতৃত্বকে সমর্থন দেওয়া হয়-**অব্রে ম্যালফারস খ্রীষ্টিয় নেতৃত্বকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন-" ঈশ্বর ভক্ত(চরিত্র) লোকেরাই সেই নেতা যারা তারা কোথায় যাচ্ছে তা জানে (দর্শন) এবং তাদের অনুসারী থাকে (প্রভাব)।" প্রথমতঃ, ঈশ্বর চান যেন আমরা ঈশ্বর ভক্ত হই যারা পবিত্র আত্মার ফল ধারণ ও পালন করবে (গালা ৫:২২-২৩)। তারপরে তিনি আমাদিগকে আমাদের জীবনে যে লক্ষ্য রেখেছেন সেদিকে পাঠান(যির ২৯:১১)। শেষে, আমরা যখন ঈশ্বরের দর্শন অন্যদের কাছে তুলে ধরি, যারা সেই দর্শন গ্রহণ করে তাদেরকে তিনি সেই দর্শন গ্রহণ করতে এবং তা বাস্তবায়নে সাহায্য করেন (নহিমিয় ৪:৬)।

২. **ঈশ্বরের কাছ থেকে দর্শন আসে-** ঈশ্বরের কাছ থেকে দর্শন আসার আগে ঈশ্বর সম্বন্ধে মহান দর্শন আসবে। প্রায়ই এই দর্শনের পদটিকে- হিতো ২৯:১১ পদ- এভাবে অনুবাদ করা যেতো- " *যেখানে ঈশ্বরের চলমান পরিত্রাণকারী কোন বাক্য বা কাজ নেই, সেখানে ঈশ্বরের লোকেরা ক্ষয় পেতে থাকে।*"ঈশ্বর যে দর্শন দেন তা সব সময় মানুষের সামর্থের বাইরে থাকে। কেবলমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহ এই দর্শনকে বাস্তবতা দিতে পারে। *একই সঙ্গে আমরা চীৎকার করে উঠি,"এই কাজ কে করতে পারে?' এবং 'ঈশ্বর আমাদেরকে এই কাজ করবার জন্য যোগ্য করে তুলেছেন(২ করিন্থীয় ২:১৬; ৩:৫-৬)।*

৩. **আপনার মন্ডলীর দর্শন ঈশ্বরের রাজ্যের দর্শনের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে-** ঈশ্বর তাঁর নেতাদেরকে ক্ষণস্থায়ী থেকে চিরকালীনের দিকে নিয়ে যান (ফিলি ৩:২)।তিনি আমাদেরকে সাধারণ স্থানীয় এক দর্শন হতে বিশ্বব্যাপী দর্শনের দিকে ছড়িয়ে দেন (যিশা ১১:৯)। যে কোন মন্ডলী খ্রীষ্টের মহান আজ্ঞাকে পূর্ণ করার জন্য সাহায্য না করে, সেই মন্ডলী তার অস্তিত্ব পাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আপনার স্থানীয় মন্ডলীর দর্শন ঈশ্বরের মহান অসীম দর্শনের ও বিশ্বব্যাপী তাঁর পুত্রের আরাধনার দর্শনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে।

৪. **আপনার দর্শন এমন বড় হওয়া দরকার যা ঈশ্বরকে সম্মান করে ও অন্য মানুষদের আকর্ষণ করে-** একজন জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন-" সব সময় মহান কিছুর স্বপ্ন দেখো। ছোট ছোট বিষয়ের দর্শন দেখার চাইতে বড় বিষয়ের দর্শন দেখা এমন কিছু বেশী খরচের বিষয় নয়, আর আপনি যে দর্শন দেখেন নাই তা কখনই উপলব্ধি করতে পারবেন না।" মানুষের, জাতির ও সম্পূর্ণ বিশ্বের পরিবর্তনের জন্য ঈশ্বর কাজ করে চলেছেন। যদি আমরা প্রকৃত ভাবে তাঁর হৃদয় বুঝতে পারি,আমাদের দর্শনও তখন বড় হয়ে যাবে (গীত ২:৮)।

আমার নিকটে যাচঞা কর, আমি জাতিগণকে তোমার দায়াংশ করিব, পৃথিবীর প্রান্ত সকল তোমার অধিকারে আনিয়া দিব।

গীত ২:৮

৫. **দর্শন ও বিশ্বাস পাশাপাশি চলে-** দর্শন বিশ্বাসকে উজ্জীবিত করে, এবং বিশ্বাস, অপর দিকে, দর্শনকে বড় করে। যখন ঈশ্বর অব্রাহামকে আকাশের তারা গণনা করতে বলেছিলেন, তিনি অব্রাহামকে একটি বিশ্বাস বৃদ্ধি করার কাজ করতে দিয়েছিলেন (আদি ১৫:৫) ।যে প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর করেছিলেন তার ফল লাভ করার জন্য অব্রাহামের বিশ্বাস দৃঢ় করেছিলেন(রোমীয় ৪:১৮-২১)।
নেতৃত্বের অনেক বিষয় আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্টিয় নেতৃত্বের একটি মাত্র বিষয় আপনার জন্য রয়েছে। কেবলমাত্র আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে আপনি ঈশ্বরকে কতটুকু বিশ্বাস করবেন ।চীন দেশে সুসমাচার প্রচারক হাডসন টেইলর বলেছিলেন," আমরা এমন অনেকের কথা শুনেছি যারা ঈশ্বরে খুব কম বিশ্বাস করেছেন, কিন্তু আপনি কি এমন কারো কথা শুনেছেন যিনি ঈশ্বরে তার যতটুকু বিশ্বাস করার কথা তার চাইতেও অনেক বেশী বিশ্বাস করেছে?" ঈশ্বরের কাছ থেকে সবচেয়ে ভালো উপহারটি পাবার আকাংখা করতে আমাদেরকে বলা হয়েছে (১ করিন্থীয় ১২:৩১) ।প্রত্যেক খ্রীষ্টিয় নেতাকে বিশ্বাসের দানকে পাবার আকাংখা করতেহবে।

৬. **স্পষ্ট দর্শনের ফলে লোকেরা সাড়া দিতে উৎসাহিত হয়-** যদি লোকেরা একটি দর্শনের অভাবে ধ্বংস হয়, তাহলে একজন নেতা কতো বেশী একটি দর্শনের অভাবে ধ্বংস হয়। দর্শন ছাড়া, জীবনের কোন উজ্জল দিক নেই। কিন্তু স্পষ্ট দর্শন থাকলে, আপনার ভিতরে যা কিছু আছে তার সব কিছু জাগ্রত হয়ে যায় এবয় সেবা করার জন্য প্রস্তুত হয়। জর্জ বামা বলেন, জীবনে বেঁচে থাকার জন্য দর্শন একটি বিশেষ কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটি জীবনের উদ্দেশ্য মূলক একটি তকমা যা প্রত্যেকে আনন্দের সঙ্গে ও সাহসের সঙ্গে পরে থাকে।" অনেক মন্ডলী সুসমাচার প্রচারের জন্য দূর্বল, তার কারণ একটাই-যে তাদেরকে কেউ কোনদিন "চক্ষু তুলিয়া শস্য ক্ষেত্র দেখার জন্য" আহবান জানায় নাই (মথি ৯:৩৭-৩৮)।

৭. **দর্শন জীবনে কাজের গুরুত্ব দেখিয়ে দেয়–** ঈশ্বর তাকে যে দর্শন দিয়েছিলেন তারই আলোতে প্রেরিত পৌলের জীবন আলোকিত হয়েছিল ।দর্শনের মানুষ 'একটি বিষয়' নিয়ে চলে- তাদের অনেকগুলো দর্শন থাকে না (ফিলি ৩:১৩) ।আমরা যে সিদ্ধান্ত নিই তার উপর দর্শন প্রভাব ফেলে। সময়ের সদ্ব্যবহার করা তত্ত্ব থেকে বাস্তবতায় রূপ নেয়। স্পষ্ট কোন দর্শন ছাড়া আমরা সে সময়ে যে বিশেষ বিষয়টি চাপ দেয় তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিই। স্পষ্ট দর্শন নিয়ে দীর্ঘকাল ব্যাপী সিদ্ধান্ত নিই যা প্রকৃত পরিবর্তন আনে। আমরা তখন আর আমাদের পরিস্থিতি নিয়ে কথাবার্তা বলি না কিন্তু চাপ সৃষ্টিকারী সেই দর্শনের আলোকে কাজ করি। এই বিষয়টি মনে রাখা ভালো যে দর্শন যতো বড় হবে, সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা ততো কম হবে ।আপনার দর্শন ও নেতৃত্ব যতো বড়, ততো বেশী আপনার দিন ও সময় নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। আপনার দর্শনের আকার ও স্পষ্টতার অনুপাতে অর্থহীণ ক্রিয়া কলাপ কমে যায়।

৮. **দর্শন কাজকে কমিয়ে দেয় না; কিন্তু ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়-** ঈশ্বর দত্ত দর্শন আমাদেরকে আরামদায়ক পরিস্থিতি থেকে বের করে নিয়ে আসে। আমি আমার নিজের জীবনে, আমার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে আমার মানবীয় ও আর্থিক সুযোগ সুবিধার চেয়ে বড় করে দেখেছি। নতুন নতুন দর্শনের জন্য সব সময় আমার যা বর্তমানে আছে তার চাইতে আরও বেশী অর্থ ও শক্তি দরকার হয়। তখন আমাকে বাধ্য হয়ে ঈশ্বরের ও তাঁর প্রতিজ্ঞার উপরে বিশ্বাসে কাজ করতে হয়। যেহেতু দর্শন আক্ষরিক ভাবে ভবিষ্যতকে পরিবর্তিত করে, তাই ঝুঁকি অবশ্যাম্ভাবী। বেশীরভাগ কাজে, ঝুঁকিটা আসে সুযোগের আকারের অনুপাতে। ফ্রান্সিস ড্রেকের প্রার্থনা আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিৎ- "হে প্রভু,যখন আমাদের স্বপ্ন সত্যি হয়, আমাদের বিঘ্ন দাও,কারণ আমরা খুব অল্প বিষয়ের স্বপ্ন দেখেছিলাম,যখন আমরা নিরাপদে পৌছাতে পেরেছিলাম,আমাদের বাঁধা দাও, কারণ আমরা সমুদ্রের তীরের অল্প একটু দূরে গিয়েছিলাম।"

১৩. একটি শক্তিশালী দর্শনের মধ্যে শক্তিশালী উপাদান থাকে-

- *একটি শক্তিশালী দর্শনকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।* সাধারণ লোকেরা প্রভু যীশুর কথা ভালোভাবে গ্রহণ করেছিল (মার্ক ১২:৩৭)। আপনার মন্ডলীতে প্রত্যেকটি স্কুলে যাওয়া শিশুও যেন আপনার মন্ডলীর দর্শন বুঝতে পারে। স্পষ্ট ভাবে দেখা, বারবার এটি বলা ও দেখানোর মধ্য দিয়ে দর্শনটি সুরক্ষিত হয়।

- *শক্তিশালী এক দর্শন দেখা সম্ভব।* যদিও একটি মহান ও শক্তিশালী দর্শন আমাদের উপরে চাপ সৃষ্টি করে, তবুও এটি সম্ভব। এবং এটি পূর্ণ করাও সম্ভব! (গণনা ১৩:৩০)।

- *একটি শক্তিশালী দর্শন ভালোবাসা সৃষ্টি করে।*মাইক ডাউনি বলেন, খ্রীষ্টের মহান আদেশের প্রতি আকাংখা অর্থের প্রতি একজন ব্যাংকারের আকাংখার মতো। আমরা এই দর্শন ঈশ্বরের রাজ্যে সকল বিষয় সম্পাদন করার জন্য ব্যবহার করি। এই দর্শন যিরমিয়ের হাড়ের মধ্যে আগুনের মতো (যিরমিয় ২০:৯)। এমন কি যখন আপনি ক্লান্ত-শ্রান্ত, এবং কাজ ছেড়ে চলে যেতে চান, এই দর্শন নেতার হৃদয়ের মধ্যে আগুন হয়ে জ্বলে যা কখনই নিবানো যায় না। স্বর্গ হতে পাওয়া একটি দর্শন ভবিষ্যতের মতো হয়ে জ্বলতে থাকে যা অবশ্যই ঘটবে।

ঈশ্বরের কাছে একটি স্পষ্ট, সম্ভব দর্শন চান যা তাঁর কাছে পাওয়া যায়। তারপরে তা লিখে ফেলুন, সেটি পড়ুন এবং তা পূর্ণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করুন।

সপ্তাহ-১৯

মুখস্থ করুন :

"তখন সদাপ্রভু আমাকে উত্তর করিয়া কহিলেন, এই দর্শনের কথা লিখ, সুস্পষ্ট করিয়া ফলকে খুদ, যে পাঠ করে সে যেন দৌড়াইতে পারে।"*(হবককূক ২:২)*

মূল সত্য:

খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি স্পষ্ট দর্শন একান্ত দরকার।

আপনার সাড়াদান:

- ***আপনার কি এমন কোন দর্শন আছে যা আপনি স্পষ্ট ভাবে ও সহজ ভাবে বলতে পারেন?***
- ***যদি না হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী কিছু সময় কাটানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিন যেন আপনার জীবনের জন্য তাঁর দর্শন ও আপনার ধনাধ্যক্ষতার জন্য আপনি একটি পরিচর্যা পেতে পারেন।***
- ***হবককূককে যেমন করে ঈশ্বর নির্দেশ করেছিলেন,তেমন করে আপনি এই দর্শনটি স্পষ্ট ভাবে কথায় লিখে ফেলুন।***

অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে, এবং শ্রবণ খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা হয়।

রোমীয় ১০:১৭

লাইফ বুক

বিশ্বাসের জীবন

মার্ক ১১:২২-২৪: রোমীয় ১০:১৭; ইব্রীয় ১১:১,৬ পদ পড়ুন ঈশ্বর বিশ্বাসকে সম্মান করেন।একজন কার্যকারী খ্রীষ্টিয় নেতা বিশ্বাস ব্যবহার করেন।

নেতৃত্বদানকে অনেক কিছু প্রভাবিত করে।আপনার পারিবারিক পরিস্থিতি, জাতীয়তা অথবা আপনার সামর্থ সহ নেতৃত্বের কিছু কিছু বিষয়ে উপরে আপনার খুব কম প্রভাব থাকতে পারে। কিন্তু নেতৃত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পূর্ণ ভাবে আপনাকেই দেওয়া হয়েছে। কেবল মাত্র আপ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কতটুকু আপনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবেন এবং তাঁর প্রতিজ্ঞার উপরে কাজ করবেন।

বিশ্বাসের মূলে আছে শুধু মাত্র ঈশ্বর যা বলেছেন তা বিশ্বাস করা এবং তাঁর প্রতিজ্ঞার উপরে কাজ করা। আমরা যা আশা করে আছি সেই সব বিষয়ে পরিপূর্ণ ভাবে আস্থা আনাই বিশ্বাস। বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যকে সম্মান করে তাঁর উপরে নির্ভর করা বোঝায়। বিশ্বাস দ্বারা অদৃশ্যকে দেখা যায়; বিশ্বাস আমাদের দৃঢ় নিশ্চয়তা দেয় যে যা আমরা এখনও বাস্তবে দেখি না তা একদিন বাস্তব হবে (ইব্রীয় ১১:১) ।বিশ্বাস আত্মিক নেতৃত্বের ভিত্তি। হ্যাঁ, ঈশ্বরের নেতাদের জন্য আরও অন্যান্য গুণের প্রয়োজন আছে, কিন্তু বিশ্বাস এই সকল গুণের সমার্থক(২ পিতর ২১:৫-৭)। আমরা ঈশ্বরকে কখনই বিশ্বাস ছাড়া সন্তুষ্ট করতে পারি না(ইব্রীয় ১১:৬)।

আপনি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে কাজ আরম্ভ করেছেন। আপনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্তা ও প্রভু বলে বিশ্বাস করেছেন (যোহন ৩:১৬)। লক্ষ্য করুন যে পরিত্রাণের জন্য বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি দরকার (রোমীয় ১০:৯,১০)। সেই একই, শিশুর মতো বিশ্বাস আপনাকে প্রভুর সঙ্গে পথ চলতে সাহায্য করে (রোমীয় ১:১৭; কল ২:৬,৭)।

খ্রীষ্টে বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে আমরা অব্রাহামের সন্তান হয়েছি (গালা ৩:২৯)। বিশ্বস্তের পিতা হিসাবে, অব্রাহামের বিশ্বাস আমাদের কাছে এক উদাহরণ(রোমীয় ৪:১-৩)। যখন ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করলেন, ঈশ্বর তাঁকে সম্পূর্ণ বাধ্যতায় লক্ষ্য অভিমুখে নির্ভরতায় তাঁর সঙ্গে চলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন(আদি ১২: ১-৩)। আমাদেরকেও তিনি তাঁর পথে, এবং যা দেখি তার দ্বারা নয়,কিন্তু বিশ্বাসে, চলতে বলেছেন(২ করি ৫:৭)। যেমন করে জে,অসওয়াল্ড স্যান্ডার্স বলেছেন "প্রকৃত বিশ্বাসে মানুষ সীলমোহরকৃত গুপ্ত আদেশে চলতে আনন্দ পায়।"

বিশ্বাসে জীবন যাপন করার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হোল-

১. **ঈশ্বর প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানকে নির্দিষ্ট পরিমানে বিশ্বাস দিয়েছেন-** (রোমীয় ১২:৩) আপনার জন্য খ্রীষ্টের শেষ করা কাজের উপর নির্ভর করে আপনি বিশ্বাসের ব্যবহার করেছেন, যার ফলে আপনি পরিত্রাণ পেয়েছেন (গালা ২:৮-৯)। তা ছাড়া, পবিত্র আত্মাও বিশ্বাস দান করেন (১ করি ১২:৯)।

২. **প্রতিদিন আপনার বিশ্বাস সবল করুন-** প্রতিদিন আমরা,তাঁর প্রতিজ্ঞার উপর আমাদের বিশ্বাস রেখে এবং আমাদের মধ্য দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন- এই বিষয়টি বিশ্বাস করে-আমাদের বিশ্বাসকে বাড়াবার সুযোগ পেয়ে থাকি। আপনি নিম্নোক্ত উপায়ে আপনার বিশ্বাস বাড়াতে পারেন:

- *একাকী ঈশ্বরের সঙ্গে সময় কাটান-* সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সান্নিধ্যে সন্দেহ থাকতে পারে না। মোকাবিলা করার জন্য কোন পরিস্থিতিই তাঁর জন্য অসম্ভব নয় (যির ৩২:১৭)। যখন আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি, সকল ভীতি দূরে সরে যায় ও বিশ্বাস নবিনীকৃত হয়।

- *ঈশ্বরের কথা শুনুন- ঈশ্বরের বাক্য অনন্তকালের জন্য সুরক্ষিত (ইব্রীয় ৪:১২)। তাঁর বাক্য এত শক্তিশালী যে তা শুনলেই বিশ্বাস জন্মে (রোমীয় ১০:১৭)।*

- *ঈশ্বরের বাক্য মুখস্থ করুন-* আপনার হৃদয়ে গুপ্ত থেকে ঈশ্বরের বাক্য এক মারাত্মক অস্ত্র হয়ে যায়। যখন প্রভু যীশু প্রান্তরে পরীক্ষিত হয়েছিলেন,এভাবেই তিনি শয়তানকে পরাজিত করেছিলেন। শয়তানের সকল কথার উত্তরে প্রভু বলেছিলেন " লেখা আছে..." (মার্ক ৪:১-১১)। আপনার মনে ও হৃদয়ে লিখিত ঈশ্বরের বাক্য পাপের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে ওঠে (গীত ১১৯:৯,১১)।

- *ঈশ্বরের বাক্য বলুন-* ঈশ্বরে বাক্যে বিশ্বাস হলো আটার তালে খামির মতো। আপনি যা দেখেছেন তা দিয়ে আপনি বাক্যের সঙ্গে বিশ্বাস মেশান। যাকোব আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে আপনি যা বলেন তা আপনার জীবনের পথ নির্দ্ধারন করতে পারে (যাকোব ৩:৬)। ঈশ্বরের বাক্য পড়ার ও অধ্যয়ন করার কারণ এই যেন ঈশ্বরের বাক্যে তিনি যা বলেন আমরা তার বাধ্য হই (যিহোশূয় ১:৮)।ঈশ্বরের কোন বাক্য কখনই মাটিতে পড়বে না।তাঁর অনন্ত বাক্য থেকে যে কোন সময় জীবন্ত গাছ বেরিয়ে আসতে পারে কারণ এটি 'এক অক্ষয় বীজ'(১ পিতর ১:২৩)। ঈশ্বরের বাক্যের উপর নির্ভর করুন যেন এটি কাজ করে। গ্রীক ভাষায় '*লোগোস*' শব্দটি দ্বারা ঈশ্বরের অনন্ত বাক্য বোঝানো হয়েছে। প্রেরিত যোহন প্রভু যীশুকে অনন্ত বাক্য বলে আহূত করেছেন (যোহন ১:১)। এই *লোগোস* মানে ঈশ্বরের লিখিত বাক্য অর্থাৎ বাইবেল। যখন বলা হয় যে পবিত্র আত্মা বিশেষ কোন শাস্ত্রাংশকে বা সত্যকে আমাদের বৃদ্ধি পাবার জন্য অনুপ্রাণিত করেন তখন গ্রীক ভাষায় আরেকটি শব্দ ব্যবহার হয়- সেটি হলো *ড়েমা*। 'ইয়ুথ উইথ এ মিশন' এর প্রতিষ্ঠাতা লোরেন কানিংহাম মনে করেন," ঈশ্বর যে বাক্য আমাদেরকে বিশ্বাসে ঘোষণা করতে দিয়েছেন, আমরা যখন সেগুলো বলি, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সৃষ্টি করি।"

আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণপ্রাপ্তি।

৩. **বিশ্বাসে একটি বড় পদক্ষেপ নিন-** ভারতে জ্বলন্ত স্বাক্ষর মিশনারী উইলিয়াম কেরী তাঁর সময়কার খ্রীষ্টিয়ানদেরকে আহবান জানিয়েছিলেন যেন তাঁর " ঈশ্বরের কাছ থেকে মহান কিছু পাবার জন্য প্রার্থনা করে এবং ঈশ্বরের জন্য মহান কিছু করবার প্রচেষ্টা করে।" বিশ্বাস একটি মাংস-পেশীর মতো- যদি আমরা বিশ্বাসের অনুশীলন করি তাহলে এটি বাড়বে। যদি বিশ্বাস ব্যবহার না করি এটি ক্ষয় পেয়ে দূর্বল হয়ে পড়বে।

ইব্রীয় ১১:১

ঈশ্বর আপনাকে আত্মিক দায়াধিকার দিয়েছেন। যেমন করে তিনি যিহোশূয়ের প্রতি করেছেন, তেমন করে ঈশ্বর আপনাকে আপনার দায়াধিকার নিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে চলতে আহ্বান করছেন (যিহো ১:৩-৪)। এ বিষয়টি পাঠ করছেন এমন কোন কোন পালক নিশ্চয়ই নতুন কোন দেশ পাবার জন্য ঈশ্বরকে বলছেন। আমি আপনাকে আক্ষরিক ভাবে আপনার দায়াধিকার নিয়ে চলবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছি।

৪. **বাধা আসবে- তা জেনে রাখুন**- ঈশ্বর যখন আপনাকে বিশ্বাসের এক নতুন মাত্রায় নিয়ে যান, আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে আপনার জীবনে বাধা আসবে। শয়তান আপনাকে প্রতিহত করতে চাইবে। ঠিক যেমন করে সাপ আদম ও হবাকে করেছিল, তেমন করে শয়তান চাইবে যেন আপনি ঈশ্বরের বাক্যে আপনার জন্য তাঁর সুন্দর সুন্দর আশীর্বাদ গুলোতে আপনি সন্দেহ করেন, (আদি ৩:১-৪)। এমনকি আপনার বন্ধুরাও কোন কোন সময় হয়তো আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করতে পারে- তারা আপনাকে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা বিশ্বাস করা হতে দূরে রাখতে চাইবে। আপনার বিশ্বাসের উপর যে কোন আঘাত আসুক,আপনি দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। তাতে আপনি প্রভু যীশুকে সম্মান করবেন (যাকোব ৪:৭; ১ পিতর ১:৭)।

৫. **বিশ্বাসের একটি বীজ বপন করুন**- বিশ্ব চরাচরে ঈশ্বর বীজ বোনা ও শস্য কাটার একটি চক্র দিয়েছেন। শস্য কাটার আগে সব সময় বীজ বুনতে হয়। বিশ্বাস একটি বীজের মতো (মথি ১৭:২০)। আমরা যখন বিশ্বাসের বীজ বুনবো আমরা শস্য কাটারও আশা করবো (লূক ৬:৩৮)। একজন কৃষকের মতো, আমরা যে ভালো বীজ বুনেছি তা হতে ফসল ফলবে বলে আমরা আশা করবো। আমরা প্রেম, প্রার্থনা, সময়, অথবা অর্থ বীজ বুনতে পারি এবং তা হতে ফসল আশা করবো । আমরা যখন আমাদের

লাইফ বুক

নোটস

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি, উৎস বা সামর্থ ঈশ্বরকে দিই- বা একটি বীজ বুনি- সেখানে নিশ্চয়তার সঙ্গে শস্য কাটার বিষয় আসে। চার্লস স্পার্জন বলেছেন," বীজ বপন করার সময় ও শস্য কাটবার সময়- এই দুটি সময়- একটি শক্ত গিঁটে বাঁধা থাকে।" (আদি ৮:২২)।

বাস্তবে, যখন আমরা দয়ার বীজ বুনি আমরা প্রভুকে দিই (মথি ২৫:৪০)। তখন আমাদের প্রভুকে কিছু করার জন্য সুযোগ দেওয়া উচিৎ। ইলীশায় একজন হত-দরিদ্র বিধবা মহিলাকে তার নিজের প্রয়োজন মিটাবার আগে কিছু দিতে বললেন। তিনি জানতেন যে কেবলমাত্র তারাই পায় যারা দেয় (১ রাজা ১৭:৮-১৬)। এবং যখন আমরা দিই, রাজা দায়ূদের মতো, প্রভুর জন্য যা উপযুক্ত সে রকমের কোন উপহার আমাদের দেওয়া উচিৎ (২ শমূ ২৪:২৪)।

৬. **আপনি আশা করবেন যে ঈশ্বর কাজ করবেন**- ওয়ার্ল্ড ভিশনের প্রতিষ্ঠাতা বব পিয়ার্স বলেছেন," কোন কিছুই আশ্চর্য বলে প্রতীয়মান

৭. হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সেটি এমন কোন জায়গায় যায় যেখানে প্রচন্ড ধরণের মানবীয় শক্তি দ্বারাও কোন কাজ হয় না, এবং যা সম্ভব ও যা তিনি করতে চান সেই অসম্ভবের মধ্যকার সেই শুণ্য স্থানকে পূর্ণ করার জন্য ঈশ্বর এগিয়ে আসেন। সেটাই ঈশ্বরের স্থান।" অঙ্কের ভাষায় বলা যায় যে নির্ভরতা + প্রত্যাশা= বিশ্বাস।ওরাল রবার্টস এই কথাটিকে সুন্দর ভাবে বলে বিশ্বাসীদের আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা " একটি আশ্চর্য কাজ প্রত্যাশা করে।"

৮. **কখনই আপনার দর্শনকে ধ্বংস করবেন না-** দর্শন ও বিশ্বাস পাশাপাশি চলে (গালা ৬:৯)। দর্শন ও বিশ্বাসকে স্পষ্ট করে হৃদয়ে ধরে রাখুন । বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ধরে থাকবে (ইব্রীয় ১০:৩৫-৩৮)।

৯. **দর্শন লিখে রাখুন-** দর্শনটি স্পষ্ট করে রাখবার জন্য এবং আপনার সামনে রাখবার জন্য এটি লিখে রাখুন। এই কাজটিই একজন নিরাশ ভাববাদীকে ঈশ্বর করতে বলেছিলেন। ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছেন। তাঁর উপর নির্ভর করুন। এবং তাঁর সময় জ্ঞানকে বিশ্বাস করুন (হবককূক ২:২-৪)। আমার সারা জীবন ধরে আমি দেখেছি যে ঈশ্বর আমার বিশ্বাসের উত্তর দিয়েছেন এবং আমার ভয় দেখে দুঃখ পেয়েছেন। বিশ্বাস দ্বারা তাঁর শক্তি কার্যকরী হয়, অবিশ্বাস আমাদেরকে তাঁর ক্ষমতা দেখতে বাধা দেয় (গীত ৭৮:৪১; মথি ১৩:৫৮)। আমাদের ইতিহাসে বড় বড় বিশ্বাসীদের জীবন কাহিনী আছে (ইব্রীয় ১১)। আমাদের একটি বড় চুক্তির কাজ সম্পাদন করতে হবে- সেটি হলো খ্রীষ্টের মহান আদেশ- যেন বিভিন্ন জাতির কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পৌছে দেওয়া হয় (আদি ১২:১-৩; মথি ২৮:১৯)। এর জন্য চাই বিশ্বাস ও উপচয় এবং এই দুটোই ঈশ্বর আমাদের দিতে আনন্দ পান (লূক ৫:১-১১; ২ করি ৯:৮-১০)। জ্যাক হেফোর্ড আমাদেরকে আরও বড় বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যেতে চান। তিনি লিখেছেন," আমরা আমাদের ধারণায় অত্যন্ত ছোট, কিন্তু এই ক্ষুদ্রতাকে প্রভু যীশুর প্রতি আমাদের একটি উত্তর দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায়- যিনি আমাদেরকে বড় - আমাদের বহিঃ দৃষ্টিতে বড়, হারিয়ে যাওয়া মানুষদের প্রতি আমাদের প্রেমে বড়, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের দানে বড়-হতে বলেছেন । প্রেরিত পৌল যেমন করে বলেছেন,"অতএব মহাশয়েরা, সাহস করুন, কারণ ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস আছে..."(প্রেরিত ২৭:২৫) তেমনি আমাদের স্বীকারোক্তি হোক।

মুখস্থ করুন: এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচঞা কর, বিশ্বাস করিও যে তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে। মার্ক ১১:২৪

মূলসুর: ঈশ্বরের ও তাঁর বাক্যের প্রতি বিশ্বাস করলে আপনার জীবনে তাঁর আশীর্বাদ আসবে।

আপনার সাড়াদান:

- বিশ্বাসে কোন বড় এক পদক্ষেপ নেওয়া আপনার উচিৎ ?
- ঈশ্বর যে দর্শন আপনাকে দিয়েছেন তা স্পষ্ট করে লিখুন।
- আপনার জীবনে কী 'বিশ্বাসে-পূর্ণ' কোন যাত্রা আপনার করা দরকার ? এখনই বিশ্বাসে আপনার আত্মিক যাত্রা শুরু করুন ও অধিকার করুন।

লাইফ বুক

আপনার ধারালো অবস্থা ফিরে পাওয়া

২ রাজাবলী ৬: ১-৭ পদ; যিশাইয় ৪১:১৫ পদ পড়ুন

মন্ডলীর বিশিষ্ট নেতা আইরেনিয়াস বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের মহিমা মানুষকে সচেতন করে তোলে'। তথাপি খ্রীষ্টিয় নেতারা প্রায়ই দেখতে পান যে তাদের নিজেদের জীবন ও পরিচর্যা কাজ মন্থর ও ফল বিহীন হয়ে পড়েছে। তারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা বা তাদের নিজস্ব সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হন না।

ঈশ্বর চান যেন তাঁর পক্ষে আপনি যে কাজ করছেন তা আরও ধারালো ও কার্যকারী হয় (যোহন ১৫:৮)। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে অনেক পরিচর্যাকারী তাদের জীবনের 'ধার' ও কার্যকারীতা হারিয়ে ফেলছেন। তারা পরিচর্যার কার্যক্রমের গতি নিয়ে চলতে থাকেন, কিন্তু বিরোধী শক্তিকে যে ধার কেটে ফেলে তা তারা হারিয়ে ফেলেন।

২ রাজাবলী ৬ অধ্যায়ে আমরা দেখি একজন যুব ভাববাদীর জীবনে এরকমের ঘটনা ঘটেছিল। এই সময়ে সব কিছু বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট পরিমানে পাওয়া যাচ্ছিল না (২ রাজা ৬:১)। এই ভাববাদী উপযুক্ত ভাবে নির্দেশনা পাচ্ছিলেন। তিনি তার শিক্ষক ইলীশায়কে এই কাজটি দেখাশুনা করতে বললেন (২ রাজা ৬:২-৩)। ভাববাদী আনন্দের সঙ্গে ঈশ্বরের পক্ষে একটি বৃদ্ধিশীল প্রকল্পে কাজ করছিলেন, কিন্তু কোন এক কারণে তার ব্যস্ততার মধ্যে 'কুড়ালীর ফলা' হারিয়ে গেল।

তার সমস্ত কার্যকারীতা নষ্ট হয়ে গেল। কুড়ালীর ফলা ছাড়া শুধু হাতল দিয়ে গাছ কাটা ফলা সহ কুড়ালী দিয়ে গাছ কাটার চাইতে অনেক কঠিন। এরকমের ফলহীন অবস্থা অনেক পালক তাদের পরিচর্যাতে দেখতে পান। তথাপি তারা ঈশ্বরের জন্য বেশ ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু মনে হয় যে তারা কুড়ালীর ফলা ছাড়া হাতল দিয়েই গাছ কাটতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তারা যে কাজ করেন তাতে কোন উন্নতি বা 'কোন দাঁত' না দেখে তারা বেশ হতাশ হয়ে পড়েন।

আপনি কি সেরকম অনুভব করছেন? আপনি কি মনে করছেন যে আপনি কার্যকারীতার কুড়ালীর ফলা হারিয়ে ফেলেছেন? যখন এই যুব-কার্যকারী দেখতে পেলেন যে তার কুড়ালীর ফলা ছুটে গিয়ে হারিয়ে গেছে, তিনি খুব উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি পরিচর্যাতে আর কার্যকর নন। তিনি আরও বুঝতে পারলেন যে এই ফলাটি তার নিজের নয়, এটি ধার করে আনা হয়েছে (২ রাজা ৬:৪-৫)। একইভাবে, পরিচর্যাতে আমাদের কার্যকারীতা, আমরা যে অস্ত্র বা দক্ষতা ব্যবহার করি, তার উপরে নির্ভরশীল নয়। ঈশ্বরের আত্মার দানের ধার আমরা ব্যবহার করে থাকি।

আপনি কি প্রভুর জন্য আপনি যে কাজ করছেন তাতে সম্পূর্ণ ভাবে সফল ? আপনি কি অনুভব করেন যে আপনার কুড়ালীর ফলা ছুটে গিয়ে কোথাও হারিয়ে গেছে? কতগুলো পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে আপনি আপনার পরিচর্যার 'ধার' আবার ফিরে পেতে পারেন। এই কাহিনীতে এই ভাববাদী এই পদক্ষেপগুলোই নিয়েছিলেন।

দেখ,আমি তোমাকে তীক্ষ্ণ দন্তশ্রেণী বিশিষ্ট শস্য মাড়া নূতন গুঁড়ির ন্যায় করিব।

যিশাইয় ৪১:১৫

১. যেখানে আপনার কার্যকারীতা হারিয়েছে সেখানে ফিরে যান। যুব-ভাববাদীকে ইলীশায় বললেন," ফলাটি কোথায় পড়েছে?"(২ রাজা ৬:৬)। কাজ করাই মানে সফলতা নয়। এই যুবক লোকটি ঈশ্বরের পক্শে কাজ করছিলেন কিন্তু তাতে সফল হন নাই। আপনি কোথায় আপনার সফলতা বা কার্যকারীতা হারিয়েছেন তা আপনাকে সততার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে। নীচের এই বিষয়গুলো সহ অনেক ভাবে আপনি কার্যকারীতা হারাতে পারেন:

- *কোন গোপন পাপ-* আপনি কি কোন গোপন পাপ আপনার জীবনে রাজত্ব করতে দিয়েছেন ? আপনার জীবনে কি কোন স্বীকার না করা পাপ আছে ? আপনি কি পবিত্র আত্মাকে আপনার হৃদয় অনুসন্ধান করে দেখতে বলেছেন ? আপনার জানা সকল পাপ কি আপনি স্বীকার করেছেন ? (গীত ৬৬: ১৮)।

- *ক্ষমা না করা-* পরিচর্যা কাজে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে কোন না কোন ব্যক্তি আপনাকে কষ্ট দেবে। তিনি আপনার বিরুদ্ধে উঠে আপনার বিরুদ্ধে আপনার সম্বন্ধে অসত্য কথা কঠিন ভাবে বলবেন। যখন তা ঘটে, আপনি তাকে পাপ ক্ষমার সুপ্রশস্থ পথ ধরে ক্ষমা করে দিয়ে নেতৃত্বের পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারেন। বলা হয় যে, পাপ ক্ষমার মধ্য দিয়ে একজন বন্দীকে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং দেখা যায় যে সেই বন্দী আপনি নিজে (ইফিষীয় ৪:৩১-৩২)।

- *ঈশ্বরের জন্য এত বেশী ব্যস্ত যে ঈশ্বরকেই ভুলে যাওয়া-* এটি শয়তানের একটি কৌশল যে সে আপনাকে ঈশ্বরের জন্য অনেক কাজে এতো ব্যস্ত রাখে আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের কথাই ভুলে যাই। ঈশ্বরের কাজ আমাদেরকে এমন ব্যস্ত রাখে যে আমরা আমাদের কাজের ঈশ্বরকে ভুলে যাই। তিনি প্রথমত: আমাদিগকে কোন পরিচর্যাতে আহ্বান করেন না, তিনি তাঁর কাছেই আমাদের ডেকে থাকেন।

২. **হারিয়ে যাওয়া কার্যকারীতার জায়গায় খ্রীষ্টের ক্রুশ প্রয়োগ করুন-** যখন সেই যুব ভাববাদী তার কুড়ালীর ফলা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল তা চিহ্নিত করতে পারলেন, ইলীশায় 'কাষ্ঠ কাটিয়া সেই স্থানে ফেলিয়া' দিলেন (২ রাজা ৬: ৬) ।এই কাঠ খ্রীষ্টের ক্রুশের প্রতীক। উধাহরণ স্বরুপ বলা যায় যে ইলীশায় আমাদের সকল ব্যর্থতা ও মন্দতার মধ্যে একটি ক্রুশ রাখলেন। একইভাবে, আমরা যখন খ্রীষ্টের রক্তের শুদ্ধ করার ক্ষমতাকে আমাদের জীবনের ব্যর্থতা, পাপ ও মন্দতার স্থানে প্রয়োগ করি , আমাদের সমস্ত 'ধার' আবার ভেসে উঠবে, পুনরুত্থিত হবে (যিশা ১:১৮; ১ যোহন ১:৭-৯)।

পবিত্র শাস্ত্রে আমরা অন্য একটি স্থানে দেখতে পাই যে আরেকজন ঈশ্বরের লোক এরকমেরই কোন এক কাজ করেছিলেন। ইস্রায়েলীয় লোকেরা জল পাবার জন্য ছটফট করছিল। তারা মারা নামক একটি স্থানে সুন্দর জল দেখতে পেল, কিন্তু সেই জল ছিল তিক্ত ও বিষাক্ত। মোশি তখন একটি গাছ কেটে তিতা জলে ফেলে দিলেন, তাতে সেই তিতা 'জল মিষ্ট হইল'(যাত্রা ১৫:২২-২৪)। সেভাবে, যখন আপনি খ্রীষ্টের ক্রুশকে আপনার জীবনের দুঃখ, তিক্ততা, ব্যর্থতার উপরে প্রয়োগ করবেন, তখন সকল তিক্ততা দূরীভূত হয়ে তাঁর রুপান্তরী শক্তিতে মিষ্ট হয়ে যায়।

৩. **পুনরুত্থানের আশ্চর্য আশীর্বাদের অপেক্ষা করুন-** যখন ইলীশায় জলে বড় কাঠটি ছুড়ে ফেললেন,"লৌহখানি ভাসাইয়া উঠাইলেন"(২ রাজা ৬:৬)। প্রাকৃতিক সকল নিয়মের বাইরে কুড়ালীর ফলাটি জলের উপরে উঠে এলো! একইভাবে, জাগতিক সকল নিয়ম দেখাতে পারে যে আপনার কার্যকারীতা আর কখনই উঠে আসবে না, কিন্তু ঈশ্বর অসম্ভবকে সম্ভব করবেন।

ঈশ্বরের জন্য আপনার কার্যকারীতা হারিয়ে যায় নি, শুধু মাত্র ডুবে আছে। হতাশার কাদাবালুতে এবং হয়তো আপনার নিজের লজ্জাতে এটি হয়তো আটকে রয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসে, ক্রুশ কখনই কাহিনীর শেষ নয়। সব সময়ে, ক্রুশের ঠিক পরেই আসে পুনরুত্থান- মৃত্যুর পরে জীবন আসে। অনুতাপ ও এই বিশ্বাস সহকারে আমরা আমাদের জলে নীচে থাকা কার্যকারীতার উপরে ক্রুশ প্রয়োগ করি যে খ্রীষ্টের রক্ত আমাদের শুচি করে আমাদেরকে আবার কার্যকারী করে তুলবে। যদি আপনি কোথায় আপনার সফলতা হারিয়ে গিয়েছিল সেই স্থান চিহ্নিত করতে পেরে থাকেন, এবং যদি আপনি সেই স্থানে খ্রীস্টের ক্রুশকে প্রয়োগ করে থাকতে পারেন, আপনি নিশ্চয়ই আপনার জীবনের সেই সফলতার ধারা পুনরুত্থিত হতে দেখবেন (যিশা ৬১: ৭; রোমীয় ৫:১০; ইফিষীয় ২:৪-৬)।

৪. **হাত বাড়িয়ে সেটি তুলে নিন-** তার কার্যকারীতাকে আবার ফিরে পাওয়ার জন্য সেই যুব-ভাববাদীকে আরেকটি কাজ করতে হয়েছিল- তাকে হাত বাড়াতে ও সেই আশ্চর্য দয়াকে নিজে গ্রহণ করতে হয়েছিল। ঈশ্বর অনেক দয়া করে ভাববাদীর পরিচর্যার 'ধার' আবার ভাসিয়ে উঠিয়েছিলেন, কিন্তু এবার সেই যুব-ভাববাদীকে বিশ্বাসের হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করতে হলো (২ রাজা ৬:৭)। আপনাকেও বিশ্বাসের হাত বাড়িয়ে , আবার ফিরে পাওয়া সেই কার্যকারীতা গ্রহণ করতে হবে, আবার হাতলের মাথায় ফলাটি লাগাতে হবে, এবং - আপনার নিজস্ব কোন শক্তিতে নয়, কিন্তু জীবন দায়ী তাঁর আত্মার শক্তিতে-প্রভুর জন্য কাজে ফিরে যেতে হবে ।অসওয়াল্ড চেম্বার্স বলেছিলেন, "একজন কর্মী হিসেবে আমার জীবন একটি উপায় যা দিয়ে আমি আমার ঈশ্বরকে তাঁর অবর্ণনীয় পরিত্রাণের জন্য শুধু বলি 'ধন্যবাদ'। ' যাকে কখনও লজ্জিত হতে না হয় ' 'তীক্ষ্ণ দাঁতওয়ালা শস্য মাড়াইকারী যন্ত্র' একজন কর্মী হোন এবং যীশু খ্রীষ্টের 'অনেক ফলে ফলবান' হোন! (২তীমথি ২:১৫; যিশা ৪১:১৫; যোহন ১৫:৮)।

আর আপন আপন মনের ভাবে ক্রমশঃ যেন নবীনীকৃত হও...

ইফিষীয়

৪:২৩

মুখস্থ করুন: -"ইহাতেই আমার পিতা মহিমান্বিত হন যে,তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হও আর তোমরা আমার শিষ্য হইবে।" (যোহন ১৫:৮)

মূল সত্য- ঈশ্বর চান যেন তাঁর জন্য আপনার কাজ আরও ধারালো ও কার্যকর হয়

আপনার সাড়াদান -আপনি প্রভু ঈশ্বরের জন্য যে কাজ করছেন তা কি যথেষ্ট ধারালো ও কার্যকর অথবা আপনি আপনার কাজের ধার হারিয়ে ফেলেছেন?

-আজকেই আপনি আপনার ধার ফিরে পেতে কোন কোন পদক্ষেপ নেবেন ?

লাইফ বুক

জীবনে বৃদ্ধি পেতে থাকুন !

রোমীয় ১২:১-২; করিন্থীয় ৩:১৭-১৮; ২ পিতর ৩:১৮ পদ পড়ুন

যা কিছু স্বাস্থ্যবান, তা বেড়েই চলেছে। যদি আপনি খ্রীষ্টে নতুন সৃষ্টির মতো স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকেন তাহলে আপনিও বেড়ে চলেছেন।

যোহন ১:১২ পদে লেখা আছে যে যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে তাদেরকে "ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার" দেওয়া হয়। যখন আমরা পবিত্র আত্মার কাছে সমর্পিত হই আমরা বিরামহীন ভাবে রূপান্তরীত 'হতে' থাকি।

যাকে বিজ্ঞানে বলা হয়েছে আকৃতির রূপান্তর, যখন একটি শূককীট সেই প্রক্রিয়ায় একটি প্রজাপতিতে রূপান্তরীত হয়, সেটা আক্ষরীক ভাবে পরিবর্তিত হয়- অর্থাৎ নতুন ভাবে এমন এক আকৃতিতে পরিবর্তিত হয় যেটি পূর্বে তার ছিল না। সেই প্রক্রিয়ায় এমন একটি সময় আসে যখন গুটির মধ্যে জীবটি লুকানো থাকে। গুটির মধ্যে শূঁককীটটি শুধুমাত্র একটি সুন্দর প্রজাপতি হয়ে যাবার জন্যআক্ষরীক ভাবে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে শেষ হয়ে যায়।

অনেক সময় একই প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর আমাদেরকে পরিবর্তিত করেন। আমরা এমন একটি সময়ের মধ্য দিয়ে যাই যখন আমরা লুকানো থাকি এবং পবিত্র আত্মা আমাদেরকে অত্যন্ত নিভৃতে সুনিপুণ ভাবে পরিবর্তিত করেন। সেই সময় আমাদের মনে হতে পারে আমাদের দিয়ে তো তেমন কাজ হচ্ছে না। ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ার সময় পরিবর্তিত হতে থাকা কীটটির মতো আমরা ভাবতে পারি আমরা তো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এমন এক দিন আসে যখন আমরা এতো সুন্দর ভাবে রূপান্তরীত হই যে আমাদের আগেকার চেহারার সঙ্গে আর কোন মিল থাকে না।

বৃদ্ধি পেতে পেতে কখনও থামবেন না! আরও জ্ঞান লাভ করতে থাকুন (২ পিতর ১:৫)। সব সময় পরিবর্তিত হতে থাকুন।

১. **পবিত্র আত্মাই পরিবর্তনের হাতিয়ার:** তাই এটি কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে প্রভু যীশু পরিত্রাণকে 'নতুন জন্ম' বলে অভিহিত করেছেন (যোহন ৩:৭; ১ পিতর ১:২৩)।পবিত্র আত্মাই আমাদেরকে আমাদের জীবনে খ্রীষ্টের প্রয়োজন দেখিয়ে দেন ও তাঁর কাছে আমাদেরকে নিয়ে আসেন (যোহন ৩:৬; যোহন ১৬: ৭-১৪; তীত ৩:৫)। প্রভু যীশুতে একজন বিশ্বাসী হিসেবে প্রভু যীশুর মতো হওয়াই আপনার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

   আপনার জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিকে পবিত্র আত্মা আপনাকে খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে গড়ে তুলবার জন্য ব্যবহার করেন (রোমীয় ৮:২৮-২৯)। এবং আমরা যখন প্রতিদিন তাঁর নিকটে নিজেদেরকে সমর্পিত করি,পবিত্র আত্মা আমাদেরকে নিয়মিত ভাবে রূপান্তরীত করতে থাকেন। আমরা যেরকম ছিলাম তা হতে তিনি আমাদেরকে মুক্ত করেন এবং যীশু খ্রীষ্টের মতো হবার জন্য প্রস্তুত করেন (২ করিন্থীয় ৩:১৭-১৮)।

আমরা রাজা শৌলের জীবনে এরকমের অভিনব পরিবর্তন দেখতে পাই। যখন সদাপ্রভুর আত্মা তাঁর উপরে নেমে এলেন, তিনি প্রকৃত ভাবে একজন নতুন মানুষ হয়ে গেলেন (১ শমূয়ের ১০:৬-৯)। আরেক জন হলেন যাকোব। একটি আশীর্বাদের জন্য স্বর্গ দূতের সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ করার পরে তিনি চারিত্রিক ভাবে এতো পরিবর্তিত হয়ে গেলেন যে তাঁর নিজের নামটিও পরিবর্তিত হয়ে গেলো (আদি ৩২:২৪-৩০)।

আমাদেরকে পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর থেকে গভীরতর সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্য আহ্বান করা হয়েছে (২ করিন্থিয় ১৩: ১৪)। আমার পিতা প্রায়ই আমাকে বলতেন,' বাবা, তোমার জীবনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কি করছেন তা থেকে তিনি তোমার জীবনে কি করছেন তা সব সময় আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি তোমার মধ্য দিয়ে যা করছেন তার মান নির্ভর করে তিনি তোমার জীবনে কি করছেন তার উপরে।' আজকেই পবিত্র আত্মাকে আপনার জীবনকে পরিবর্তিত করবার জন্য আহ্বান করুন। প্রভু যীশুর সাদৃশ্যে আপনাকে আরও গড়ে তুলতে পবিত্র আত্মাকে বলুন। ঠিক যেমন করে একটি বন্দুকের ট্রিগার টিপলেই বন্দুকের সমস্ত শক্তি নির্গত হয়, ঈশ্বর আমাদের পরিবর্তনের জন্য তেমন 'ট্রিগার' দিয়েছেন। পবিত্র আত্মার সমস্ত শক্তি দিয়ে আপনার জীবনের পরিবর্তনের জন্য সেই ট্রিগার হলো আপনার সমর্পিত হৃদয় দরকার।

২. **পরিবর্তনের স্থান হলো ঈশ্বরের উপস্থিতির স্থান:** একটি রূপান্তরের কক্ষ আছে যেখানে এই পরিবর্তন সবচাইতে দ্রুত ঘটে। এটি হলো সেই পবিত্র স্থান যেখানে আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করি। এই জন্য খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে রূপান্তরীত হবার জন্য অনবরত ঈশ্বরের আরাধনা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। আরাধনা সঙ্গীত এর চাইতে অনেক উর্দ্ধে, যদিও সঙ্গীত আরাধনার একটি অপূর্ব মাধ্যম। একজন খ্রীষ্টিয়ানের জন্য, আমরা যা কিছু করি তার সব কিছুই আরাধনার অঙ্গ হতে পারে (কলসীয় ৩:১৭)।আমাদের আন্তরিক আভ্যন্তরীণ মানুষকে শক্তিশালী করার বিশেষ ট্রিগার হলো তাঁর আত্মাতে প্রার্থনা করা (২ করি ৩:১৭-১৮; ৪:১৬; যিহূদা ২০)।

৩. **বিশ্বাসে শক্তিশালী মনই পরিবর্তনের মনোভাব-**গ্রীক ভাষার দুটি শব্দ হতে ' মন পরিবর্তন' কথাটির বাইবেল ভিত্তিক ধারণা এসেছে। ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আমাদের মন পরিশুদ্ধ এবং পরিবর্তিত হয় (ইফিষীয় ৫:২৬)। আমাদের কথা, কাজ ও চিন্তা গুলিকে শাস্ত্রের আলোক বর্তিকার নীচে আনতে হবে। নিজের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে সকল পরিবর্তন শুরু হয় এবং খ্রীষ্টকে সম্মান দেওয়ার ইচ্ছা একটি শৃংখলা বদ্ধ ইচ্ছা ও রুপান্তরীত মনের ফসল। একটি রূপান্তরীত মন ঈশ্বরের বাক্য ও পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রস্ফুটিত হয় (রোমীয় ১২:২. ইফিষীয় ৪:২৩)। খ্রীষ্টের জীবনে একটি নতুন সৃষ্টি হবার জন্য প্রতিদিন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে(রোমীয় ১৩: ১৪; কলসীয় ৩:৯-১০)। যখন আমরা আমাদের মনকে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পরিপূর্ণ করি, আমরা বিশ্বাস গড়ে তুলি। তখন এই বিশ্বাস, আমাদের জন্য ঈশ্বরের বাক্যের উপর নির্ভর করতে ও তা গ্রহণ করতে, কাজ করে (রোমীয় ১০:১৭)। ঈশ্বরের বাক্যে ধ্যান করার একটি উপায় হলো, যখন আপনি রাতে ঘুমিয়ে পড়ে ঈশ্বরের বাক্য হতে দূরে সরে যান,শাস্ত্রের বাক্য দ্বারা আপনার সকল চিন্তাকে পূর্ণ করে নিন। নেভিগেটরস বাইবেল স্টাডি সিরিজের প্রতিষ্ঠাতা ডসন ট্রটম্যান একটি অভ্যাস অনুসারে চলতেন- যাকে তিনি বলতেন "তাঁর বাক্য শেষ বাক্য" (তাঁবাশেবা)- এবং তা বলে তারপরে তিনি রাতে ঘুমিয়ে পড়তেন। আপনিও ঘুমাতে যাবার আগে ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করতে পারেন (গীত ১:২; ৬৩:৬)।

৪. **প্রভু যীশু জীবনের প্রতিটি দিকে বড় হয়ে উঠছিলেন–** আমাদের প্রভুর দৃষ্টান্তকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে। তাঁর মানবীয় জীবনে প্রভু যীশু বুদ্ধিগত ভাবে, শারীরিক ভাবে, আত্মিক ভাবে, এবং সামাজিক ভাবে বড় হয়ে উঠছিলেন (লূক ২:৫২)। আমাদেরও এমন একটি জীবনে পূর্ণ হতে হবে যা ঈশ্বরের মহিমাতে পরিপূর্ণ হবার জন্য অবিরাম ভাবে বেড়ে চলেছে। যেমন করে ফ্রান্সেস কেলী আমি যে রকম ছিলাম তার চাইতে ভালো নামক তাঁর লেখা বইতে বলেছিলেন-" আমার যে রকম হওয়া উচিৎ সব দিক দিয়ে আমি সে রকমের নয়, কিন্তু আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি যে আমি যে রকমের ছিলাম আমি আর সে রকমের নই। যদি আমি প্রার্থনা করতে থাকি এবং বলি যেন তিনি যে রকমের লোক হিসেবে আমাকে চান সে রমের লোক করে গড়ে তোলেন তাহলে কোন একদিন আমার যে রকমের লোক হওয়া উচিৎ সে রকম হবো...আমি বলছি না যে আমি অন্যদের চাইতে পৃথক- কিন্তু আমি যে রকমের ছিলাম তার চাইতে এখন ভালো।

৫. **৫.বৃদ্ধি পাওয়া প্রতিদিনের প্রক্রিয়া-** ড. যোসেফ স্টোয়েল মনে করেন যে নিয়মিত ভাবে বৃদ্ধি পাবার একটি ভালো কৌশল হলো-

প্রতিদিন নবায়িত হোন- প্রতিদিন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে তাঁর বাক্য, আরাধনা ও প্রার্থনা দ্বারা নবায়িত হোন।

প্রতি সপ্তাহে নতুন ভাবে শক্তিশালী হয়ে নিন- ঈশ্বর যে সমস্ত ভালো ভালো দান আপনাকে দিয়েছেন তা উপভোগ করতে প্রতি সপ্তাহে সুযোগ গ্রহণ করুন। আপনার স্বামী/স্ত্রীর সঙ্গে শুধুমাত্র সময় কাটানোর জন্য এক সঙ্গে থাকুন।

প্রতি মাসে বাইরে কোথাও যান- প্রতি মাসে কম পক্ষে বারো ঘন্টা সময় বাক্য ধ্যান করে শক্তিপ্রা প্ত হবার জন্য সময় বের করুন। কেবল মাত্র প্রভুর সঙ্গে তখন সময় কাটান এবং আপনার জীবনে তিনি কি করছেন ও ভবিষ্যতের জন্য তিনি আপনাকে কি বলছেন তা চিন্তা করে দেখুন।

প্রতি বছর নিজের মূল্যায়ন করুন- প্রতি বছরের শেষে, আপনার জীবনের উন্নতি লক্ষ্য করুন। প্রভুর সঙ্গে চলতে চলতে আপনি কি বেড়ে উঠছেন ? আপনার সকল ক্ষত, কষ্ট, রাগ ও হতাশা তাঁর কাছে অবশ্যই সমর্পন করুন। আত্মিকভাবে আপনার জীবনের প্রতিটি বিষয় দেখুন এবং দেখবেন যেন আপনার জীবনের কোন রকমের কোন স্বীকার-না-করা পাপ না থাকে। পাপ ক্ষমা করে এবং পাপের ক্ষমা পেয়ে নতুন বছরটি শুরু করুন! নতুন বছরের জন্য ঈশ্বরের সামনে বসে আপনার ব্যক্তিগত জীবনের ও পরিচর্যা কাজের লক্ষ্য স্থির করুন।

মুখস্থ করুন-

আমি তোমাদিগকে জলে বাপ্তাইজ করিলাম, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করিবেন।

মার্ক ১:৮

"ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি,তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র ও ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, কেননা ইহাই তোমাদের চিত্ত সঙ্গত আরাধনা। আর, এই জগতের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নুতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরীত হও, যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কি যাহা উত্তম, ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ।" (রোমীয় ১২:১-২)।

মূল সত্য- ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর বাক্য ও পবিত্র আত্মা দ্বারা বেড়ে উঠতে বলেন।

আপনার সাড়াদান-

* আপনি নিজের কাছে সৎ থাকুন। আপনি কি একজন বৃদ্ধি পেতে থাকা লোক ? অথবা আপনার জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি আর বাড়ছেন না ?

* আজ হতে আপনি কি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন যেন আপনি আপনার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পান ? মনে রাখবেন বৃদ্ধি পাবার সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আপনিই দায়ী!

লাইফ বুক

তাঁর আত্মায় পূর্ণ হওয়া

প্রেরিত ১:৮; ইফিষীয় ৫:১৮ পদ পড়ুন

এই পৃথিবীতে আপনাকে একজন কার্যকর সাক্ষী হিসেবে ব্যবহৃত করবার জন্য প্রভু যীশু আপনাকে তাঁর পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্বে ও শক্তিতে পূর্ণ করতে চান। স্বর্গে নীত হবার ঠিক আগে আগে প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে দুটি খুব গুর"ত্বপুর্ণ বিষয় বলেছিলেন। তার মধ্যে প্রথমটি হলো-" যাও...এবং সর্ব জাতিকে শিষ্য করো" (মথি ২৮:১৯)।আর দ্বিতীয়টি হলো এই যে তাদেরকে যিরূশালেমে অপেক্ষা করতে হবে যতদিন না তারা পবিত্র আত্মার শক্তিতে পূর্ণ বা আবৃত না হয়।

তার মানে হলো এই যে প্রভু তাদেরকে বলছিলেন,"যতদিন না পবিত্র আত্মায় পূর্ণ না হও, ততদিন অপেক্ষা করো। আর পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলে এখানে থেকো না ।" তাহলে আসুন আমরা প্রকৃত ভাবে পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্বে ও শক্তিতে প্রভু যীশু দ্বারা অভিষিক্ত ও নিযুক্ত হবার পূর্ণ হবার অর্থ কি তা দেখি।

১.পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবার মাধ্যম- প্রভু যীশু- হ্যাঁ, প্রভু যীশু আপনাকে পবিত্র আত্মার শক্তিতে পূর্ণ করেন ও অভিষিক্ত করেন। যোহন বাপ্তাইজক বলেছিলেন যে পরিত্রাতা যীশু আসবেন ও তাদেরকে পবিত্র আত্মার শক্তিতে পূর্ণ করবেন (মার্ক ১:৮)। তিনি আমাদের রাজা এবং তিনি চান যেন আমরা যেখানে যাই সেখানে তিনি আমাদেরকে তাঁর রাজ্যের রাষ্ট্রদূত হিসেবে ক্ষমতা দিয়ে পূর্ণ করতে চান (২ করি ৫:২০)।

২. পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবার উদ্দেশ্য: কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দান

প্রভু যীশু যখন এ পৃথিবীতে ছিলেন তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে অভিষিক্ত করে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে করতে ও পবিত্র আত্মা দ্বারা সুসমাচারের শক্তি দেখাতে দেখাতে যেতে বলা হয়েছিলো। তিনি তাদেরকে তাঁর নামে কথা বলতে ও কাজ করতে আইনগতো ভাবে কর্তৃত্ব এবং শয়তানকে পরাজিত করতে এবং শয়তানের শক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত করবার জন্য প্রবল শক্তিও দিলেন। আর তাই এই কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা আজও আমাদের সাথে আছে। সামনে এগিয়ে গিয়ে শয়তানের শক্তির উপরে এবং মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের রাজ্য ছড়িয়ে দেবার জন্য আমাদেরকে অপূর্ব ভাবে অভিষিক্ত করতে প্রভু যীশুকে একান্ত দরকার। প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছিলেন যে তারা তাঁর পক্ষে এই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যেতে ও তাঁর নামে সাক্ষ্য বহন করবার জন্য শক্তি লাভ করবেন (প্রেরিত ১:৮)। এটিকেই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া বলে (লূক ৯: ১-৬; ১০:১-৯)।

৩. **পবিত্র আত্মার পূর্ণতা লাভ করা : আকাংখাভরা বিশ্বাসে চাওয়া** : যেমন আগে বলা হয়েছে, প্রভু যীশু তাঁর অনুসারীদেরকে যতদিন না তারা পবিত্র আত্মার শক্তি লাভ করে ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। যিরূশালেমে উপরের কামরায় ১২০জন বিশ্বস্ত ও বাধ্য শিষ্য জড়ো হয়েছিলেন। দশ দিন ধরে তারা আরাধনা-প্রার্থনা ও সহভাগিতায় পূর্ণ হয়ে তাদের কাছে প্রভু যীশু যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার জন্য অপেক্ষা করে থাকলেন।তিনি তাদেরকে যা বলেছিলেন তা তারা বিশ্বাস করেছিলেন। তারা তাকে গভীর ভাবে ভালোবাসতেন এবং তাঁর সঙ্গে থাকার জন্য ও তাঁর কথা অন্যদের কাছে তুলে ধরার জন্য তাদের যা কিছু প্রয়োজন তা পাবার জন্য তার আকাংখায় তারা থাকলেন। তারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবার আশা করছিলেন কারণ তারা প্রভুকে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর কথার উপরে নির্ভর করতেন। ঈশ্বর তাদের গভীর বিশ্বাসকে সম্মান ও পুরস্কৃত করলেন ও পঞ্চশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার শক্তি ও পূর্ণতা নেমে এলেন। তারা প্রবল বাতাসের এক শব্দ শুনলেন সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকের মাথার উপওে ছোট ছোট আগুনের জিহ্বা নেমে এলো। তাদের অজানা ভাষাতে তারা কথা বলতে লাগলেন এবং তারা শক্তিযুক্ত ভাবে প্রচার করতে করতে রাস্তায় নেমে এলেন- যার ফলে ৩০০০ লোক খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত হলো।

যখন আমরা আকাঙ্খায় পূর্ণ বিশ্বাসে প্রভুর কাছে চাই আমরাও পবিত্র আত্মায় পূর্ণতা লাভ করতে পারি । যদি আমরা পূর্ণভাবে আমাদের রাজা প্রভু যীশু দ্বারা অভিষিক্ত হতে চাই তিনি তাঁর পবিত্র আত্মাকে আমাদের জীবনে ঢেলে দেবেন।আমরা যদি পবিত্র আত্মার জন্য তাঁর কাছে চাই, তিনি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন না (লূক ১১:১৩)।এখানে আপনাকে শিষ্যদের জীবনে পবিত্র আত্মায় পূর্ণতার কয়েকটি ফল দেওয়া হোল। আমাদের জীবনেও এই বিষয়গুলো দেখা যাবে যখন আমরা ঈশ্বরের আত্মাকে আমাদের হৃদয় পূর্ণ করতে ও আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে দিই:–

- আকাঙ্খাপূর্ণ বিশ্বাস উন্মুক্ত করা
- শক্তিপূর্ণ প্রত্যাশা
- পবিত্র আত্মাকে পূর্ণ স্থান দেওয়া
- পবিত্র আত্মায় পূর্ণতা
- অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটা
- খ্রীষ্টের পক্ষে শক্তিময় সাক্ষ্যদান
- গুরুত্বপূর্ণ ভাবে ফলবান হওয়া

৪. **পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ জীবনের লক্ষণ:** পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবার পরে আমাদেরকে প্রার্থনা, আরাধনা পবিত্র বাক্যে বৃদ্ধি পাওয়ার মধ্য দিয়ে আত্মায় পরিপূর্ণ থাকতে হবে(ইফিষীয় ৫:১৮-২৯):সেই সঙ্গে অন্যদেরকে আমাদের সাহায্য করতে হবে যেন তারাও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণতার অভিজ্ঞতা লাভ তরতে পারে এবং প্রতিদিন তাদেরকে আত্মায় পূর্ণ জীবন যাপন করতে উৎসাহ দিতে হবে। আমরা আমাদের জীবনে যখন তাঁর আত্মায় পূর্ণ হই তখন খুব দৃঢ়তার সঙ্গে এই সব লক্ষণ আশা করতে পারি।

- *ঈশ্বরের এক দারুণ শক্তির সঙ্গে অভিষিক্ত হওয়া-* (প্রেরিত ১: ৪-৬): প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছিলেন যে তারা উপর হতে আগত শক্তি দ্বারা শক্তি পরিহিত হবে (লূক ২৪: ৪৯)। পরিহিত শব্দটির অর্থ হলো 'ঢেকে ফেলা' বা 'আচ্ছাদিত করা'। তাই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবার একটি চিহ্ন হোল প্রভু যীশুর কাজ করবার জন্য প্রভু যীশু দ্বারা তাঁর শক্তিতে অভিষিক্ত হওয়া। আমাদেরকেও আহ্বান করা হয়েছে যেন আমরা অসুস্থদেরকে সুস্থ করি, ঈশ্বরের স্বর শুনি এবং তাঁরই নির্দেশিত পথে চলি। ভূত ছাড়াবার জন্য ও শয়তানের সকল পরিকল্পনা ধ্বংস করবার জন্য, আমাদেরকেও অভিষিক্ত করা হয়েছে। শক্তিহীন খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্টের রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ও খ্রীস্টে মহান আদেশ পূর্ণ করার জন্য খুব কম অবদান রাখতে পারবে। কিন্তু যে লোকেরা প্রভুকে ব্যক্তিগতো ভাবে চেনেন ও শক্তির সঙ্গে অভিষিক্ত হয়েছেন তাঁরা প্রকৃত ভাবে 'বন্দিদের কাছে মুক্তির বাণী'(লূক ৪:১৮,১৯) প্রচার করতে পাবেন।

- *আত্মিক ভাষা মুক্ত করে দেওয়া-* (প্রেরিত ২:৪; ১০:৪৪-৪৭; ১৯:৬)- আত্মায় পূর্ণ বিশ্বাসীদের কাছে আরেকটি উৎস হোল পবিত্র আত্মার দেওয়া আত্মিক ভাষা।*আত্মিক ভাষা* বা 'পরভাষা' মানুষদেরকে তাদের ব্যক্তিগতো পরিশুদ্ধকরণের, আমাদের মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে বিস্তারিত প্রার্থনা, মানবীয় ক্ষমতার উর্দ্ধে স্তব-স্তুতি ও আরাধনা করার ও মন্ডলীর কাছে একটি বার্তা ও অবিশ্বাসীদের কাছে একটি চিহ্নের জন্য দেওয়া হয়েছে। যখন অবিশ্বাসীরা 'ঈশ্বরের মহৎ মহৎ কর্মের কথা'(প্রেরিত ২: ১১) তাদের নিজ নিজ ভাষায় শুনতে পায়- যদিও বক্তা সেই ভাষা কোনদিন শেখেন নি- তখন এই চিহ্ন তাদের কাছে এক আশ্চর্য শক্তির সঙ্গে সাক্ষ্য প্রকাশ করে।
- *বাড়তে থাকা সাহস ও নির্ভিকতা-* পবিত্র আত্মায় পূর্ণতার আর একটি লক্ষণ হোল যে কোন সমস্যা, হুমকি বা কঠিন সময় আসুক না কেনো তার মোকাবিলা করার জন্য অস্বাভাবিক আস্থা থাকা। ধর্মীয় নেতারা প্রভু যীশুর নামে প্রচার করতে পিতর ও যোহনকে হুমকি দিয়েছিলেন।

লাইফ বুক

নোট্স

তাঁদের সহকর্মীরা তাঁদের জন্য প্রার্থনা করলেন এবং তাঁরা পবিত্র আত্মার সাহসিকতায় পূর্ণ হলেন। তাঁরা পবিত্র আত্মার শক্তিতে প্রচার করতে এবং অন্যের সেবা করতে থাকলেন (প্রেরিত ৪:১-৩১)।

- *সুসমাচার প্রচার করার আকাঙ্খা:* তার্ষ নগরের শৌল পরিত্রাণ পাবার ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবার পরে তিনি প্রভু যীশুকে সকল গৌরবে গৌরবান্বিত হবার জন্য ও লোকেরা প্রভুর কাছে বিশ্বাসে আসার জন্য প্রচার করতে থাকলেন (প্রেরিত ৯:১৭-২২)। যে সব লোকেরা প্রকৃতই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হন, তারা দারুণ আকাঙ্খা ও উৎসাহে হারাণো আত্মাদের জয় করেন।
- *প্রভুর প্রশংসা, আরাধনা, ও ধন্যবাদে মুক্ত হওয়া ও উপচিয়া পড়া:* যখন আপনি প্রকৃতই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হন, আপনি প্রভুর আনন্দে সরবে গান গাইবেন ।কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার এক "নদী" আমাদের হৃদয় হতে উপচিয়া বেরিয়ে যাবে এবং পবিত্র আত্মা আমাদেরকে পিতা ঈশ্বরের, তাঁর পুত্রের মাহাত্ম্য গাইবার জন্য পরিচালনা দেবেন(ইফিষীয় ৫: ১৮-২০)।

কেননা সর্বপ্রকার মঙ্গলভাবে, ধার্মিকতায় সত্যে আত্মার ফল হয়।

মুখস্থ করুন:

" আর দ্রাক্ষারসে মত্ত হইও না, তাহাতে নষ্টামি আছে; কিন্তু আত্মাতে পূর্ণ হও।"ইফিষীয় ৫:১৮

মূল সত্য:
প্রভু যীশু আপনাকে পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্বে ও শক্তিতে পূর্ণ করতে চান যেন আপনি এই পৃথিবীতে প্রভু যীশুর একজন কার্যকর সাক্ষ্যী হন।

আপনার সাড়াদান:

- আপনি যদি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ না হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি পবিত্র আত্মাকে আপনাকে পূর্ণ করতে ও আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলুন (লূক ১১:১৩)।
- পবিত্র আত্মাকে আপনার জীবনে ও আপনার পরিচর্য়া কাজে প্রতিদিন নতুন করে পূর্ণ করতে বলুন।
- যারা এখনও পবিত্র আত্মায় পূর্ণতা লাভ করে নাই তাদের জীবনে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে সাহায্য ও পরিচর্যা করুন।

ইফিষীয় ৫:৮

লাইফ বুক

পবিত্র আত্মার ফল

গালাতীয় ৫:২২-২৩; ইফিষীয় ৫:৮-১০ পদ পড়ুন

পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনের মধ্যে প্রভু যীশুর চরিত্রের অনুরূপ তৈরী করার জন্য আসেন। খ্রীষ্টের জীবন আত্মিক ফল হিসেবে আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হয় যা যখন আমরা অন্যদেরকে স্পর্শ করি তখন তা তাদেরকে আশীর্বাদ করে। যখন আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে এক গভীর ও প্রেমপূর্ণ সম্পর্কে বাস করি এই ফল তৈরী হয়। এই অবস্থাকেই পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে 'থাকা' (যোহন ১৫:১-৮)। পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব ও শক্তির মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টে থাকার ফলে আমরা আত্মিক ফল ধারণ করতে পারি (গালাতীয় ৫:২২-২৩)।

১. **আত্মার ফল- প্রেম** *আমাদের ভিতরে ঈশ্বরের প্রেম মানুষের সকল সামর্থের পরিধির বাইরে।* ঈশ্বরের বাক্যে আমাদেরকে সেই প্রেমে অন্যকে ভালোবাসতে বলা হয়েছে যা কখনও শেষ হয়না ও যা কখনও ব্যর্থও হয় না (১ করি ১৩:৪-৮)। এটি আমাদের নিজেদের

শক্তিতে অসম্ভব, কিন্তু পবিত্র আত্মা দ্বারা, আমাদের এক অশেষ ঐশ্বরিক প্রেমের নদী পাই যা অন্যকে অবিরাম ভাবে ভালোবাসতে আমাদের শক্তি দেয়। এই প্রেম ঈশ্বরের হৃদয়ে উৎসরিত হয়েছে । যে প্রেমে আমাদের চলতে হবে, তা মানুষের হৃদয়ে কখনই তৈরী হয় না। এটি ঈশ্বরের হৃদয়ে উৎসরিত হয়েছে এবং যখন আমরা প্রভুকে গ্রহণ করি ও তাঁতে অবিরাম ভাবে চলতে থাকি তখন এই প্রেম আমাদের হৃদয়ের মধ্যে পবিত্র আত্মা দ্বারা ঢেলে দেওয়া হয়েছে (১ যোহন ৪:৭-১৯)।

ঈশ্বরের প্রেম তাঁর দান প্রভু যীশুর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। প্রেরিত যোহন বলেন যে ঈশ্বরের প্রেমের প্রদর্শন ঈশ্বরের পাঠিয়ে দেওয়া দান তাঁর পুত্রের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, কারণ তিনি এ জগতের পাপের মূল্য দেবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমের জন্যই তিনি এই দান দিলেন (১ যোহন ৪:৯-১০)।

২ **আত্মার ফল- আনন্দ:** *আনন্দ মানে মানুষের আত্মায় সেই উল্লাস ও সন্তুষ্টি যা প্রভু যীশুর সঙ্গে গভীর সম্পর্কের ফলে বৃদ্ধি পায়।* এটি এক ধরণের উল্লাস ও ভালো লাগা যা মানুষের কোন শব্দ দিয়ে প্রকাশের জন্য অসম্ভব (১ পিতর ১:৮)। আত্মার দান আনন্দ জীবনের ও সেবা করার জন্য শক্তি দেয় (নহিমিয় ৮:১০)। ঈশ্বরের রাজ্যের পরিবেশ আনন্দময়, যেখানে প্রভু যীশু থাকেন সেখানে সদা সর্বদা বিদ্যমান (রোমীয় ১৪:১৭)। *আনন্দ সকল প্রকার পরিবেশের উর্দ্ধে* । স্বাভাবিক আনন্দ ও সুখ নানা ধরণের ভালো ভালো ঘটনার উপর নির্ভরশীল- যেমন শিশুর জন্ম, বিবাহ, বা ছুটির দিন ইত্যাদি। এই সব ঘটনা খুবই সুন্দর এবং আমাদের জীবনের একটি বিশেষ অংশ জুড়ে থাকে। কিন্তু জীবনের পরিবেশ অনেক সময় কষ্টসাধ্য ও বেদনাময় আর আমাদের জীবনে কোন কিছুই চিরকাল স্থায়ী নয়। আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার কাজের ফল প্রভুর অপার্থিব আনন্দ, আমাদের চারিপাশের পরিবেশ ভালো বা মন্দ যা-ই হোক না কেন, সকল সময় থাকে । পবিত্র শাস্ত্রে আমরা দেখি যে প্রভু যীশুর শিষ্যেরা- তাদেও যা কিছুই হোত না কেন- এই আনন্দে সদা পূর্ণ থাকতেন (প্রেরিত ৫:৪-৪১; ১৬: ২২-২৫; ফিলিপীয় ১:১৮)।

২. পবিত্র আত্মার ফল- শান্তি *ঈশ্বর-দত্ত শান্তি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য ও সন্তুষ্টি সৃষ্টি করে ।* ঈশ্বর চান যেন জীবনে আমরা কোন ভয় বা দুশ্চিন্তা ছাড়া জীবন যাপন করি। পবিত্র আত্মা দ্বারা সৃষ্ট হয়ে ঈশ্বরের শান্তি, আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় আন্তরিক অসীম শান্তি যোগায়। প্রেরিত পৌল, কারা কক্ষে বসে লিখলেও,তিনি ফিলিপীয়দের কাছে লিখেছেন কি শান্তি ও সন্তুষ্টি তিনি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে খ্রীষ্ট যে শক্তির অভিজ্ঞতা তিনি পেয়েছেন (ফিলিপীয় ৪:৬-১৩)।

ঈশ্বরের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে ও অন্যদের সঙ্গে শান্তি । ক্রুশের মাধ্যমে প্রভু যীশুর দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ও মিলন লাভ করেছি। তাই যে পাপ আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করেছিল তার প্রতি আমরা মৃত হয়েছি (কলসীয় ১:২০)। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে অপার্থিব শান্তি আছে আমাদেও নিজেদের সঙ্গে ও অন্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে শান্তিতে, একতায়, মিলনে বাস করতে শক্তি দেয় (ইফিষীয় ২:১৪-১৮)।

৩. পবিত্র আত্মার ফল- দীর্ঘসহিষ্ণুতা দীর্ঘসহিষ্ণুতা কোন বিরক্তিজনক ব্যক্তি বা বিষয়কে ধৈর্য সহকারে বহন করে যাওয়া বুঝায় । ঈশ্বর আমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক কোন ব্যক্তিকে বহন করতে ও সমস্যা জর্জরিত পরিস্থিতির সমাধান করবার জন্য ব্যবহার করেন। তিনি এই সকল লোকদেরকে ও পরিস্থিতি গুলোর মধ্য দিয়ে আমাদেরকে আরও গভীরে ও পরিপক্কতায় নিয়ে যান। পবিত্র আত্মার দীর্ঘসহিষ্ণুতা ঈশ্বরের প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় অনুগ্রহ যোগায় (৩:১২ -১৩)।

যতদিন ঈশ্বরের মহৎ উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা প্রকাশিত না হয় ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে দীর্ঘসহিষ্ণুতা শক্তি যোগায় । ঈশ্বরের পরিকল্পনা সব সময় পরিণতিতে ভালো ও ফলবান। পবিত্র আত্মা আমাদের শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে শক্তি যোগান (রোমীয় ৮:২৮)।

৪. পবিত্র আত্মার ফল- মাধুর্য মাধুর্য মানে হলো কাজে প্রকাশিত ভালোবাসা ও দয়া । এটি হচ্ছে ভালোবাসা ও অনুগ্রহের সঙ্গে অন্যদের অভাব মিটানোর কাজে জড়িত হওয়া- তার ফল যা-ই হোক না কেন (রোমীয় ৩:৪-৫)। মাধুর্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের সম্পদ হতে আমাদের জন্য উপচিয়া পড়ে। ঈশ্বর, তাঁর স্বর্গীয় অনুপম দান তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টে, তাঁর দয়াকে আমাদের দিকে তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে বাড়িয়ে দিয়েছেন (ইফিষীয় ২:৬-৭)।

৫. পবিত্র আত্মার ফল- মঙ্গলভাব মঙ্গলভাব কথাটির অর্থ যে প্রেম দ্বারা আমরা অন্যের জীবনে আশীর্বাদ ও উপকার উজার করে ঢেলে দিই। আমাদের মধ্যে আত্মাকে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করে ও ঈশ্বরকে আমাদের আদর্শ বলে ধরে নিয়ে আমরা যখন এগিয়ে যাই, তখন আমাদের চারিপাশে যারা থাকেন তাদেও জীবনে আমরা মঙ্গলভাব সৃষ্টি করি (গীত ১০৭; রোমীয় ২:৪)।

আত্মিক মঙ্গলভাব বাস্তব ফল উৎপন্ন করে। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে বার্ণবা একজন 'সৎলোক' ছিলেন (প্রেরিত ১১:২৪- অর্থাৎ তিনি একজন মঙ্গল স্বভাবের লোক ছিলেন।) তাঁর এই মঙ্গলস্বভাবের প্রভাব আমরা দেখতে পাই যে তিনি অন্য লোকদের নানা ধরণের প্রয়োজন নিঃস্বার্থ ভাবে মিটাবার জন্য নিয়োজিত ছিলেন (প্রেরিত১১:২৩-৩০)।

৬. আত্মার ফল- বিশ্বস্ততা-আমাদের বিশ্বস্ততা ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার মধ্যে গভীরভাবে গ্রোথিত ও স্থাপিত । আমাদের প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা যেমন আমাদের আদর্শ তেমনই মাধ্যম যা দ্বারা আমরা তাঁর প্রতি ও অন্যদের প্রতি আরও বিশ্বস্ত হই (গীত ৪০:১০; বিলাপ ৩:২২-২৫)।

বিশ্বস্ততা হলো ঈশ্বরের প্রতি কাজের মধ্য দিয়ে সমর্পণ । ঈশ্বর আমাদের যার প্রতি আহ্বান করেছেন তার প্রতি অবিরাম ভাবে বিশ্বস্ত থাকার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাক্যের, ইচ্ছার, এবং পথের প্রতি প্রকৃত সমর্পণ ও বাধ্যতা প্রকাশিত হয় (ইব্রীয় ৩:১-৬)।

৭. আত্মার ফল- মৃদুতা-মৃদুতা মানে শক্তিকে বশে রাখা। মৃদুতা ও মঙ্গলভাব একসঙ্গে থাকে। মৃদুতা কিন্তু কখনই দূর্বলতা নয়। প্রভু যীশু সর্ব বিষয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন কিন্তু তিনি যাদের কাছে প্রচার করতেন তাদেরকে সর্ব ভাবে মৃদুতায় স্পর্শ করতেন (যিশাইয় ৪০:১১; মথি ৫:৫; ১১:২৮-৩০)।

মৃদুতার লক্ষ্য মুক্তি, সম্পর্ক পুনঃস্থাপন,ও উদ্ধার। এই স্পর্শকাতর শক্তিকে এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন লোকেরা তাদের বৃদ্ধি, পরিপক্কতা ও জ্ঞানের জন্য শিক্ষা ও স্পর্শ লাভ করে। এই গুণকে অন্যদের জীবনে আরও প্রেমে পূর্ণ শাসন করবার জন্য ব্যবহার করা হয় (গালাতীয় ৬:১; ফিলি ৪:১-৫)।

৮. **পবিত্র আত্মার ফল- ইন্দ্রিয় দমন**-ইন্দ্রিয় দমন কথাটির অর্থ হলো পবিত্র আত্মার শক্তিকে কোন ব্যক্তি তাঁর নিজের উপরে শক্তি খাটাতে ও পরিচালনা দিতে সক্ষম হয়। পবিত্র আত্মা আমাদেরকে নির্দেশনা দেন ও আমাদের চিন্তা ও আচার-ব্যবহার প্রভু যীশুর নেতৃত্বে নিয়ন্ত্রণ করতে ও পরিচালিত করতে শক্তি দেন (গালাতীয় ৫:২৪-২৫)।

ইন্দ্রিয় দমন হলো ঈশ্বর যা কিছুকে নিষেধ করেছেন সেগুলোকে 'না' বলতে এবং যেগুলোকে তিনি অনুমতি ও বিধান দিয়েছেন সেগুলোকে 'হ্যাঁ' বলতে শক্তি পাওয়া। পবিত্র আত্মা দ্বারা 'হাঁ' ও 'না' বলার শক্তি একটি সফল, বিজয়ী খ্রীষ্টিয় জীবন লাভের মূল্যবান উপায় (১ করি ৯:২৫-২৭; ২ পিতর ১:৫-৮)।

মুখস্থ করুন: কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধূর্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয় দমন; এই প্রকার গুণের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নাই **(গালাতীয় ৫: ২২-২৩)।**

মূল সত্য: পবিত্র আত্মা পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনের মধ্যে প্রভু যীশুর চরিত্রের অনুরূপ তৈরী করার জন্য আসেন। এটি আমাদের মধ্যে আত্মিক ফল হিসেবে প্রকাশিত হয় যা অন্যদেরকে আশীর্বাদ করে।

আপনার সাড়াদান:

- আপনি যখন ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিদিন সাক্ষাৎ করেন, আপনি তাঁকে পবিত্র আত্মায় প্রতিদিন নতুন ভাবে পূর্ণ করতে বলুন।
- সারা দিন ধরে সকল পরিস্থিতিতে পবিত্র আত্মার জীবন ও শক্তির নীচে সমর্পিত হতে সচেতন থাকুন।
- আপনার জীবন, আপনার কথা-বার্তা, চিন্তা, কাজের মধ্যে পবিত্র আত্মার ফলে পূর্ণ আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন।

লাইফ বুক

পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দান

রোমীয় ১২:৬-৮; ১ করিন্থীয় ১২:৭-১১; ইফিষীয় ৪:১১ পদ পড়ুন

প্রত্যেক নতুন জন্ম-প্রাপ্ত বিশ্বাসী পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দান পেতে পারে। স্বর্গীয় অনুগ্রহের এই দানগুলো এই পৃথিবীতে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অপার্থিব পরিচর্যা কাজ করতে আমাদেরকে শক্তি যোগায়। যেমন তিনি চান, সেভাবে পবিত্র আত্মা, আমাদের প্রত্যেককে খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব ও অধিকারের পরিচর্যা করবার জন্য কার্যকারী ভাবে ব্যবহার করেন। নীচে লেখা এই আত্মিক অনুগ্রহের দানগুলোর বিষয় ১ করিন্থীয় ১২:৭-১১ পদে লেখা আছে:

১. **প্রজ্ঞার বাক্য** - একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সবচেয়ে কার্যকর ভাবে ও জ্ঞানপূর্ণ ভাবে প্রজ্ঞার বাক্যরূপ অনুপ্রাণিত বার্তা ঈশ্বরের পরিকল্পনা উপস্থাপন করবার জন্য দেওয়া হয়েছে। অন্য ধর্ম হতে পরিবর্তিত বিশ্বাসীদেরকে কি ত্বকছেদ করতে হবে ও মোশির ব্যবস্থা অনুসারে জীবন যাপন করতে হবে কিনা তা নিয়ে যিরূশালেমের মন্ডলীতে একটি সমস্যা ছিল। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য মন্ডলীর নেতারা স্বর্গীয় প্রজ্ঞা লাভ করলেন (প্রেরিত ১৫:২৮-২৯)।

২. **জ্ঞানের বাক্য** - এটি কোন ব্যক্তি বা পরিস্থিতির সম্বন্ধে একটি অনুপ্রাণিত জ্ঞানের বার্তা যা কেবলমাত্র ঈশ্বর দ্বারাই প্রকাশ করা সম্ভব। মন্ডলীর প্রথম অবস্থায় অননীয় ও সাফীরা নামে এক স্বামী- স্ত্রী একটি জমি ও অর্থ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলেছিল। এই অবস্থায় মন্ডলীতে বিরাজমান পবিত্রতা ও শক্তি হুমকির সামনে পড়েছিল। পবিত্র আত্মা পিতরকে এই দম্পতির

সপ্তাহ- ২৪

আর

আামাদিগকে যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে, তবে আাইস..সেই পরিচর্যায় নিবিষ্ট হই।

রোমীয় ১২:৬

মিথ্যা বিষয়ে জ্ঞান দান করলেন। এর ফলে মন্ডলীতে বৃহত্তর পবিত্রতা নেমে এলো এবং মন্ডলীর সঙ্গে অনেক নতুন বিশ্বাসী সংযুক্ত হতে থাকল (প্রেরিত ৫:১-১৬)। কোন কোন সময় একটি জ্ঞানের বাক্য দিয়ে কোন লোককে তার ঠিক যা প্রয়োজন তা দেখিয়ে দেওয়া হয় এবং ঈশ্বর যে তার সেই প্রয়োজন দূর করতে চান তা-ও বলে দেওয়া হয়।

৩. **বিশ্বাস-** বিশ্বাসের অনুগ্রহ দান একটি অপার্থিব আস্থা ও নির্ভরতা দেয় যে ঈশ্বর এক মহাশক্তি বা অদ্ভূত উপায়ে কাজ করতে যাচ্ছেন। একদিন পিতর ও যোহন প্রার্থনা করার জন্য উপাসনালয়ে যাচ্ছিলেন। উপাসনালয়ের সুন্দর নামক একটি দরজায় একজন জন্ম হতেই খোঁড়া লোক বসে থাকতো । যে সেখানে বসে লোকদের কাছ থেকে ভিক্ষে নিত। যখন পিতর তাকে দেখলেন, তিনি বিশ্বাসে পূর্ণ হলেন। প্রভু যীশুর নামে তিনি সেই খোঁড়া লোকটিকে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে বললেন। লোকটি তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের শক্তিতে সুস্থ হোল (প্রেরিত ৩: ১-১০,১৬)।

৪. **আরোগ্য সাধন করা-** আরোগ্য সাধন করার অনুগ্রহ দান ঈশ্বরের ক্ষমতা খুলে দেয় যার ফলে লোকেরা শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, ও আত্মিকভাবে পুনরায় সুস্থ হয়ে ওঠে। ফিলিপের পরিচর্যার ফলে শমরীয় দেশে পবিত্র আত্মার এক অপূর্ব মহিমাময় কাজ ছড়িয়ে পড়ে। সুসমাচার প্রচারিত হতে থাকল, লোকেরা পরিত্রাণ পেল, এবং যারা শারীরিকভাবে ও আত্মিকভাবে শয়তানের দ্বারা আবদ্ধ ছিল এমন অনেকের জীবনে আরোগ্য সাধন করার দান প্রকাশিত হোল (প্রেরিত ৮: ৪-৮)।

৫. **আশ্চর্য কাজ করা-** আশ্চর্য কাজ এমন এক ধরণের ঘটনা যা দ্বারা কোন কোন মানুষ এবং কোন কোন পরিস্থিতির উপর অপার্থিব উপায়ে প্রভাব পড়ে এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের দ্বারা তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ পায়।সুন্দর নামক দরজায় খোঁড়া লোকটির সুস্থতা আশ্চর্য কাজের একটি স্পষ্ট নমূণা। ঈশ্বরের শক্তি লোকটির শুকিয়ে যাওয়া পায়ে জীবন ও শক্তি ফিরিয়ে আনল। সে বহু লোকের সামনে হাঁটতে হাঁটতে, লাফাতে লাফাতে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল।এই চিহ্ন কাজ ও আশ্চর্য ঘটনা অনেক লোক প্রত্যক্ষ করল (প্রেরিত ৩:১-১০)। এমনকি ধর্মীয় নেতারা স্বীকার করতে বাধ্য হোল যে এটি একটি 'বিস্ময়কর ও চমৎকার' ঘটনা- যার দ্বারা প্রভু যীশুর গৌরব, মহিমা ও প্রশংসা হোল (প্রেরিত ৪:১৫-১৬)।

৬. **ভাববাণী**- ভাববাণী দ্বারা মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের কোন কথা মন্ডলীকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার, আদেশ ও তাঁর লোকদের সান্তনার জন্য বলা হয়।ভাববাণী অবশ্যই ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কোন ঘটনার বিষয়ে কথা হতে পারে যাতে মন্ডলীর লোকেরা ঈশ্বরের কথার বাধ্য হতে পারে এবং তাদের জীবনে তাঁর ইচ্ছা কী তা জানতে পারে। পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতর সেখানে উপস্থিত হাজার হাজার লোকদের কাছে প্রচার করলেন ও ভাববাণী বললেন । তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে সে দিনে ঈশ্বরের আত্মার অবতরণের মধ্য দিয়ে পুরাতন নিয়মের নবী যোয়েলের ভাববাণী পূর্ণ হোল (যোয়েল ২:২৮-৩২. প্রেরিত ১৬:১৭-২১)। তিনি তাদেরকে যে আরও ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এবং ঈশ্বরের সেই সব ঘটনার প্রতি কিভাবে আমাদের সাড়া দিতে হবে ও তাঁর প্রতিজ্ঞার আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়ে আরও বললেন। তিনি তাদেরকে গড়ে তুললেন, তাদেরকে দৃঢ় রূপে আদেশ দিলেন, এবং সান্তনা দিলেন (১ করিন্থীয় ১৪:৩, প্রেরিত ২:১-৪২)।

৭. **আত্মাগণকে চিনে নেওয়া-** কোন কাজ কি পবিত্র আত্মার, না কোন মানুষের নিজের, না মন্দ আত্মার কাজ তা বুঝে নেবার জন্য এই প্রত্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি ক্রীতদাসী মেয়ে প্রেরিত পৌলকে অনুসরণ করছিল ও চীৎকার করে বলে যাচ্ছিল যে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা 'পরাৎপর ঈশ্বরের দাস'(প্রেরিত ১৬:১৭)। যদিও এ মহিলার কোন কোন কথা সঠিক ছিল কিন্তু পৌল চিনে নিলেন যে এই মহিলা মন্দ আত্মা দ্বারা পরিচালিত। তাই তিনি সেই আত্মাকে মেয়েটির মধ্য হতে বের হয়ে যেতে ধমক দিলেন ও সে সুস্থ হয়ে গেল (প্রেরিত ১৬:১৬-১৮)।

৮. **বিভিন্ন ধরণের ভাষা-** বিভিন্ন ধরণের ভাষায় কথা বলা পবিত্র আত্মা দ্বারা স্বর্গের বা এ পৃথিবীর কোন ভাষায় কথা বলার যোগ্যতা এবং এই ভাষা কিন্তু বক্তা নিজে শেখেন নাই। পঞ্চাশত্তমীর দিনে ১২০ জন লোক পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন এবং তারা এমন এমন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন যা তারা কখনই শেখেন নি। নিস্তারপর্বের ভোজের জন্য সারা পৃথিবীর যে সব লোকেরা যিরূশালেমে এসেছিল তারা যীশুর শিষ্যদেরকে তাদের নিজ নিজ ভাষায় ঈশ্বরের প্রশংসা করতে শুনল।এটি তাদের কাছে সত্যিই খুব অদ্ভূত ও চিহ্ন কাজ বলে মনে হোল এবং তারা প্রভু যীশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করল। প্রেরিত পৌল করিন্থীয় মন্ডলীর সদস্যদেরকে বলেছিলেন যে আরেক ধরণের ভাষা আছে যা কেহ বোঝে না।সেই ভাষা অবশ্যই পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হয়। এই আত্মিক ভাষাটিকে প্রার্থনা, প্রশংসা এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া কোন সংবাদ অনুবাদ বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রচারের সময়ে ব্যবহার করতে হয় (প্রেরিত ২:১-১১; ১করিন্থীয় ১৪: ২-৫)।

৯. **পরভাষার ব্যাখ্যা অনুবাদ বা ব্যাখ্যা-** একটি অপরিচিত ভাষায় যখন ঈশ্বর কোন সংবাদ কোন সদস্যকে দেন তা অবশ্যই শ্রোতাদের ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে দেবার জন্য পবিত্র আত্মা ক্ষমতা দেন।প্রেরিত পৌল যখন এই শিক্ষা দিয়েছিলেন ভাববাণী মন্ডলীতে অবশ্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ ভাববানী দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞান মন্ডলীতে আসে,এবং সেই সঙ্গে আত্মিক ভাষায় অনুবাদসহ কথা বলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ(১ করিন্থীয় ১৪:৫,১৩,২৬-২৮.৩৯)।

পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে এসে আমাদেরকে প্রভু যীশুর জীবন দিয়ে পূর্ণ করেন।তিনি আমাদের জীবনে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ও শক্তি দেবার জন্য এসেছেন। এই দানগুলো আমাদেরকে প্রভু যীশুর পরিচর্যার মতো জীবন পরিবর্তনকারী পরিচর্যায় প্রবেশ করতে সাহায্য করে। ঈশ্বরের অনুগ্রহের এই দানগুলোকে আমাদের কখনই অবহেলা বা পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়। বরং আকাংখা সহকারে আমাদেরকে পবিত্র আত্মার এই দানগুলোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। যখন আমরা উন্মুক্ত ও ইচ্ছুক থাকি, যারা সেবা করবার জন্য আহূত তাদের প্রয়োজন মিটাবার জন্য তিনি আমাদেরকে ব্যবহার করেন।

লাইফ বুক

নোটস

প্রার্থনা, প্রচার, সাক্ষ্যদান, পরামর্শদান, ও আমাদের ভগ্ন ও বন্দী পৃথিবীর লোকদেরকে কার্যকরভাবে সেবা করবার জন্য ঈশ্বর আমাদের যে সব অস্ত্র দিয়েছেন তার সব কিছু নিয়ে আমাদের কাজ করতে করতে এগিয়ে যেতে হবে।

মুখস্থ করুন:
কিন্তু প্রত্যেকজনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়।
১ করিন্থীয় ১২:৭

মূল সত্য :
পবিত্র আত্মা দ্বারা, এই পৃথিবীকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অপার্থিব পরিচর্যা কাজ সম্পূর্ণ করতে, আমাদেরকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের দান দেওয়া হয়েছে ।

আপনার সাড়া দান:

- প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী আপনার জীবন ও পরিচর্যা সম্বন্ধে কথা বলবার ও শুনবার জন্য সময় কাটান । তিনি যা বলেন আপনি বিশ্বাস করেন তা লিখে রাখুন।
- অসুস্থদের জন্য ও তাদের সুস্থতায় বিশ্বাস করার জন্য প্রার্থনায় আরও সময় কাটান।
- আপনার মন্ডলীর উপাসনায় আপনার সদস্যদের মধ্য দিয়ে পবিত্র াাত্মার দানগুলো প্রকাশিত হবার জন্য সুযোগ দিন।

প্রার্থনা সহকারে আপনার প্রধান আত্মিক দান কি কি তা ঠিক করুন।পবিত্র আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে এই সব দান ব্যবহার করার জন্য সহভাগিতা করতে স্থির করুন।

লাইফ বুক

পবিত্র আত্মাতে জীবন যাপন করা

গালাতীয় ৫:১৬-২৫ পদ পড়ুন
পবিত্র আত্মার পরিচালনা দ্বারা জীবন যাপন করার মধ্য দিয়ে আপনি উদ্দেশ্যময়, স্বাধীন ও পরিপূর্ণ জীবন যাপন করতে সমর্থ হন। একবার যখন আমরা পরিত্রাণ লাভ করি ও পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হই, তখন আমাদের শিখতে হবে কি করে প্রতি মুহূর্তে, প্রতি দিন পবিত্র আত্মায় বাস করতে হয়। আমাদের নিজেদের শক্তিতে নয় কিন্তু ঈশ্বরের আত্মার শক্তি ও ক্ষমতায় জীবন যাপন করতে বা পরিচর্যা করতে আহ্বান করা হয়েছে। তিনি আমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চালাতে ও এভাবে যেন হয় তা দেখবার জন্য তিনি আমাদের আত্মার শক্তি দিয়ে পরিচালিত করতে চান।যখন ঈশ্বরের জাতি যিরূশালেমে ঈশ্বরের উপাসনালয় আবার গাঁথছিলেন , ঈশ্বর নবী সখরিয়ের মধ্য দিয়ে এ কথা বললেন, " পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয় কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা"(সখরিয় ৪:৬-৯)। পবিত্র আত্মার কাজের ফলে আমাদের জীবন ও পরিচর্যা কাজ প্রভু যীশুতে শুরু করার পরে, আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র আত্মায় জীবন যাপন করা চালিয়ে যেতে হবে ও আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে তা যেন দেখি(কলসীয় ২;৬-৭)।

১. **আত্মায় চলা** - আত্মায় চলার অর্থ হোল পবিত্র আত্মার ব্যক্তির, বা উদ্দেশ্যের বা শক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। পবিত্র আত্মা আমাদের ভিতরে বাসকারী ঈশ্বর তাঁর অনন্ত শক্তিতে আমাদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য জানতে সাহায্য করেন ও পরিচালিত করেন যোহন ১৪: ১৬; ১৫:২৬; ১৬;১৩-১৪; ১ যোহন ৪:৪) ।আত্মায় চলার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা ও আমরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করি। বিশ্বাসে ও বাধ্যতায় আমরা তাঁর নিকটে সমর্পিত হই এবং আমাদের ফলবান ও ফল উৎপাদনকারী বিশ্বাসী ও পরিচর্যাকারী হবার জন্য আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা তিনি মিটান। আমরা যখন পবিক্র ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করি তিনি আামাদের পরিচালনা করেন ও আমাদের নতুন নতুন চিন্তা ও প্রত্যাদেশ দিয়ে থাকেন(যোহন ১৬: ১৩-১৫)। আমাদের মানবীয় দূর্বলতায় তিনি আমাদের সাহায্য করেন যেন আমরা কি করে প্রার্থনা করতে হয় তা শিখি (রোমীয় ৮: ২৬-২৮)। প্রেরিত পৌল ইফিষীয় মন্ডলীর সদস্যদেরকে বলেছিলেন যে তিনি তাঁদের জন্য প্রার্থনা করছেন যেন তাঁরা এই ধরণের জীবন যাপনের শক্তি কি তা বুঝতে পারে। এভাবে জীবন যাপন করলে তারা নিজেদেরকে তাদের মধ্যে বাসকারী পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা ঈশ্বরের প্রেমে বলবান, ভিত্তিমূলের ঞঁবংফধু, ঔধহঁধৎু ১৩, ২০১৫{ উঅঞঊ \@ "ফফফফ, গগগগ ফফ, ু" }উপরে গাঁথিত, দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ, তাদের জন্য ঈশ্বরের জ্ঞানে পরিপূর্ণ ও সন্তুষ্ট বলে দেখতে পাবে (ইফিষীয় ৪:১৪-২১)।

২. পবিত্র আত্মার পথ- পাবিত্র আত্মার পথ আমাদেরকে নতুন ধরণের জীবন যাপন করার পথ দেখায়।এই পথ জীবনে উপচিয়ার পথ ও মহিমাময় স্বাধীনতার পথ (যোহন ১০:১০, রোমীয় ৭:৪-৬)। আমাদের নিজেদের চেষ্টায় সঠিকভাবে জীবন যাপন করার যুদ্ধ থেকে পবিত্র আত্মা আমাদেরকে মুক্তি দিতে চান। তিনি আমাদের বিবেকের মধ্যে আমাদের পাপ-বোধ, পাপের শাস্তি ও পাপের জ্বালা থেকে মুক্ত করতে চান। আমাদেরকে পাপের শক্তি থেকে মুক্ত করার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদেরকে এই সব আশীর্বাদ দেন। আমাদের উপরে পাপের আর কোন রাজত্ব নেই (রোমীয় ৬:১১-১৪)।পবিত্র আত্মা দ্বারা আমরা এখন ঈশ্বরকে তাঁর বাক্যের সত্য ও নির্দেশনা অনুসারে সেবা করতে ও তাঁর বাধ্য থাকতে পারি। আমরা যখন তাঁতে বাস করি ও তাঁর শক্তির উপরে নির্ভর করি তখন ঈশ্বরের পক্ষে জীবন যাপন করা ও সর্ব বিষয়ে তার বাধ্য থাকার জন্য অতিজাগতিক শক্তি লাভ করি। আমরা তখন কি আনন্দে ও তাঁব জন্য জীবন যাপন ও সেবা করার স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ হই।

৩. পবিত্র আত্মার কাজ- পবিত্র আত্মার শক্তি আমাদের জীবনের মধ্যে পবিত্রতা, আকাংখা, ও শক্তির কাজ সাধন করতে চান। তাঁকে পবিত্র আত্মা বলা হয়। তিনি আমাদের জীবনের মধ্যে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের পবিত্রতা আনেন যেন আমরা *"পবিত্র হই যেমন আমাদের স্বর্গস্থ পিতা পবিত্র"*(১ পিতর ১:১৬)। এটি আমাদের আত্ম-ধার্মিকতা নয় ; বরং ঠিক উল্টো- কারণ এটি খ্রীষ্টের ধার্মিকতা আমাদের ভিতরে তাঁর পবিত্র আত্মা দ্বারা কাজ করে। অসওয়াল্ড চেম্বারস বলেছেন-" *প্রভু যীশু আমার জন্য যা কিছু করেছেন আমার বাইরে থেকে, পবিত্র আত্মা আমার ভিতরে থেকে ঠিক তা-ই করেন।"*
পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে প্রভু যীশুকে ভালোবাসার ও তাঁকে সমস্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট করার জন্য এক গভীর আকাংখা দেন। প্রেরিত পৌল ফিলিপীয় মন্ডলীর সদস্যদেরকে বলেন,"*...এখন আরও অধিকতররূপে, আমার অসাক্ষাতে, সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর*"(ফিলিপীয় ২:১২)। এ কথার সহজ সরল অর্থ এই যে-আমাদের দেখতে হবে যেন আমাদের জীবনে পরিত্রাণের কাজ পরিপূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি তাদের কাছে এই সত্যটিও তুলে ধরেছেন: পরিত্রাণ সম্পন্ন করার আকাংখা ও শক্তি তাদের মধ্যে ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে (ফিলিপীং ২: ১২-১৩) । কি আশ্চর্য এক সত্য! পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে দেখতে এসেছেন যে পরিত্রাণের কাজ আমাদের শরীরে, আত্মায় ও মনে সুসম্পন্ন হয়ে বাস্তবভাবে ফুটে উঠেছে ।

আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সত্যগুলি নিয়ে চিন্তা করুন:

- তিনি অপবিত্র আত্মার নূতনীকরণ দ্বারা আমাদিগকে আত্মিকভাবে নতুন করেন (তীত ৩:৫)
- প্রভু যীশুর মত করে পরিচর্যা করবার জন্য তিনি আমাদেরকে পূর্ণ করেন ও শক্তিশালী করেন (প্রেরিত ২:৩৩)
- তিনি আমাদের মধ্যে পিতা ও পুত্রের আশীর্বাদ দেন (যোহন ১৪: ১৫-১৮)
- তিনি আমাদের মধ্যে ঈশ্বর ভক্তের জীবন ও চরিত্র দান করেন (গালাতীয় ৫:২২-২৩)
- তিনি আমাদের প্রতিদিন পিতা ঈশ্বরের খাঁটি ইচ্ছা অনুসারে চলতে পরিচালনা ও নির্দেশনা দেন (যোহন ১৬:১৩-১৪)
- তিনি আমাদের জীবনের গভীরতম প্রয়োজন ও অভাব তিনি পূর্ণ করেন (যোহন ৭:৩৭-৩৯)
- তিনি আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রেম পূর্ণ করেন (রোমীয় ৫:৫)
- তিনি আমাদেরকে স্বর্গীয় অনুগ্রহ-দান ও ক্ষমতা দেন (১ করিন্থুময় ১২:১১)
- তিনি আমাদেরকে সঠিকভাবে শক্তির সঙ্গে প্রার্থনা করবার জন্য সাহায্য করেন (রোমীয় ৮:২৬-২৮)
- আত্মিক বিষয়গুলো বুঝবার জন্য তিনি আমাদের আত্মিক চোখ খুলে দেন (১ করিন্থীয় ২:৯-১৬)
- তিনি আমাদের মধ্যে অন্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে একতা দান করেন যেন আমরা এক শান্তি ও প্রেমে বাস করতে পারি (ইফি৪:৩-৪)
- অন্ধকারের সমস্ত রাজত্বের ও শক্তির উপরে জয়ী হবার জন্য তিনি আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিজয়দানকারী শক্তি যোগান দেন (মথি ১২:২৮)।

সেজন্যই আমাদেরকে '*পবিত্র আত্মায় চলতে*' বলা হয়েছে (রোমীয় ৮:১-৪)। এটিই জীবন যাপনের প্রকৃত জ্ঞানবান ও আশ্চর্য সুন্দর পথ।পবিত্র আত্মায় চলে আমরা, প্রভু যীশু সারা পৃথিবীতে যা করে চলেছেন আমরা তাঁর সেই কাজে তাঁর অংশীদার হই।আমরা ঈশ্বরের আশ্চর্য অনিন্দ্য সহভাগিতা লাভ করি। আমাদের জীবন-কালে ঈশ্বর পবিত্র আত্মা দ্বারা কি করতে চলেছেন তা দেখবার জন্য আমাদের চোখ খুলে দেখাতে চান । আত্মাতে জীবন যাপন করাই সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও উত্তেজনাময় ভাবে জীবন যাপন। আজই আমাদের জীবনে এই ঈশ্বরের সঙ্গে অতীব সুন্দর জীবন যাপনের পথ চলা শুরু হোক এবং তা আমৃত্য চলতে থাকুক।

মুখস্থ করুন:

আমরা যদি আত্মার বশে জীবন ধারণ করি, তবে আইস, আমরা আত্মার বশে চলি

গালাতীয় ৫:২৫

নোট্স

মূল সত্য:

পবিত্র আত্মার পরিচালনা ও শক্তিতে জীবন যাপন করার মধ্য দিয়ে আপনি উদ্দেশ্যময়, পরিপূর্ণ ও স্বাধীন জীবন যাপন করতে সমর্থ হন।

আপনার সাড়াদান:

- *আপনার জীবনের কোন কোন অংশে আপনি পবিত্র আাত্মা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন?*
- *আপনার জীবনের কোন কোন অংশে াপনি মনে করেন যে আপনি মূলতঃ আপনার নিজের শক্তিতেই চলছেন?*
- *আপনার জীবনের এই সব অংশগুলোকে পবিত্র আত্মার অধীনে আনবার জন্য আপনি কি কি পদক্ষেপ নেবেন? এই পদক্ষেপগুলো আপনি লিখে ফেলুন এবং প্রতিদিন প্রার্থনায় প্রভুর কাছে সমর্পন করুন।*

জাগিয়া থাক ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়

লাইফ বুক

সেই সময়, যা আপনার জীবন বদলে দেয়

মথি ২৬:৪০-৪১; লূক ১৮:১; যোহন ১০:২৪; যাকোব ৫:১৬ পদ পড়ুন

মথি ২৬:৪১

অর্জন করা যায়।" যখন প্রভু যীশু মারা গেলেন, তিনি চীৎকার করে বলেছিলেন," সব শেষ হলো"। এই সম্পূর্ণ বাক্যাংশটি একটি মাত্র গ্রীক শব্দের অর্থ, যে শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়- পূর্ণভাবে দেওয়া হলো (যোহন ১৯:৩০)। আমাদের সমস্ত পাপ আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবার জন্য পূর্ণভাবে শোধ করা হলো। সেই মুহূর্তে, উপাসনালয়ের মোটা পর্দা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে গেল। এই পর্দা মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিলো। আমাদের পাপের জন্য প্রভু যীশুর উৎসর্গ মানুষকে কোন বাধা বিঘ্ন বা ভয় ছাড়াই ঈশ্বরের একেবারে কাছে আসবার নিশ্চয়তা দিলো (ইব্রীয় ৪:১৬; ১০:১৯-২০)।

প্রভু যীশুতে বিশ্বাসী হিসেবে প্রার্থনা আমাদের কাছে একটি বড় আশীর্বাদ। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ ঈশ্বরের কাছে আসবার জন্য আকাংখা করে। তাঁর কাছে আসবার পথের দরজা প্রভু যীশু নিজে (যোহন ১০:৯)। তিনি তাঁর ওক্ত দিয়ে আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে আসবার অধিকার কিনে নিয়েছেন (প্রকাশিত বাক্য ৫:৯)। বেশীরভাগ খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা তাদের অধিকারের চেয়ে অনেক নীচে বাস করে কারণ তারা প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে আসতে চায় না। জন ওয়েসলী বলেছিলেন," ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর ছাড়া কিছুই করবেন না।"

পবিত্র আত্মা আমাদের প্রার্থনায় সাহায্য করেন(রোমীয় ৮:২৬-২৭)। ঈশ্বর অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমাদের প্রার্থনার দৈর্ঘ্যে নয় কিন্তু গভীরতা মাপেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রভু যীশু আমাদেরকে দীর্ঘ নয় কিন্তু নির্দিষ্টভাবে আমাদের প্রার্থনা করতে বলেছেন (মথি ৬:৭)। নীচে তিনটি ছোট, নির্দিষ্ট প্রার্থনার উল্লেখ করা হোল যা আপনার জীবনকে পরিবর্তিত করে দিতে পারে।

১. **একান্ত গভীর সম্পর্কের প্রার্থনা** (ইফি ৩:১৬-২১)- যখন আমরা কোন শাস্ত্রাংশে নিজেকে জড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় তুলে ধরি তখন উচ্চ স্তরের একটি প্রার্থনা হয়ে যায়। আমি আপনাকে শাস্ত্রের উপরোক্ত অংশটি একমাস ধরে প্রতিদিন প্রার্থনা করতে উৎসাহ দিই। এই প্রার্থনায় আপনার জীবনে প্রভুর সঙ্গে চলার ফল দেখে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন।এই অংশটিতে নিজেকে জড়িয়ে এভাবে প্রার্থনা করুন: " পিতা, তোমার প্রতাপ ধন অনুসারে আমাকে এই বর দাও যেন আমি তোমার আত্মা দ্বারা আমার অন্তরের শক্তিতে সবলীকৃত হই।" এভাবে এই শাস্ত্রাংশের প্রত্যেকটি অনুরোধগুলোকে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে জড়িয়ে প্রার্থনা করুন। প্রভু যীশুর সঙ্গে আত্মিক গভীর সম্পর্ক থাকলে তাঁর সবলতায় শক্তিশালী হওয়া যায়।

২. **ক্ষমতা পাবার জন্য প্রার্থনা-** যাবেষের প্রার্থনা ক্ষমতায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকার জন্য একটি প্রার্থনা ছিল। যাবেষ নির্দিষ্ট করে প্রার্থনা করেছিলেন এবং ঈশ্বর তাকে তাঁর নির্দিষ্ট চারটি প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন (১ বংশাবলী ৪:১০)। যাবেষ ঈশ্বরের কাছে যা চেয়েছিলেন সেগুলো নীচে দেওয়া হোল:

আমাকে আশীর্বাদ কর - তিনি ঈশ্বরের কাছে আর্তনাদ করে বললেন,"*আহা. তুমি সত্যই আমাকে আশীর্বাদ কর*"। যাবেষ দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরের কাছে আশীর্বাদ দেবার জন্য দাবী করছিলেন কারণ তিনি একমাত্র সত্য ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন (আদি ১২:১-৩)।

- *আমার অধিকার বৃদ্ধি কর*- তিনি ঈশ্বরকে তার কর্তত্ব, ক্ষমতা ও ক্ষেত্র বৃদ্ধি করবার জন্য প্রার্থনা করলেন। এই প্রার্থনাটি ছিল দিনে দিনে ক্ষমতা ও অধিকারের বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা। এরকমভাবে প্রার্থনা করার জন্য দরকার আমাদের বিশ্বাসকে আরও ছড়িয়ে দেওয়া, আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁকে বিশ্বাস ও নির্ভর করা যার মধ্য দিয়ে তাঁর সম্মান করা হয়।
- তোমার হস্ত আমার সঙ্গে থাকুক- যাবেষ ঈশ্বরকে অনুরোধ করছিলেন যেন ঈশ্বরের হাত তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে ও তাকে পবিত্রতায় রক্ষা করুক ও বৃদ্ধিদান করুক। সম্পূর্ণ বাইবেলে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বরের হাত হয় কোন কোন মানুষের বিপক্ষে না হয় তাদের সপক্ষে রাখা ছিল। যদি ঈশ্বর আমাদের বাঁধা দেন, আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়েও কোন কাজ করতে গেলে তাতে আমরা ব্যর্থ হবো। কিন্তু যদি তাঁর হাত আমাদের সপক্ষে থাকে , আমরা

তাঁর নামে যা কিছু করি তাতে আমরা গতি ও বৃদ্ধি পাই। আমরা অপার্থিব 'মহান মহান আশীর্বাদ' লাভ করি ও অল্প সময়ের মধ্যে আমরা বিরাট সফলতা লাভ করি।

আমাকে রক্ষা কর- তিনি এই প্রার্থনা করেছিলেন যেন ঈশ্বর তাঁকে সমস্ত মন্দতা হতে রক্ষা করেন। তিনি ঈশ্বরের কাছে পাপ হতে রক্ষা করার জন্য আবেদন করেছিলেন। তিনি জানতেন যে পাপের ফলে অনেকের জীবনে কত কষ্ট এনেছে।

৩. **বৃদ্ধি পাবার জন্য প্রার্থনা** (গীত ৬৭:১-২): ঈশ্বরের সঙ্গে আবদ্ধ একজন মানুষ হিসেবে ঈশ্বরের কাছে তাঁর আশীর্বাদ চাইবার অধিকার আছে। তাঁর অনুগ্রহ-দানগুলিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান নয় কিন্তু তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানার আনন্দই সবচেয়ে বড় দান (আদি ১৫:১)। ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমাদেরকে দেওয়া হয় যেন সেই দানগুলো আমরা অন্যদের কাছে পৌছে দিতে পারি। প্রকৃত ও সত্য ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যেন আমরা সমস্ত জাতির কাছে তাঁকে পৌছে দিতে পারি (গালাতীয় ৩:১৩-১৪)।

৪. **মন্ডলীর নেতাদেরকে আরাধনা ও প্রার্থনার আদর্শ জীবন যাপন করতে হবে-** এখানে একটি প্রার্থনার মডেল দেওয়া হোল যা অনুসরণ করে আপনি প্রতিদিন একঘন্টা প্রার্থনা করতে পারেন। আমরা এক ঘন্টা ধরে বা যে কয়েক মিনিট ধরে প্রার্থনা করি না কেন ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে এক সহভাগিতায় থেকে আনন্দ পান।কিন্তু একজন নেতা হিসেবে আমাদেরকে আরাধনা ও প্রার্থনাপূর্ণ আদর্শ জীবন যাপন করতে হবে।আমাদের প্রতিদিন অন্ততঃ একঘন্টা প্রার্থনা ও ধ্যানে কাটানো উচিৎ। এখানে একটি প্রার্থনা উল্লেখ করা হোল যা আপনি এক ঘন্টা ধরে প্রার্থনা করতে পারেন। নীচে লেখা বারোটি প্রার্থনা-অনুরোধের বিষয়ের প্রতিটি নিয়ে শুধুমাত্র পাঁচ মিনিট করে প্রার্থনা করুন। এই বিষয়গুলি নিয়ে আমাদেরকে বিশেষভাবে প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। প্রার্থনায় কাটানো এই একটি ঘন্টা আপনার জীবন ও আপনার চারিপাশের পৃথিবীকে বদলে দেবে।

- আরও কর্মীর জন্য - (মথি ৯:৩৭-৩৮) আত্মিক ফসল পেকে গেছে। প্রভু যীশু নিজেকে "ফসলের প্রভু" বলে উল্লেখ করেছেন।তিনি তাঁর নিজের শস্যের অধিকর্তা ও নিয়ন্ত্রণ কর্তা। প্রভুর কাছে তাঁর ফসল কাটবার জন্য আরও কর্মী পাঠিয়ে দিতে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে।
- কর্তৃত্বাধিকারীদের জন্য- (১ তীমথিয় ২:১-৪) শাস্ত্রের এই অংশে প্রেরিত পৌল বলেছেন যে সুসমাচার প্রচারের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ একান্ত দরকার। যখন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা দেশের কর্তৃত্বাধিকারীদের সঙ্গে কথা বার্তা বলেন তখন তাদেরকে ভবিষ্যতের কথা ও এই লোকদেরকে জয় করবার এই দুটো কথা চিন্তা করা উচিৎ।
- সুসমাচারের দ্রুত বিস্তৃতির ও উন্মুক্ত হৃদয়ের জন্য-(২ থিষলনীকীয় ৩:১) জে. সিডলে ব্যাক্সটার লিখেছিলেন, "লোকেরা অবজ্ঞাভরে আমাদের আবেদন বাতিল করে দিতে পারে, আমাদের সুসংবাদ গ্রহণ না করতে পারে, আমাদের যুক্তির বিরুদ্ধতা করতে পারে, আমাদের লোকদেরকে অপমানিত করতে পারে- কিন্তু তারা আমাদের প্রার্থনার সামনে অসহায়।"
- উন্মুক্ত দরজার জন্য- প্রভু তাঁর ভালোবাসা ও অনুগ্রহ ছড়িয়ে দেবার জন্য আমাদের সামনে দরজা খুলে দেন। কোন কোন সময় তিনি আবার আমাদেরকে অন্য সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য আমাদের জন্য কোন দরজা বন্ধও করে দেন (প্রেরিত ১৬:৯-১০; প্রকা.৩:৮)। আমাদের প্রার্থনার উত্তরে প্রভু আমাদের সামনে তাঁর দরজা সব সময় খুলে দিতে থাকবেন (১ করিন্থীয় ১৬:৯; ২ থিষ ৩:১)।
- সাহসের জন্য-নতুন নিয়মে আমরা দেখি যে বিশ্বাসীরা যখন অত্যাচারিত হতে থাকলো তারা তার উত্তরে ঈশ্বরের কাছে সাহসের জন্য ও তাঁর পরাক্রমশালী প্রকাশের জন্য প্রার্থনা করত। তাদের সাহস পাবার জন্য সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট প্রার্থনার উত্তর অভিনবভাবে দেওয়া হোত এবং তারা খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্যদান করতে ও তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শণ করতে শক্তিপ্রাপ্ত হতেন (প্রেরিত ৪:২৯)।
- স্বর্গীয় নির্দেশনা ও প্রকাশের জন্য (প্রেরিত ১৩:২-৫; ১৬:৯)- প্রেরিত পৌলকে তাঁর প্রথম প্রচার-যাত্রায় পবিত্র আত্মা ক্ষমতার সঙ্গে পরিচালিত করেছিলেন। যদিও প্রেরিত পৌল শুধুমাত্র খ্রীষ্টের আদেশের বাধ্য হয়ে সুসমাচার প্রচার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পবিত্র আত্মা তাঁকে কোন কোন স্থানে যেতে নিষেধ করে অন্য দিকে তাঁকে যেতে বলেছিলেন।
- ঈশ্বরের লোকদের স্বাচ্ছলতার জন্য-ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ লোক হয়ে আমরা এ পৃথিবীর অন্য লোকদেরকে আশীর্বাদ করতে বাধ্য (আদি ১২:১-৩)। চুক্তির এই দায়িত্ব পালন করার জন্য ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর প্রতিজ্ঞাত লোক হিসেবে যে সম্পদ দেবার কথা বলেছেন তা আমাদের পেতে হবে (গীত ৬৭:১-২৩)।
- বিশেষভাবে সুসমাচারের শোনা হতে যারা বঞ্চিত সেই সব দেশ ও জাতির জন্য- ঈশ্বর অনেক আকাংখা করে বসে থাকেন কবে তাঁর পুত্র প্রভু যীশুকে সকল জাতি ও গোষ্ঠির লোকেরা জানবে ও ভালোবাসবে (গণনা ১৪:২১; যিশাইয় ৯:৭; প্রকা ৭:৯-১০)। খ্রীষ্টের পক্ষে আমরা পিতার কাছে বিনতি জানাই যেন পৃথিবীর সকল লোকেরা তাঁর পুত্রের অধীন হয় (গীত ২ঃ৮)।
- যিরূশালেমের শান্তির জন্য (গীত ১২২:৬)- একদিন আমাদের প্রভুর রাজত্ব যিরূশালেম হতে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে (যিশাইয় ৬২:৬-৭)। এখন সেই শহরের লোকেরা অনেক ভাষাভাষির ও বিভিন্ন কৃষ্টির সংস্কৃতি অনুসরন করে চলছে। আমাদের প্রার্থনা করা উচিৎ যেন যিরূশালেমে (ও আমাদের নিজ নিজ শহরে) শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে যখন শান্তি রাজ প্রভু যীশু সেই শহরের লোকদের হৃদয়ে রাজত্ব করবেন (যির ২৯:৭)।
- প্রত্যেক গোষ্ঠি, ভাষাভাষি ও জাতির লোকদের মধ্যে প্রভু যীশুর মহিমার জন্য (গীত ৫৭:৫; ফিলি ২:১০-১১)। প্রভু যীশুর মন্ডলীর মধ্য হতে প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠির পরিত্রাণপ্রাপ্ত নর-নারীরা যখন তাঁকে আরাধনা করবে, তার পূর্বে তাঁকে একটি উপহার দেওয়া হবে। ঈশ্বরের মেষ-শাবককে "পবিত্রগনের প্রার্থনা স্বরূপ সুগন্ধি ধূপে পরিপূর্ণ স্বর্ণময় বাটি " দেওয়া হোল (প্রকাশিত ৫:৮) । সকল জনগোষ্ঠির আরাধনা তাঁর কাছে আসে না- প্রকৃতপক্ষে আসতে পারেও না- যতদিন না সুগন্ধিধূপের বাটি- বা পবিত্রগণের প্রার্থনা- পূর্ণ না হয়। প্রভু যীশুর মহান নির্দেশের বিশেষ একটি চুক্তি হলো প্রার্থনা (প্রকাশিত ৫:৮)।
- সারা বিশ্বব্যাপী আত্মিক জাগরণের জন্য (হবককূক ৩:২)-মন্ডলীতে পূর্ণতা (আত্মিক জাগরণ) ও পরিপূর্ণতার (প্রভু যীশুর মহান নির্দেশের বাস্তবায়ন) জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হবে (গীত ৮৫:৬; মথি ২৮:১৯; মার্ক ১৬:১৫)।

ইহা কি লিখিত নাই- "আমার গৃহকে সর্বজাতির প্রার্থনা গৃহ বলা যাইবে?"

৫. **আমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা করতে হবে- এ কথা জেনে যে ঈশ্বর পিতা আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেবেন** (মার্ক ১১:২৪; যাকোব ১:৬-৭) পল ই, বিলহেইমার বিশ্বাস করতেন যে বিপক্ষ শয়তানের সমস্ত শক্তির বিরূদ্ধে জয়ী হবার জন্য ঈশ্বর মন্ডলীকে চাকুরীরত-অবস্থায়-প্রশিক্ষণের জন্য প্রার্থনা দিয়েছেন।তাঁর লেখা " ডেস্টিন্ড ফর দ্য থ্রোন্" বইতে তিনি লিখেছেন," এই পৃথিবীটা একটি গবেষণাগার, যেখানে ঈশ্বরের সিংহাসনের জন্য যারা স্থিরীকৃত, তারা প্রার্থনার নিভৃত কক্ষে শয়তান ও তার সৈন্যদেরকে ধ্বংস করার বিষয়ে কাজ করতে করতে শিখছেন।"
আজই ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রতিদিন এক ঘন্টা প্রার্থনা করতে করতে এই অভ্যাস গড়ে তুলতে আরম্ভ করুন ।এই সেই সময় যা আপনার জীবনকে বদলে দেবে।

মুখস্থ করুন:-

যাচঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে, অন্বেষণ কর, পাইবে, দ্বারে আঘাত কর, দ্বার খুলিয়া দেওয়া যাইবে; কেননা যে যাচঞা করে সে গ্রহণ করে, যে অন্বেষণ করে সে পায়, যে দ্বারে আঘাত করে তাহার জন্য দ্বার খুলিযা দেওয়া যাইবে। মথি ৭:৭

মূলসুর:
নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিদিন একঘন্টা ঈশ্বরের সঙ্গে কাটালে আপনার জীবন পরিবর্তিত হবেই।

সাড়াদান:

- **আজ হতেই আপনি কি প্রভুর সঙ্গে প্রতিদিন একঘন্টা কাটাবার জন্য মনস্থির করেছেন ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিদিনকার এই প্রতিজ্ঞা আপনার জীবন পরিবর্তন করবে।**

লাইফ বুক

আপনার মন্ডলীকে 'সমস্ত জাতির প্রার্থনা-গৃহ' করে তোলা

মার্ক ১১:১৭ পদ পড়ুন

প্রভু যীশু চান যেন আপনার মন্ডলী 'সমস্ত জাতির প্রার্থনা-গৃহ' হয়ে ওঠে । সর্বজাতির প্রার্থনা গৃহ বলতে আপনার দায়িত্ব বা ক্ষমতার মধ্যে ঠিক পা**শেই যিনি আছেন তাঁর জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনা করা ও সেই প্রভু যীশুকে সমস্ত জাতির লোকেরাও আপনার ও আমার মতো করে ত্রাণকর্তা** মুক্তিদাতা বলে চিনবে সেই উদ্দেশ্যে প্রার্থনার জন্য সুন্দর একটি পরিকল্পনা গড়ে তোলা। জন ওয়েসলী বলেছিলেন," আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেওয়া ছাড়া ঈশ্বর আর কিছুই করবেন না।"যে প্রার্থনা স্বর্গ স্পর্শ করে আর পৃথিবী পরিবর্তিত করে, যেন প্রার্থনা আপনার মন্ডলীর জন্য শুধু মাত্র একটি সম্ভাব্য নয় কিন্তু একটি মহা আশীর্বাদ ও একটি দায়িত্ব। যদি আপনি একটি প্রার্থনার জীবনের আশীর্বাদ ও দায়িত্বের জন্য নিজেকে নিবেদিত করেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন- আপনার মন্ডলীতে ও আপনার পৃথিবীর আশেপাশে কিভাবে "ঈশ্বরের রাজ্য আইসে ও তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়"।
এখানে আপনার মন্ডলীকে আপনি কিভাবে প্রকৃত একটি প্রার্থনার গৃহ করে গড়ে তুলতে পারেন তার কয়েকটি উপায় বলে দেওয়া হলো:

১.ব্যক্তিগত প্রার্থনা- প্রভু যীশু এমন এক ব্যক্তিগত ও একান্ত নিজের প্রার্থনার জীবনের আদর্শ গড়ে তুলে ছিলেন যা আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলো।তাঁর প্রার্থনার জীবন এতো শক্তিশালী ছিল যে তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে কি করে প্রার্থনা করতে হয় তা শেখাতে বলে ছিলেন। তিনি তাদেরকে এমন একটি আদর্শ প্রার্থনার ধারা শিখিয়েছিলেন যা সকল বিশ্বাসীরা অনুসরণ করে (মথি ৬:৯-১৩) লোকদের কাছে প্রতিদিনের প্রার্থনার এক জীবনের আদর্শ হোন এবং তাদেরকে তাদের নিজস্ব ,আকাঙ্খাময় ও শক্তিশালী প্রার্থনা করতে শিখান।

২.সম্মিলিত প্রার্থনা- প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে বিশ্বাস ও চুক্তির শর্তে একত্রে প্রার্থনায় মিলিত হতে হবে। এর ফলে আপনার প্রার্থনার শক্তি ও কার্যকারীতার পরবর্তী ধাপে চলে যেতে পারবেন। যখন পিতর ও যোহনকে তাদের সমাজের ধর্মীয় নেতারা হুমকী দিয়েছিল তারা তাদের সংগীদের কাছে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তারা তাদের কাহিনী বললেন। তখন সবাই মিলে এক সঙ্গে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলেন , ফলে যেখানে তারা ছিলেন সেই স্থান কেঁপে উঠলো ও তাঁরা নতুনভাবে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন এবং ঈশ্বরের কাজ তাদের মধ্য দিয়ে পরাক্রমের সঙ্গে চলতে থাকলো (প্রেরিত ২৩-৩৩)। আবশ্যই আপনি যাদেরকে পরিচালনা দেন তাদেরকে নিয়ে একসঙ্গে নিয়মিতভাবে প্রার্থনায় সময় কাটাতে ভুলবেন না।

৩. দেশ ও জাতির জন্য প্রার্থনা- পৃথিবীর সমস্ত সমস্যা ও অভাব ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আনতে শিখতে হবে। আমাদের ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীর সকল দেশ ও জাতির রাজা। তিনি চান যেন সারা বিশ্ব জুড়ে সকল জনগোষ্ঠির

সকল বিশ্বাসীরা তাঁর কাছে আরাধনায় মিলিত হয় (মথি ২৮:১৯)। আপনি সেই সব দেশের জন্য প্রার্থনা করুন যেখানে আপনার পরিচিত কর্মীরা প্রভুর জন্য কাজ করছেন। যে দেশ ও জাতির কথা ঈশ্বর আপনার হৃদয়ে জাগিয়ে তোলেন, সেই সব স্থানের জন্য প্রার্থনা করুন।প্রার্থনা করুন যেন সেই সব স্থানের অন্ধকারের উপরে খ্রীষ্টের সুসমাচারের আলো উদিত হয়। যে সমস্ত দেশ ও জাতি এখন সমস্যার মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।আপনার লোকদেরকে আপনি শিখান যে তারা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারে ও সকল জাতিকে তাদের 'অধিকারে' আনতে পারে (গীত ২:৮)।

৪. **আরোগ্যদানের জন্য প্রার্থনা-** আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে যে "বিশ্বাসের সেই প্রার্থনা পীড়িত সেই ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে এবং প্রভু তাহাকে উঠাইবেন" (যাকোব-৫:১৩-১৬)। প্রভু যীশু শুধু মাত্র আমাদের পাপ নয়, কিন্তু আমাদের অসুস্থতাও তুলে নিয়ে যাবার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন (যিশাইয় ৫৩:৫)। মানুষের শারীরিক অসুস্থতা হতে সুস্থতারও প্রয়োজন আছে এবং অনেক সময় তাদেরকে সুসস্থতার জন্য ঈশ্বর যে মাধ্যম ব্যবহার করেন তা হলো মন্ডলীর বিশ্বাসযুক্ত প্রার্থনা ও 'আরোগ্যদায়ী অনুগ্রহ-দান' (১ করি ১২:৯)। যাদের অসুস্থতা আছে তাদের জন্য প্রার্থনা করার জন্য সামনে আসতে ডাকুন ।অসুস্থতার উপরে কর্তৃত্ব গ্রহণ করুন এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন। যারা অসুস্থ ও সমস্যার মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য প্রার্থনা করবার জন্য সদস্যদেরকেও শিক্ষা দিন।আপনার মন্ডলীকে একটি 'আরোগ্যদায়ী গৃহ' করে তুলুন। যারা প্রয়োজনের মধ্যে আছে তারা আপনার মন্ডলীতে আসবে কারণ তাদের সমস্ত প্রয়োজন মিটাবার জন্য আপনার মন্ডলীতে সকল সম্পদ আছে।

৫. **পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবার জন্য প্রার্থনা করুন-** প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শক্তিতে পরিপূর্ণ জীবন যাপন করার জন্য আপনার মন্ডলীর সদস্যদের পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবার প্রয়োজন আছে (প্রেরিত ১:৮)।এই সম্পূর্ণতা পাবার জন্য আপনার এমন লোকদের দরকার যারা মন্ডলীর সকল সদস্যদের জীবনে পবিত্র আত্মার পূর্ণ শক্তিতে জীবন যাপন করতে সাহায্য করার জন্য পূর্ণভাবে প্রশিক্ষিত ও নিবেদিত।তারপরে আপনি নিয়মিতভাবে লোকদেরকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণতার জন্য প্রার্থনায় মিলিত হতে সুযোগ দিন (প্রেরিত ৮:১৪-১৭)।আত্মায় পূর্ণ বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য মন্ডলীতে দারুণ প্রভাব ফেলে।

৬.**স্বাধীনতা ও পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা-** খ্রীষ্টে যেন লোকেরা সকল অধীনতা থেকে মুক্তি পায় সেজন্যে অন্যান্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে শক্তিশালী প্রার্থনার সহভাগিতার একান্ত প্রয়োজন আছে যার মধ্য দিয়ে শয়তানের সকল আঘাত সুস্থ হয় ও দিয়াবলের সকল বন্ধন ভেঙ্গে চূরমার হয় (লূক ৯:১-২)। কিন্তু এই কর্তৃত্বের কোন লাভ নেই যদি আমরা তা ব্যবহার না করি। কী করে 'দিয়াবলের প্রতিরোধ' করতে পারি সে বিষয়ে আমাদের অবশ্যই মন্ডলীর সদস্যদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। আপনি আপনার মন্ডলীর পরিবার নিয়ে ক্ষমতার ও শক্তির সঙ্গে প্রার্থনায় শয়তানের সকল অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মন্দ-আত্মার দূর্গ ভেঙ্গে ফেলতে ও তার শক্তি দূর করতে দেখতে পারেন (যাকোব ৪:৭)।

৭. **সুমাচার বহিঃপ্রচারের অগ্রযাত্রার জন্য প্রার্থনা-** প্রেরিত পৌল প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাঁর সামনে সুসমাচার বহিঃপ্রচারের জন্য একটি দরজা খুলে যায় (কলসীয় ৪:২৪)।আত্মিকভাবে হারিয়ে যাওয়া লোকদের আত্মিক চোখ খুলে যায় ও যেন তাদের হৃদয় প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের জন্য আকর্ষিত হয় (২করিন্থীয় ৪:৩-৪)। নির্দিষ্ট কোন অবিশ্বাসীর জন্য প্রার্থনা করতে- যেন তাদের চোখ খুলে যায় ও তারা তাদের হৃদয়ে সুসমাচারের সত্যকে বরণ করবার জন্য প্রস্তুত হয় সে জন্য, আপনি আপনার মন্ডলীর সদস্যদেরকে উৎসাহিত করুন।

৮. **যোগান দানের জন্য প্রার্থনা -** আপনার মন্ডলীতে প্রকৃতভাবেই বস্তুগত ও আর্থিক অভাব আছে। বিশ্বাসি আপনি ও আপনার প্রার্থনার দলের জন্য বিশ্বাসে ঈশ্বরের সকল যোগান দানের জন্য প্রার্থনা করতে শেখা খুবই প্রয়োজন।প্রভু যীশু বলেছেন যেন আমরা "যাচঞা করি" ও "অন্বেষন করি" ও "দ্বারে আঘাত করি" এবং আমাদের যা প্রয়োজন তা আমাদেরকে দেওয়া হবে (মথি ৭:৭-১১)। যখন আপনি কোন প্রযোজন অনুভব করেন, আপনার প্রার্থনা দলটিকে একসঙ্গে মিলিত হবার জন্য ডাকুন। প্রভু আপনাদের জন্য কি করেছেন তা নিয়ে প্রশংসা ও আরাধনা করে আরম্ভ করুন (গীত ৬৮:১৯)। তারপের তাঁকে প্রার্থনায় " তোমাদের যাচঞা সকল তাঁহাকে জ্ঞাত" করুন (ফিলি ৪:৬-৭)। তারপরে বিশ্বাসে যে যোগান আসছে তার জন্য অপেক্ষা করুন। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি আপনার সকল প্রয়োজন পূর্ণরূপে মিটাবেন(ফিলি ৪:১৯)।

যাচঞা কর, দেওয়া যাইবে, অন্বেষণ কর পাইবে, দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য দ্বার খুলিয়া দেওয়া যাইবে।"

মথি ৭:৭

৯. **সুরক্ষা করবার জন্য প্রার্থনা**- এই বিশ্ব একটি মারাত্মক স্থান। আমাদের ও আমাদের মন্ডলীর সকলের জীবনকে যেন প্রভু সুরক্ষা ল করেন তা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের সদস্যদেরকে আমাদের শিখাতে হবে কীভাবে আমরা পরস্পরের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করতে পারি। এই প্রার্থনা করার একটি খুব ভালো উপায় হলো ঈশ্বর তাঁর বাক্যে আমাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য যে প্রতিজ্ঞা দিয়েছেন তা পাঠ করা ও তা দাবী করা। আপনি গীত ৯১ পড়ুন এবং এই গীতটিকে আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সুরক্ষার জন্য বিশেষ প্রার্থনা বলে ব্যবহার করুন।

১০. **নির্দেশনা লাভের জন্য প্রার্থনা-** ঈশ্বর আপনার মন্ডলীকে কোথায় নিয়ে যেতে চান ? আপনার ও আপনার সদস্যদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কী ? এগুলো আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে এবং আপনি তা জানতে পারবেন? আপনি যদি তাঁর উদ্দেশ্য ও আপনার জন্য তাঁর পরিকল্পনা জানতে চান ও নির্দেশনা চান তিনি স্পষ্টভাবে ও উন্মুক্তভাবে আপনাকে তা জানাবেন। যখন মন্ডলীর নেতৃবৃন্দ প্রার্থনায় প্রভুর ইচ্ছা কী তা জানতে চাইছিলেন , তখন ঈশ্বর বার্ণবা ও পৌলের জন্য তাঁর পরিকল্পনা জানিয়ে দিলেন (প্রেরিত ১৩:১-৩)।এই

নোট্স

সত্য আপনার ও আপনার মন্ডলীর প্রত্যেকে যখন তাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা জানবার জন্য প্রার্থনার নিবিষ্ট হন তখন এভাবেই তিনি তা জানিয়ে থাকেন ।

মুখস্থ করুন: *তোমরা একে অন্যের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর ,ও একজন অন্য জনের জন্য নিমিত্ত প্রার্থনা কর যেন সুস্থ হইতে পার। ধার্মিকের বিনতি কার্য সাধনে মহা শক্তিযুক্ত। যাকোব ৫:১৬*

মূল সত্য: *সম্মিলিত প্রার্থনায় আপনি আপনার প্রার্থনার শক্তির ও কার্যকারীতার পরবর্তী ধাপে চলে যেতে পারবেন।*

আপনার সাড়াদান:

- **ব্যক্তিগত প্রার্থনায় প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলুন।**
- **মন্ডলীর নেতাদের সঙ্গে মিলিত হোন ও কী করে আরও কার্যকর প্রার্থনার পরিচর্যা কাজ হতে পারে সে বিষয়ে তাদের চিন্তা কী তা জানুন।**
- **সুসমাচার হতে বঞ্চিত একটি বা কয়েকটি জাতিকে ও কয়েকটি জনগোষ্ঠিকে নির্দিষ্ট করে প্রতি সপ্তাহে প্রার্থনা করুন।**
- **প্রার্থনার অনুরোধের ও উত্তর পাওয়া প্রার্থনার বিষয়গুলো একটি খাতায় লিখে রাখুন।**

লাইফ বুক

শস্যের জন্য প্রার্থনা করা

গীত ২:৮; মথি ৯:৩৭-৩৮ পদ পড়ুন

প্রার্থনার মধ্য দিয়ে স্বর্গের ইচ্ছা এই পুথিবীতে পূর্ণ হয়। প্রার্থনা প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য ঈশ্বরের তাৎক্ষণিক সান্নিধ্যে প্রবেশ করবার এক অপূর্ব সুযোগ এনে দেয় কারণ স্বয়ং প্রভু যীশু এই নতুন ও জীবন্ত পথ আমাদের জন্য খুলে দিয়েছেন (ইব্রীয় ১০:১৯-২২) ।এ,টি,পিয়ারসন বলেছেন '*কোন দেশে বা কোন স্থানে কোন আত্মিক জাগরণ আসেনি যার পিছনে সম্মিলিত প্রার্থনা ছিল না।*'

আপনি কী প্রার্থনা করছেন? আপনি কী আপনার মন্ডলীকে একটি প্রার্থনা সমৃদ্ধ মন্ডলী হিসেবে গড়ে তুলছেন? আপনর শহরে মন্ডলীগুলি কী একত্রে মিলে আত্মিক জাগরণের জন্য প্রার্থনা করছে?

যদি এই প্রজন্মের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমময় হৃদয় একত্রে মিলিত হয়, আমরা শহরে শহরে, জাতিতে জাতিতে অপূর্ব রূপান্তর দেখতে পাবো। আমরা প্রভু যীশুর বিজয়ে একটি মাত্র দিনে সমস্ত দেশকে খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রভাবের নীচে আসতে দেখবো (যিশাইয় ৬৬:৮)।

কতবার আমরা এমনভাবে জীবন যাপন করি যেন মনে হয় খ্রীষ্ট নয়, কিন্তু শয়তান শস্যের উপরে রাজত্ব করছে। আমরা এমনভাবে পরিচর্যা করে চলি যেন শয়তানের হাতে মৃত্যুর ও নরকের চাবি রয়েছে। কিন্তু এটি তো কখনই সত্য নয় ।প্রভু যীশু তাঁর নিজস্ব শস্যের প্রভু (মথি ৯:৩৭-৩৮)। আর প্রভু যীশুর হাতেই সেই চাবি আছে! (প্রকাশিত ১:'১৮)।

পুরাতন নিয়মের সমস্ত সুযোগ সুবিধা আমাদের নতুন নিয়মের অনুগ্রহের চাইতে অনেক নিকৃষ্ট। তথাপি, ক্রুশে খ্রীষ্টের উৎসর্গ, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহনের মধ্য দিয়ে সাধিত বিজয়ের পূর্বেই - এমনকি নিম্নস্তরের পুরাতন নিয়ম অনুযায়ী- পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে যে এই পৃথিবী কখনই শয়তানের ছিল না, কিন্তু সদাপ্রভু ঈশ্বরের ছিল (গীত ২৪: ১)। ক্রুশের উপরে খ্রীস্টের উৎসর্গের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণের শক্তি সমস্ত মানব জাতির কাছে পৌঁছে গেল (ইব্রীয় ২:৯)। এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেলো। কিন্তু এর অর্থ হলো এই যে আমরা সাহসের ও মহান প্রত্যাশার সঙ্গে প্রার্থনা করতে পারি কারণ আমরা উপলব্ধি করেছি যে, সকল ক্ষমতা বলেই মানবজাতি, আর শয়তানের পদতলে নয় কিন্তু, প্রভু যীশুর দ্বারা ক্রীত। অ্যান্ড্রু মারে লিখেছেন, *"একটি পৃথিবী আছে, যে তার সকল রকমের অভাব দূর করবার জন্য কেবলমাত্র প্রার্থনা-বিনতির উপর ও প্রার্থনা-বিনতির মধ্য*

দিয়ে সাহায্য পাবার আশায় অপেক্ষা করছে ; স্বর্গের একজন ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই সকল অভাব দূর করার জন্য যথেষ্ট সম্পদসহ , অপেক্ষা করছেন কেবল মাত্র প্রার্থনার জন্য; আর মন্ডলী আছে ,যে তার সমস্ত আহ্বানসহ ও নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা থাকা স্বত্বেও, অপেক্ষা করছে তার মহান দায়িত্ব ও শক্তির বিষয়ে জাগরিত হবার জন্য ।" নীচে আত্মিক জাগরণের জন্য অত্যন্ত কার্যকর কয়েকটি প্রার্থনার নীতি তুলে ধরা হোল:

১. **সাহস ও কর্তৃত্ব সহকারে প্রার্থনা করুন**- আমরা একটি সারা বিশ্ব জুড়ে আত্মিক যুদ্ধের মধ্যে আছি। পবিত্র বাইবেলে এই বিষয়টি বিভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যেমন: অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলো (যোহন ১:৪-৫;৩:১৯), মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবন (দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১৯), মাংসের বিরূদ্ধে আত্মা (গালাতীয় ৫:১৬-১৭), এবং শয়তানের বিরুদ্ধে খ্রীষ্ট (২ করিন্থীয় ১০:৩-৫)। গর্ডন লিন্ডসে বিশ্বাস করতেন যে, *"প্রত্যেক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীকে দিনে অন্ততঃ একবার আত্মিক জাগরণকারী প্রার্থনা করতে হবে "*(মথি ১১:১২)।

২. **সুসমাচার প্রচার করার লক্ষ্যে শান্তির জন্য প্রার্থনা করুন-** প্রেরিত পৌল বলেছেন যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ মন্ডলীকে সুসমাচার প্রচার করতে সাহায্য করে। তিনি বিশ্বাসীদের দৃঢ়ভাবে উৎসাহিত করেছেন যেন তারা দেশে দেশে সুসমাচার প্রচার ও শিষ্যগঠন করেন (যিরমিয় ২৯:৭; ১ তীমথি ২:১-৪)।

৩. **প্রার্থনা করুন যেন যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে জানে না তারা যেন তাদের আত্মিক অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পায়-** এই পৃথিবীর সকল ব্যবস্থার রাজা শয়তান সকল দেশের প্রধানদের আত্মিক চোখ বন্ধ করে দিয়েছে যেন তারা সুসমাচারের আলো দেখতে না পায়। প্রার্থনাই সেই শক্তি যা এই অন্ধত্বের পর্দা ছিড়ে ফেলতে পারে। ডিক ঈস্টম্যান বলেছেন," *আমি এ বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী যে প্রার্থনা ছাড়া কোন ব্যক্তিই পরিত্রাণ পায় না* ।" আমাদের প্রার্থনা করতে হবে যেন অবিশ্বাসের পর্দা খুলে দেওয়া হয় ও খ্রীষ্ট তাদের কাছে প্রকাশিত হন(২ করিন্থীয় ৪:৩-৪)।

৪. **বিশেষভাবে প্রার্থনা করুন যেন অত্যাচারের মুখে বিশ্বাসীরা সাহস পান-** প্রেরিত ৪ অধ্যায়ে প্রথম মন্ডলীতে ব্যাপকভাবে প্রথবারের মতো অত্যাচার শুরু হোল। অত্যাচারিতেরা এই অত্যাচারের মুখে সাহসের জন্য আকুতি জানালেন যেন শয়তানের সকল রকমের নক্সার উপরে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিজয় হয় ।এই প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্ট বিশ্বাসী লোকেরা একত্রে মিলে সুসমাচারের বিরুদ্ধে যতো আক্রমন হচ্ছে তার বিপক্ষে নির্দিষ্টভাবে, ছোট একটি প্রার্থনা উৎসর্গ করলেন (প্রেরিত ৪:২৪-৩০) ।তাদের প্রার্থনা এক মিনিটেরও কম সময় স্থায়ী ছিল , তথাপি এই প্রার্থনায় ইতিহাস নতুনভাবে তৈরী হলো ।প্রার্থনার দৈর্ঘ্য নয়, কিন্তু তার শক্তি স্বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রার্থনার ফলে,*"তাঁহারা সকলেই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইলেন এবং সাহসপূর্বক ঈশ্বরের বাক্য কহিতে* লাগিলেন।" তারা যা প্রার্থনা করেছিলেন ঠিক তা-ই তারা পেলেন।

৫. **অশ্রুজল ও গভীর সততা সহকারে প্রার্থনা করুন-** চোখের জল ও সুসমাচারের বীজ সব সময় শস্য উৎপাদন করে (গীত ১২৬:৫-৬)। হারিয়ে যাওয়া আত্মার জন্য প্রার্থনা সহকারে কঠোর পরিশ্রম সব সময় আত্মিক জন্ম প্রদান করে (যিশাইয় ৬৬:৮)।

৬. **শস্যক্ষেত্রের মালিকের কাছে অফারও কার্যকারীর জন্য প্রার্থনা করুন-** মানবজাতি-রুপ শস্যের মালিক শয়তান নয়। আমরাও নই। এটি "তাঁর শস্য"(মথি ৯:৩৮)। লক্ষ্য করুন যে প্রভু যীশু নিজে- শস্য ক্ষেত্রের স্বামী -এই পদবীটি তাঁর নিজের জন্য ব্যবহার করছেন। বিশ্বে সুসংবাদ প্রচারের শস্যের অভাবের কোন সমস্যা নাই-" *শস্য প্রচুর বটে*" ।সমস্যাটা হলো এই বিশাল শস্য সংগ্রহ করবার মতো কার্যকারীর সংখ্যা কম। শস্যের পরিমানের অনুপাতে কার্যকারীর সংখ্যা অনেক কম- *"শস্যক্ষেত্রের কার্যকারী লোক অল্প"* (মথি ৯:৩৭)। এই সমস্যার সমাধান কী? " *"অতএব, শস্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকট প্রার্থনা কর যেন তিনি নিজ ক্ষেত্রের জন্য কার্যকারী লোক পাঠিয়ে দেন "*(মথি ৯:৩৮)।

৭. **উপবাস সহকারে প্রার্থনার ফলে বাধা দূরীভূত হয়-** উৎসর্গের প্রার্থনা প্রচুর ও শক্তিশালী ফল উৎপন্ন করে (ঈষ্রা ৮:২১-২৩; যিশা ৫৮:৬)।

৮. **ঈশ্বর প্রচুর রূপে আত্মিক শস্য উৎপাদন করবেন-** মন্দ আত্মা মানুষকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করতে বাধা দেয়। প্রভু যীশু সকল মন্দ-আত্মা ও সকল মন্দ আত্মার কাজের উপরে আমাদেরকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়েছেন(লূক ৯:১; যোহন ৪:৪)। সেই ক্ষমতায় ,আমরা যে শয়তান মানুষকে প্রভু যীশুর সুসংবাদ শুনতে বাধা দেয় তার বিরূদ্ধে, যুদ্ধে জয়ী হই (যিশা ৪৩:৫-৭)।

পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ মন্ডলীর স্থাপন কর্তা ডেভিড ইয়ংগী চো, তাঁর লেখা ' প্রেয়ার কী টু রিভাইভাল' নামক পুস্তকে লিখেছেন," আমাদের লক্ষ্য এই যেন সকলেই আমাদের ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মুক্তিদায়ী অনুগ্রহের নিকটে আসতে পারে...আমরা আমাদের সকল পরিকল্পনা প্রার্থনার মধ্যে ডুবিয়ে রাখি যেন ঈশ্বর তাঁর নিঃশ্বাস দ্বারা আমাদের সকল প্রচেষ্টার মধ্যে জীবন আনেন এবং সেগুলো ফলবান হয়...আমার মনে এই বিষয়ে কোন রকমের সন্দেহ নেই যে যা কিছু কোরিয়াতে করা গিয়েছে তা পৃথিবীর সকল স্থানে অবশ্যই করা যাবে। আসল চাবিকাঠি হলো প্রার্থনা।" সারারাত ধরে সেই মহান কোরিয়ার মন্ডলীতে প্রচার করার অভিজ্ঞতা আমি কখনই ভুলবো না। রাত ১১:০০টায় অডিটোরিয়াম ২০,০০০ প্রার্থনারত বিশ্বাসীরা এসে পরিপূর্ণ করে ফেলল। তারাই যে তাদের দেশকে প্রভু যীশুর পক্ষে প্রভাবিত করে চলেছে এতে আমি একবারে অবাক হই না ।

খুব শীঘ্রই সারা বিশ্ব জুড়ে বিশাল পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হতে যাচ্ছে। কিন্তু, চূড়ান্ত শস্য সংগ্রহের সঙ্গে বিশ্বাসীদের প্রার্থনার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে (প্রকাশিত ৫:৮-৯)। আমি আপনাদেরকে *'গ্লোবাল অ্যাডভান্স '*এবং *'গ্লোবাল পাস্টরস নেটওয়র্ক'* এর *'বিল ব্রাইট ইনিশিয়েটিভস '* এর 'নতুন দশ লক্ষ বিশ্বাসী ও পঞ্চাশ লক্ষ মন্ডলী প্রস্তুত করার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করা' নামক এই কার্যক্রমে সংযুক্ত হতে আহ্বান জানাই ।এই লক্ষ্য পূর্ণ হতে পারে। এই লক্ষ্য পূর্ণ হবেই।

কিন্তু কার কাছে এই শস্য দেওয়া হবে ? সব সময়ের মতো আজও ঈশ্বর "যে তাহার প্রাচীর সারাইবে ও দেশের নিমিত্ত আমার সম্মুখে তাহার ফাটালে দাঁড়াইবে..."(যিহিষ্কেল ২২:৩০)। সেই লোকের কাছে ঈশ্বর নিজেকে আশ্চর্য কার্য-সাধক ও সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর হিসেবে প্রকাশ করবার জন্য এই পৃথিবীর সীমানা পর্যন্ত যাবেন (২ বংশা ১৬:৯)।

আপনার মন্ডলীতে, আপনার দেশে ও এই পৃথিবীতে এই শস্যের বিষয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখুন। প্রভু যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে চুক্তির প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আশ্চর্য আশীর্বাদ আসে (মথি ১৮:১৯)। আপনিই কী সেই লোক হবেন যিনি আপনার এলাকার পাস্টরদেরকে একত্র করে শস্য সংগ্রহের জন্য সম্মিলিত প্রার্থনা করবেন? যেমন করে ঈ, এম, বাউন্ডস তাঁর লেখা বিখ্যাত 'পাওয়ার থ্রু প্রেয়ার' নামক পুস্তকে লিখেছেন, "আজকে ও সর্ব সময়ে মন্ডলীতে শক্তিশালী বিশ্বাস, খাদ বিহীন পবিত্রতা, চিহ্নিত আত্মিক ক্ষমতা ও সর্বগ্রাসকারী উৎসাহপূর্ণ সেই মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন , যাদের প্রার্থনা, বিশ্বাস. জীবন ও পরিচর্যা কাজ এমন যুগান্তকারী ও অগ্রসরমান যা ব্যক্তিগত ও মন্ডলীর জীবনে নতুন আত্মিক আন্দোলনের যুগের সূচনা করবে।"

লাইফ বুক

নোট্স

সপ্তাহ- ২৯

মুখস্থ করুন: *তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন-"শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্যকারী লোক অল্প। অতএব তোমরা শস্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকট প্রার্থনা কর যেন তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন।"*

মূল সুর: *সারা বিশ্বের সকল হারানো আত্মার শস্যের জন্য অবিরামভাবে প্রার্থনা একান্ত প্রয়োজন।*

আপনার সাড়াদান:

- *আপনার মন্ডলী, আপনার শহর, আপনার দেশ ও সারা পৃথিবীতে এক বিরাট পরিমানে শস্য সংগ্রহের জন্য আজই প্রার্থনা আরম্ভ করুন।*
- *বিশেষভাবে অপরিত্রাণপ্রাপ্ত বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য প্রার্থনা করুন।*
- *ঈশ্বর কী আপনার জীবনে এক নতুন ধরণের উপবাস সহকারে প্রার্থনার ধারা শুরু করতে চান?*
- *আত্মিক জাগরণ ও সম্মিলিতভাবে সুসমাচার প্রচার-সভার জন্য আপনার এলাকার সকল পাস্টর ও প্রচারকদেরকে নিয়মিতভাবে প্রার্থনায় মিলিত হবার জন্য অনুপ্রেরণা দিন।*
-

লাইফ বুক

প্রভু যীশুর মিশনারী প্রার্থনা

মথি ৬:৯-১৩; যোহন ১৭:১-২৬ পড়ুন

প্রভু যীশুর চেয়ে আর কোন ভালো প্রার্থনার শিক্ষক হতে পারে না। তিনি অবিরামভাবে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে কিভাবে সময় কাটাতে হয় তা তার নিজের উদাহরণ দিয়ে অন্যকে শেখাতেন। তিনি ভোর হবার আগেই প্রার্থনা করতেন (মার্ক ১:৩৫)। তাঁর শিষ্যদের মনোনীত করবার আগে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। কোন আশ্চর্য কাজ করার আগে তিনি প্রার্থনা করতেন।তিনি উপবাস ও প্রার্থনার সময়ের জন্য নিজেকে তিনি সবার কাছ থেকে আলাদা করে নিতেন (মথি ৪:২)।

পবিত্র শাস্ত্রে তাঁর যে দুটো প্রার্থনা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে স্পষ্টভাবে সমস্ত বিশ্বের শস্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (মথি ৬:৯-১৩; যোহন ১৭:১-২৯)। মথি ৬ অধ্যায়ে যে প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে (লূক ১১:২-৪ পদেও তার উল্লেখ আছে) সেটিকে প্রায়ই প্রভুর প্রার্থনা বলে উল্লেখ করা হয়। যোহন ১৭ অধ্যায়ে যে প্রার্থনাটি পাওয়া যায় সেটি যারা তাঁকে ভালোবাসতো ও তাঁকে অনুসরণ করতো তাদের জন্য তাঁর বিনতি মূলক প্রার্থনা ছিল। এই প্রার্থনাটি আমাদের জন্য তাঁর প্রার্থনা। দুটো প্রার্থনাতেই সারা বিশ্বের বিষয় এবং সেই বিশ্ব ঈশ্বরের গৌরবে পূর্ণ করার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

- **খ্রীষ্টের বিনতি মূলক প্রার্থনা** (যোহন ১৭:১-২৬)-যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রভুর নম্র কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী বিনতি মূলক প্রার্থনা সারা বিশ্বে সুসংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যর সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে প্রার্থনাটি করা হয়েছে। যোহন ১৭:২৩ পদে তিনি বিশেষভাবে বিশ্বাসীদের মধ্যে একতার কথা বলেছেন এই দুটো উদ্দেশ্যে *'যেন জগত জানিতে পায় বা বিশ্বাস করে'* এবং *'তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ'* ।
- *প্রভু যীশু নিজের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (যোহন ১৭:১-৫)*- তাঁর প্রাথমিক প্রার্থনা ছিল *'তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত কর, যেন তোমার পুত্র তোমাকে মহিমান্বিত করেন'(যোহন ১৭:১)*। যে পবিত্র বাইবেলে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আমরা ' খ্রীষ্ট যীশুতে' আছি (ইফিষীয় ২:৪-১০)। তাঁর দুশ্চিন্তা আমাদেরও দুশ্চিন্তা-তাঁর ভবিষ্যত আমাদেরও ভবিষ্যত।তাই তাঁর পক্ষে, আমরাও প্রার্থনা করতে পারি যেন ঈশ্বরের পুত্র যেন সমস্ত বিশ্ব জুড়ে মহিমান্বিত হন।
- *প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (যোহন ১৭:৬-১৯)*- প্রভু প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাঁর শিষ্যদিগকে তাঁর অনুসরণকারী হিসেবে সুরক্ষা করা হয় (১৭:১১)। আমাদেরও প্রার্থনা করা উচিৎ যেন ঈশ্বর আমাদেরকে যেন সুরক্ষা করেন বলে আমরা যেন কখনই প্রভু যীশুকে অনুসরণের পথ হতে দূরে চলে না যাই (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩-২৪, যিহূদা ২৪-২৫ পদ)।

ধার্মিকের বিনতি কার্য সাধনে মহা শক্তিযুক্ত ।

যাকোব ৫:১৬

- *প্রভু যীশু সকল বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (যোহন* ১৭:২০-২৬) - তিনি পিতাকে অনুরোধ করেছিলেন যেন আমাদের মধ্যে পিতার প্রেম অবস্থান করে (১৭:২৬)। তিনি বিশেষভাবে প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাঁর সকল বিশ্বাসীরা এক আত্মিক ঐক্যে বাস করে।বিশ্বের কাছে এই ঐক্য প্রকাশিত হয় যেন তার ফলে পৃথিবীর সকল লোকেরা প্রভু যীশুকে পৃথিবীর ত্রাণকর্তা হিসেবে পাঠানো হয়েছে। আমাদেরও সকল খ্রীষ্টিয় ভাই-বোনদের মধ্যে বাইবেলের এই ঐক্যের জন্য প্রার্থনা করা উচিৎ যেন তা পৃথিবীর সকলের কাছে প্রকাশিত হয়।
- *প্রভু যীশু পৃথিবীর সকল লোকের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন* - তিনি তাঁর সার্বজনীন হৃদয় খুলে প্রার্থনা করেছিলেন,*"যেন জগত বিশ্বাস করে"আর 'যেন জগত জানিতে পায় তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ'* (যোহন ১৭:২১,২৬)।

আজ সকল বিশ্বাসীদের কাছে পরস্পর মিলনের জন্য পবিত্র আত্মার আহ্বান উপস্থিত। খ্রীষ্টে আমাদের সকল ভাই বোনদের সঙ্গে আমাদের মিলিত হতে হবে। তারপরে আমরা সমস্ত বিশ্বকে মিলনের পরিচর্যা করতে পারি (২ করি ৫:১৯-২০)।

- **আদর্শ প্রার্থনা-** মথি ৬:৯-১৩ পদে ও লূক ১১:২-৪ পদে উল্লেখিত আদর্শ প্রার্থনা ব্যবহার করে প্রার্থনা করার জন্য প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই প্রার্থনার প্রতিটি ছত্র সারা বিশ্বে সুসমাচার প্রচারের আকাংখায় পূর্ণ। তিনি বলেছিলেন আমাদের "এই মত" প্রার্থনা করতে হবে। অন্য কথায়, আমাদের শুধু এই কথাগুলি আউড়ে গেলেই হবে না বরং এর চাইতে আরও কিছু বলতে হবে। পিতা ঈশ্বরের কাছে আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনা আরো উন্নত করার জন্য আমরা এই আদর্শ প্রার্থনার কিছু কিছু বিশেষ অংশ উল্লেখ করতে পারি।

"হে আমাদের স্বর্গস্থ পিত: তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক"-এই অংশটি বহিঃপ্রচারের বিশেষ অংশ। প্রার্থনা করুন, প্রভু যীশুর নাম এখন পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে সম্মানিত হয় না সেই সমস্ত জায়গায়ও যেন তাঁর নাম প্রচারিত হয় ও তাঁর নামে আরাধনা করা হয়।এটি একটি প্রশংসার বাক্য নয় মাত্র, এটি বিশ্বাসীর হৃদয় হতে উচ্চারিত সমস্ত বিশ্বে প্রভুর সুসমাচারের জন্য আর্তনাদও বটে।

"তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন, তেমন এ পৃথিবীতেও পূর্ণ হউক "-এটিই সুসমাচার বহিঃপ্রচারের লক্ষ্য। এই অংশের মধ্যে দুটো বাক্য থাকলেও তাদের উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা এক। মূল ভাষায় ক্রিয়াপদগুলোকে আদেশ বা নির্দেশ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই অংশটি উচ্চারণ করে আমরা সমস্ত বিশ্বের উপরে তাঁর প্রভুত্ব ঘোষণা করছি (যিশাইয় ১১:৯)।প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা, যা সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য অংশে ইতোমধ্যে স্থাপিত হয়েছে , তা এই পৃথিবীতেও স্থাপিত ও পূর্ণ হয়।"সমুদ্র যেমনি জলে আচ্ছন্ন তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমা বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হউক ।"(হবককূক ২:১৪)।

"আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দাও"-এই বাক্যাংশ বহিঃপ্রচারের সম্পদ। সুসমাচারকে প্রতিদিন আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার একটি বিশেষ সমস্যা হলো আমাদের আর্থিক দৈনতা। প্রার্থনা করুন যেন প্রভু আমাদের সকল-আত্মিক, শারীরিক ও আর্থিক- অভাব মিটিয়ে দেন। যেন সারা বিশ্বে তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করার সামর্থ আমাদের হয়।

"আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর যেমন আমরও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি"- এটা বহিঃপ্রচারের একটি সমস্যা। লক্ষ্য করুন যে প্রভু আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে অন্য অন্য অপরাধীদেরকে ক্ষমা করায় আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে আমরা ঈশ্বরের ক্ষমা পাবো কি না (মথি ৬:১৪)। ক্ষমা করতে না চাওয়া আমাদেরকে মানসিক ও আত্মিকভাবে প্রতিবন্দী করে দেয়।যারা আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করে তাদেরকে ক্ষমা করতে না চাইলে আমাদের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রার্থনা এমন একটি প্রার্থনা, যা আমরা যখন ক্ষমা না করি বা ক্ষমা না পাই তখন যে বন্দীত্বে আবদ্ধ হই সেই প্রতিবন্দীত্বের শিকল ভেঙ্গে আমাদেরকে মুক্ত করে (ইফিষীয় ৪:৩২)।

"আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর"–এখানে প্রভু যীশু আত্মিক যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্রের কথা বলেছেন (১ করিন্থীয় ১০:১৩)- শয়তানের শক্ত বন্ধন থেকে আগে আমাদের মুক্ত হতে হবে যেন আমরা অন্যদেরকে মুক্ত করতে পারি (রোমীয় ১৩:১২- ১৪)।প্রতি দিন আমাদেরকে খ্রীষ্টের আত্মিক যুদ্ধ সজ্জা পরিহিত হতে হবে (২ করিন্থীয় ৬-৭; ইফিষীয় ৬:১১-১৮)।

"কারণ রাজ্য পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমারই । আমেন।"-এই বাক্যাংশটি দ্বারা বহিঃপ্রচারের চূড়ান্ত বা পূর্ণ হওয়া অবস্থা বোঝায়। এক দিন প্রভুর 'মহান নির্দেশ' ' মহান সমাপ্তি' হবে। প্রভু যীশু সেদিন পৃথিবীর সকল জাতি ও লোকবৃন্দের উপর রাজত্ব করবেন। হ্যাঁ, তাঁর রাজত্ব কাল আসছে! কিন্তু প্রভু যীশু ইতোমধ্যে আমাদের হৃদয়ের উপরে রাজত্ব করছেন। আপনি যেখানেই যান না কেন,আপনি সেখানে ঈশ্বরের রাজত্বের একটি সীমা রক্ষাকারী ঘাঁটি হিসাবে কাজ করেন। "পৃথিবী ঈশ্বরের মহিমা বিষয়ক জ্ঞানে পূর্ণ হউক"(হবককূক ২:১৪)।কিন্তু এমনকি এখনই আমাদের হৃদয় তাঁর মহিমায় পরিপূর্ণ (প্রকাশিত বাক্য ১১:৫; ১৫:৪)।

এখন যে ভাবে প্রভু এই প্রার্থনা করেছিলেন সে সম্বন্ধে একটি শেষ কথা বলতে হয়। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে যে তিনি প্রায়ই ঈশ্বরের কাছে তার প্রার্থনা প্রবল আর্তনাদ ও চোখের জল সহকারে উৎসর্গ করতেন(ইব্রীয় ৫:৭)।যেমন আমাদের প্রভু প্রার্থনা করতেন, আমাদেরও সেই গভীরতা ও আকুলতা দিয়ে প্রার্থনা করতে হবে (যাকোব ৫:১৬)। আমারা কতো জোরে প্রার্থনা করি তাতে ঈশ্বর বা শয়তান কেউই বিচলিত হয় না। যদিও আমাদের আকুলতার জন্য আমাদের স্বর ওঠা নামা করতে পারে , কিন্তু আমাদের আত্মার গভীরতাই ঈশ্বরকে আকৃষ্ট করে। আর আমাদের প্রার্থনার দৈর্ঘ নয় কিন্তু আমাদের প্রার্থনার ঐকান্তি ঈশ্বরের হৃদয় আকুলিত করে (ইব্রীয় ৫:৭, যাকোব ৫:১৬)।

লাইফ বুক

নোট্স

সপ্তাহ- ৩০

মুখস্থ করুন:
"যেন তাহারা সকলে এক হয়;পিত: যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে; যেন জগত বিশ্বাস করে যে তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ "
(যোহন ১৭:২১)।
মূল সত্য:
কীভাবে ঈশ্বরের সারা বিশ্বের জন্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার জন্য কার্যকরী প্রার্থনা করতে হয়, প্রভু যীশুর আদর্শ প্রার্থনা ও বিনতিমূলক প্রার্থনা তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

আপনার সাড়াদান:

- *আজ হতেই কার্যকরীভাবে আপনার জীবনে ও সারা বিশ্বে ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার জন্য প্রভু যীশুর মিশনারী প্রার্থনাটিকে ব্যবহার করতে শুরু করুন।*
- *আপনি 'সারা বিশ্ব জুড়ে' প্রভুর আদর্শ প্রার্থনা ব্যবহার করে প্রার্থনা করতে পারেন।প্রভুর মহান নির্দেশ প্রার্থনা সম্বন্ধে আরও জানবার জন্য গ্লোবাল অ্যাডভান্স ট্রেনিং ওয়েব সাইট* { HYPERLINK "http://www.2tim2.org" } *এ প্রবেশ করুন।*

তোমরা ক্ষান্ত হও; জানিও আমিই ঈশ্বর; আমি জাতিগণের মধ্যে উন্নত হইব।

গীতসংহিতা

৪৬:১০

লাইফ বুক

বিশ্ব-ব্যাপী উপাসনা

গীত ৪৬:১০; প্রকাশিত বাক্য ৭:৯-১০ পদ পাঠ করুন

প্রভু যীশু বলেছিলেন যে ঈশ্বরের উপাসনা করা সর্বপ্রধান আজ্ঞা (মথি ২২:৩৭-৩৮)। তিনি বলেছিলেন যে আমাদের সর্বোচ্চ আহ্বান হলো-" তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে" (মার্ক ১২:৩০)। এই আহ্বান অত্যন্ত আন্তরিক, আকাংখাপূর্ণ আরাধনার দিকে আমাদেরকে ডাক দেয়। রিচার্ড ফস্টার লিখেছেন," **আরাধনা হলো ঈশ্বর পিতার হৃদয়ের উপচিয়া পড়া প্রেমের সূচনার প্রতি আমাদের প্রতি-উত্তর।**" আমাদের প্রতি ঈশ্বরের মহান ভালোবাসার জন্য , আমরাও আরাধনার মধ্য দিয়ে তাঁর কাছাকাছি আসতে ও তাঁকে ভালোবাসতে চেষ্টা করি। পবিত্র আত্মা আমাদেরকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরকে একান্তভাবে জানতে আহ্বান করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদেরকে "উপাসনারত যোদ্ধাদের" এমন এক বাহিনী হতে বাধ্য করেন যারা কৃতজ্ঞ মুক্তিপ্রাপ্ত লোক হয়ে সকল বাধা পেরিয়ে পৃথিবীর সকল জনগোষ্ঠির মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনাকারী এক দল হয়ে ওঠে।

তাঁর ভবিষ্যতের সারা বিশ্বব্যাপী একজন আরাধনাকারী হবার জন্য প্রস্তুত হতে পারেন। এবং আপনি তা বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করতেও পারেন।

১. **সমস্ত হৃদয় দিয়ে পরিপূর্ণ এক আরাধনাকারী হয়ে ওঠা-** আরাধনা করা একটি ব্যাপক ধারণা। আরাধনা করা মানে শুধু আমাদের গান গাওয়া,ও শুধু হাত উপরে তোলা নয়, কিন্তু তার মতোই সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়ও। আরাধনা করা মানে এমন এক জীবন যাপন করা যা ঈশ্বরের সামনে নত-নম্র এবং সমর্পিত হওয়া। তখন আমরা যা কিছু করি তা ঈশ্বরের প্রেমে-পূর্ণ আরাধনার একটি অংশ হয়ে যায়। আরাধনা মানে জীবনের সব কিছু দিয়ে একান্ত ব্যক্তিগত একজন ঈশ্বরকে ভালোবাসা (রোমীয় ১২:১-২)। তখন আমরা আমাদের সব কিছু 'কাজের-নীতি' অনুসারে করি না, বরং "আরাধনাার নীতি" অনুসারে করি। ঈশ্বর যা কিছু আপনাকে করার জন্য ডাকেন তা যখন আপনি 'ভালোবাসার আরাধনায়' করেন তখন আপনি এক জীবন্ত 'ধূপের বেদী' হয়ে ওঠেন এবং অবিরামভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রশংসা ও আরাধনা উৎসর্গ করতে থাকেন (ইব্রীয় ১৩:১৫)।

২.

৩. **বিশ্বাসে আরাধনাকারী এক সমাজ হয়ে ওঠা-** প্রাচীন ইস্রায়েল জাতি প্রাথমিকভাবে সৃষ্ট হয়েছিল

তাদের চুক্তি সৃষ্টিকারী ও চুক্তি রক্ষাকারী ঈশ্বরের আরাধনা-করা একটি সমাজ হয়ে উঠবার জন্য (গীত ১০৫:১-৬)। নতুন চুক্তি অনুসারে, প্রথম মন্ডলী প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আরাধনা করার ও তাঁর গৌরব করার জন্য নিয়মিতভাবে মিলিত হতো (প্রেরিত ২:৪৬-৪৭)। আমরা আজও ঈশ্বরের চুক্তির লোক হিসেবে সেই আরাধনার ধারা অবিরামভাবে চালিয়ে যাবার জন্য মিলিত হই। একজন নেতা হিসেবে, আপনি এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করুন যেখানে ঈশ্বরের এক জাগ্রত ও কম্পমান প্রশংসা ও আরাধনা চলতে পারে- যেমন পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে- "*তাঁহার প্রশংসা গৌরবান্বিত কর।*"(গীত ৬৬)। যখন একটি মন্ডলী প্রকৃতভাবে প্রভু যীশুতে সমর্পিত এক আরাধনাকারী সমাজ হয়ে ওঠে তখন সেই আরাধনা ও সেই আরাধনাকারীরা আপনার শহরে বা নগরে যেখানে যাবে সেখানে তাদের জীবনে প্রভু যীশুর ভালোবাসা ও শক্তি উপচে' পড়বে ।

৪. **আপনার শহরে আরাধনা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে**- যখন রাজা দায়ূদ ঈশ্বরের সিন্দুক আবার যিরূশালেম নগরে নিয়ে এলেন , সমস্ত নগরটি রূপান্তরীত হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বরের গৌরব নগরে আবার ফিরে এলো। ধার্মিকতা ও শৃংখলা পুনঃ স্থাপিত হলো (১ বংশা ১৫:১-১৬:৬)। শহরের রাস্তায় রাস্তায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রশংসা হতে লাগলো। সেই একই ঘটনা আপনার শহরেও হতে পারে। সারা বিশ্ব ব্যাপী প্রার্থনা দিবসের মতো উৎসব 'সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ করে' এবং পৃথিবীর শহরে শহরে লোকেরা প্রার্থনা ও প্রশংসায় পরিপূর্ণ হয়। যদি অনুমতি পাওয়া যায় তবে উন্মুক্ত এলাকায় পরিকল্পিত আরাধনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অন্য জন-সাধারন স্বর্গীয় সূরের মুর্চ্ছনা শুনতে পায় যা তারা আগে কখনই শোনে নি। বেশীরভাগ শহরে ট্রেন ও বাস স্টেশনে,পার্ক অথবা রাস্তায় অন্যান্য লোকেরা বাদ্য বাজনা সহকারে গান করে। তাহলে কেন 'প্রভুর সঙ্গীতদল' উন্মুক্তভাবে এইসব এলাকায় স্বর্গের ঈশ্বরের স্তবগান করবে না? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হোল এই যে, যখন ঈশ্বরের লোকেরা বাদ্য-বাজনা ও সঙ্গীতে 'রাস্তা-ঘাটে'-অর্থাৎ যেখানে তারা বাস করে, কাজ করে, পড়াশুনা করে বা দৈনন্দিন কাজ কর্ম করে- তাঁর আরাধনা করে, তখন সমস্ত শহর প্রতিদিন তাঁর প্রশংসা ও আরাধনায় পূর্ণ হয়।

৫. **পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আরাধনা নিয়ে যাওয়া**- যিরূশালেম নগরে ঈশ্বরের উপস্থিতির পরে, দায়ূদ গান সহকারে ঈশ্বরের আরাধনা ও প্রশংসা পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ভাববাণী বলতে লাগলেন (১ বংশাবলী ১৬:৭-৩৬)। দায়ূদ সেই সময়ের কথা বলতে লাগলেন যখন সমস্ত জাতির লোকেরা ঈশ্বরের আরাধনা করবে ও তাঁর নামে গৌরব উচ্চারণ করবে। কেমন করে তা ঘটা সম্ভব হতে পারে? এটি তখনই ঘটা সম্ভব হবে যখন ঈশ্বরের লোকেরা পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে "প্রচার করবে জাতিগণের মধ্যে তাঁহার গৌরব, সমস্ত লোক সমাজে তাঁহার আশ্চর্য কর্ম সকল" (গীত ৯৬ঃ৩)। আমরা যখন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহান মিশনারী নির্দেশের বাধ্য হই, তখন আমাদের রাস্তায় যেতে যেতে প্রতিদিন গান, বাক্য ও কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের ঈশ্বরের সৌন্দর্য, মহত্ব ও তাঁর অনুপম অনুগহ প্রকাশ করি। যখন আমরা সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রকাশ করি তখন এই পৃথিবীর মানুষ আমাদের প্রেমের ঈশ্বরের কাছে চলে আসবে(গীত ৪০:৩)। আমাদের আরাধনার মধ্য দিয়ে যখন তাঁর সান্নিধ্য প্রকাশিত হয়, তখন তারাও তাঁকে " পবিত্রতার সৌন্দর্যে"(গীত ২৯:২) আরাধনা করতে চাইবে।
জাড্সন কর্ণওয়াল তাঁর লেখা "লেট আস ওয়রশীপ" বইতে লিখেছেন, "যেহেতু, আমরা যেমন শিখেছি, যে আরাধনা হলো একজন ব্যক্তির সাড়াদান,এই আরাধনার জন্য প্রয়োজন পিতা ঈশ্বরের এমন এক প্রকাশ যাতে সারা বিশ্ব ব্যাপী মন্ডলীতে আরাধনা হয়ে ওঠে; কিন্তু ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন, ইতিহাসে তার প্রয়োজন আছে এবং আমরা এই অভিজ্ঞতার জন্য আকাংখা করি।

৬. **বিশ্বাসে সারা বিশ্বব্যাপী আরাধনার সমাজ গড়ে তোলা-** আমাদের 'বর', প্রভু যীশু, সারা 'বিশ্বের কনে' পাবার যোগ্য যে কনে সেই সব আকাংখিত লোকদের দ্বারা তৈরী যাদের হৃদয়ে প্রিয় বরের জন্য ভালোবাসা ও মুখে গান থাকবে।প্রকাশিত বাক্যে আমরা একটি স্বর্গীয় দৃশ্যে দেখি প্রশংসা ও স্তবস্তুতি সহ একদল আরাধনাকারী ঈশ্বরের মেষ-শাবকের চারিদিকে জড়ো হয়েছেন।এই আরাধনাকারীরা '*সমুদয় বংশ ও ভাষা ও জাতি ও লোকবৃন্দ*' হতে এসেছে (প্রকাশিত বাক্য ৫:৯)।সারা বিশ্বের সকল জনগোষ্ঠি হতে আগত আরাধনাকারীরা ছাড়া আর কাউকে পছন্দ করা হবে না। কেবল মাত্র এই দল দ্বারাই সাধু যোহনের দর্শনের পূর্ণতা আসবে।যখন প্রভু যীশু বললেন যে আমাদেরকে 'সারা জাতির লোকদেরকে শিষ্য তৈরী করবার জন্য যেতে হবে' তা দ্বারা আমাদেরকে, খ্রীষ্ট যীশুর যে শিষ্যেরা তাঁকে ভালোবাসায়, আকাংখায় ও অবিরামভাবে আরাধনা করবে, সেই নিবেদিত শিষ্য তৈরী করবার জন্য আহূত করা হলো(মথি ২৮:১৮-২০)।তখন ঈশ্বর এই শিষ্যদেরকে খ্রীষ্টিয়ান সমাজের বা মন্ডলীর মধ্যে রাখেন যেন সেখানে তারা বৃদ্ধি পায় ও ঈশ্বরকে সেবাকারী মন্ডলীর পরিবারের একটি অংশ হয়ে ওঠে। তাই আমাদের নিবেদিত আরাধনার জীবন হতে শুরু করে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে পৃথিবীর সব জায়গায় ঘুরে আসি যেন রাজাদের রাজা ও তাঁর গৌরবান্বিত রাজ্যের জন্য 'পৃথিবীময় আরাধনাকারীদের' জয় করতে পারি।

মুখস্থ করুন:

আর তাহারা এক নূতন গীত গান করেন, বলেন, -'তুমিই ঐ পুস্তক গ্রহণ করিবার ও তহিরি মুদ্রা খুলিবার যোগ্য; কেননা তুমি হত হইয়াছ এবং আপন রক্ত দ্বারা সমুদয় বংশ ওভাষা ও জাতি ও লোকবৃন্দ হইতে ঈশ্বরের নিমিত্ত লোকদিগকে ক্রয় করিয়াছ (প্রকাশিত বাক্য ৫:৯)

মূল সত্য:

আমাদের 'বর', প্রভু যীশু, 'সারা বিশ্বের কনে' পাবার যোগ্য- যে কনে সেই সব আকাংখিত লোকদের দ্বারা তৈরী যাদের হৃদয়ে প্রিয় বরের জন্য ভালোবাসা ও মুখে গান থাকবে।

আপনার সাড়া দান:

- কোন কোন দিক দিয়ে আপনি আপনার আরাধনার নীতি' আরোও উন্নত করতে পারেন তা লিখুন।
- আপনার শহরের প্রত্যেক স্থানে আরাধনা করার জন্য ও ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি পরিকল্পনা চেয়ে নেবার ও তা পরিপূর্ণ হবার জন্য প্রার্থনা করুন

পরে সপ্তম দূত তূরী বাজাইলেন, তখন স্বর্গে উচ্চরবে এই বাণী হইল, 'জগতের রাজ্য ও আমাদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের হইল, এবং তিনি যুগ পর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন।'

প্রকাশিত বাক্য

১১:১৫

লাইফ- বুক

তো মা র রা জ্য আ ই সু ক

মথি ৪:২৩; ৬:১০,৩৩; ১৬: ১৩-১৯; লূক ৯:১-২ পদ পাঠ করুন

আমাদের রাজা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অধীনে থেকে আমাদের জীবন যাপন করতে হবে। আর সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর রাজত্ব ছড়িয়ে দিতে হবে।

পবিত্র বাইবেলে আমাদের এই শিক্ষা দেয়- যে প্রভু যীশু সমস্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে '*রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন এবং লোকদের সর্বপ্রকার রোগ ও সর্ব প্রকার পীড়া ভালো করিলেন* '(মথি ৪:২৩) ।প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিয়ে বললেন যেন তারা প্রার্থনা করে " তোমার রাজ্য আইসুক"(মথি ৬:১০)। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে '*রাজ্য প্রচার করিতে ও আরোগ্য করিতে*'(লূক ৯:২) পাঠিয়ে দিলেন। প্রভু যীশু স্বর্গ রাজ্য বিষয়ে এবং কীভাবে সেই রাজ্য চলবে ও কীভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে সেই বিষয়ে বোঝাবার জন্য অনেক গল্প বা রূপক কাহিনী বলতেন (মথি ১৩: ১-৫২) । তাই, ঈশ্বরের রাজ্য কী এবং কীভাবে সেই রাজ্যে শক্তির সঙ্গে ও ফলবান হয়ে চলতে হবে তা জানা একান্ত দরকার। যেন খ্রীষ্টের রাজত্ব এই পৃথিবীতে পূর্ণ হয় সেই উদ্দেশ্যে কীভাবে ঈশ্বর আপনার জীবনকে ব্যবহার করতে চান তা এই পাঠে আমরা দেখতে পাবো।

১, **স্বর্গরাজ্যের অর্থ-** মিশন বা বহিঃপ্রচার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ স্টিভেন হর্থন ঈশ্বরের রাজ্যকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন- "ঈশ্বরের রাজার সম্মান, অধিকার বাস্তবায়ন ও শক্তি অনুযায়ী রাজত্ব করার অধিকার ও গৌরব স্থাপিত করা।" এই সময়কালে আমরা হয়তো ঈশ্বরের রাজ্য - বিশেষ করে রাজ্য (কোন একটি দেশ বা স্থান) বলতে যা বোঝায় সেই অর্থে- স্থাপিত অবস্থায় দেখে যেতে পারবো না, কিন্তু কোন রাজত্ব (আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের সমত্পূর্ণ কর্তৃত্ব ও অধিকার) নিশ্চয়ই দেখতে পারি। এটি কোন জাগতিক স্থানের উপর রাজত্ব নয় কিন্তু এটি এক *ধার্মিকতার বাস্তবতা*, এক মহাশক্তি যা নরককে পরাজিত করে ও পতিত মানুষকে উদ্ধার করে(লূক ১৭:২০-২১)।

২. **ঈশ্বরের রাজ্যের সংবাদ-** ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজারা অন্ধকারের রাজত্বকে ধ্বংস করে ও পরাজিত করে- এই ছিল প্রভু যীশুর সকল শিক্ষার কেন্দ্রীয় বিষয়। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে আহ্বান করেছিলেন যেন তারা যে যেখানে পরিচর্যা করবে সেখানে তাঁদের প্রভুর রাজত্বকে মানুষের হৃদয়ে ও জীবনে স্থাপিত করতে এগিয়ে নিয়ে যায়(মথি ১২:২২-২৩)। যোহন বাপ্তাইজক এসে লোকদেরকে আদেশ করেছিলেন যেন তারা " মন-পরিবর্তন করে, কারণ স্বর্গরাজ্য সন্নিকট" (মথি ৩:২) ।তিনি ঘোষণা করলেন যে যে রাজত্ব আসছে তার শক্তি প্রভু যীশুর মধ্য দিয়ে বর্তমানের মন্দ রাজত্বকে ধ্বংস করা হবে। যখন যোহন বাপ্তাইজককে কারাগারে রাখা হলো তখন " প্রভু যীশু প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, বলিতে লাগিলেন, মন ফিরাও, কেননা স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল" (মথি ৪:১৭) ।এই সংবাদ প্রভু যীশুর পরিচর্যার ও বহিঃপ্রচারের মূল সংবাদ ছিল। এবং এই সংবাদ আমাদের পরিচর্যার মূল সংবাদ হওয়া উচিৎ।

৩. **ঈশ্বরের রাজ্যের মূল উদ্দেশ্য**- প্রভু যীশু তাঁর শিষ্য শিমন পিতর ও অন্যান্য শিষ্যদেরকে বলেছিলেন যে তিনি তাদেরকে" স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি" দেবেন যেন তারা স্বর্গরাজ্যের কাজ তারা এ পৃথিবীতেই করতে পারেন (মথি ১৬: ১৩-১৯) ।তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে স্গূরাজ্যের কর্তৃত্ব দিচ্ছিলেন। যখন কোন ব্যক্তি অন্য কাউকে চাবি দেয়,সে এই কাজের দ্বারা কোন ঘরে প্রবেশের অধিকার ও ক্ষমতা দিয়ে দেয়। নরকের উপদেষ্টারা ও কৌশল কখনই সেই সব খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের বিরূদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না যারা প্রভু যীশুর জ্ঞানে, প্রজ্ঞায়, ক্ষমতায় ও শক্তিতে জীবন যাপন করে।

সেই একই রাজ্যের কর্তৃত্ব বিশ্বসে আপনাকে দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর যা মানা করেন তা 'বদ্ধ' করার অথবা মানা করবার এবং যা তিনি অনুমতি দেন তা খোলার সুযোগ ও দায়িত্ব আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে (মথি ১৬:১৯)। এই পৃথিবীকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাদেরকে এই সকল চাবি ব্যবহার করতে হবে।

৪. **বর্তমান ও ভবিষ্যতের রাজ্য**- *জর্জ এলডন ল্যাড* তাঁর বই '*গসপেল অ্যান্ড দ্য কিংডম*' এ লিখেছেন- যে আমরা এমন একটি রাজ্যে বাস করছি যা ইতোমধ্যে "প্রস্তুত হয়েছে' এবং 'যা এখনও প্রস্তুত হয় নাই"। তিনি উল্লেখ করেন যে " ঈশ্বরের রাজ্য প্রকৃতভাবে দু'বার আসে। তাঁর রাজ্যের প্রথম আগমন হয় শয়তানের সকল শক্তি বিনাশ করতে (১ যোহন ৩:৮)। এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণভাবে ধার্মিকতা পুনঃস্থাপন করবার জন্য (প্রকাশিত ১১:১৩; ১২:১০) এই রাজ্যের দ্বিতীয় আগমন হবে।"

স্টিভেন হথর্ণ স্বর্গরাজ্যের বিজয়কে তিনটি মহান কাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বিজয়কে তিনি দেখতে পেয়েছেন:

- খ্রীষ্টের প্রথম আগমন শয়তানের শক্তি চূরমার করে দেয়। তিনি তাঁর মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গে আরোহনের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সফল করেন।
- তাঁর দুটি আগমনের মধ্যবর্তী সময়ে: সকল জাতির মধ্যে খ্রীষ্ট তাঁর উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য মন্ডলীর মধ্য দিয়ে কাজ করে চলেছেন।
- খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন কালে: তিনি শয়তানের রাজত্বকে ধ্বংন করবেন। তিনি তাঁর সর্ব মহান গৌরবে ও পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করবার জন্য *আসছেন।*

৫. **রাজ্যের আদেশ বা অবশ্যকর্তব্য**- একটি আদেশ কোন কোন সময় কোন অফিস হতে বা কোন কোন সময় রাজ-দরবার হতে আসে। প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে এই আদেশ তাদের জীবনের সামনে রেখে চলতে আদেশ দিয়েছিলেন: " কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর , তাহলে ঐ সকল বিষয়ও তোমাদের দেওয়া যাইবে- (মথি ৬:৩৩)। খুব সহজেই আমাদের জীবনে ও আমাদের পরিচর্যা কাজে আমরা এই অবশ্য-কর্তব্যগুলোকে প্রথম স্থানে না রেখে অন্য কোথাও রাখতে পারি।আমরা কত সহজেই না দ্বিতীয় স্তরের বিষয়গুলোকে প্রথম স্তরের ও প্রথম স্তরের বিষয়গুলোকে দ্বিতীয় স্তরের বলে মনে করি।একেবারে প্রথম স্তরের বিষয় হিসেবে আমাদের রাজা প্রভু যীশু খুবই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। আমাদের ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রত্যেক জায়গার মানুষের হৃদয়ে নিয়ে যেতে হবে যেন আত্মিক, খ্রীষ্টের অনন্তকালীন রাজত্ব ও তাঁর মুক্তিদানকারী উদ্দেশ্যকে আমাদের বিশ্বাস ও আলোচনার কেন্দ্রে রাখতে পারি।তিনি তাঁর মুক্তিদানের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সমাজের ও আমাদের জীবনের প্রত্যেক অংশ ও প্রত্যেক স্থান স্পর্শ করতে চেয়েছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে যদি আমরা "প্রথম বিষয়কে প্রথমে" স্থান দিই আমাদের অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় বিষয় তিনি যোগান দেবেন (মথি ৬:৩৩)। যখন প্রভু তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর মহান নির্দেশ দিলেন, তাঁর হৃদয়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য তাঁর যে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল তা তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে দিয়ে দিলেন (মথি ২৮:১৯; মার্ক ১৬:১৫)। প্রভু যীশুর এই শেষ কথাগুলি অবশ্যই আমাদের প্রথম কাজ হতে হবে।

৬. **রাজ্যের আশ্চর্য কাজ**- খ্রীষ্টের রাজ্যের মহত্ব হলো এই যে, এটি অপার্থিব, পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ, এই পৃথিবীতে অপ্রতিরোধ্য এক শক্তি। এটিকে কোন ভাবেই কোন মানবীয় বা শয়তানের শক্তি দ্বারা বন্ধ করা যাবে না। প্রভু যীশু বলেছেন," স্বর্গ-রাজ্য একটি সরিষা-দানার তূল্য... এটি বাড়িয়া উঠিলে পর তাহা শাক হইতে বড় হয়, এবং এমন বৃক্ষ হইয়া উঠে যে আকাশের পক্ষীগণ আসিয়া তাহার শাখায় বাস করে (মথি ১৩:৩১-৩২)। তিনি আরও বলেন " স্বর্গ রাজ্য এমন তাড়ীর তূল্য যাহা কোন স্ত্রীলোক লইয়া তিন মান ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল, শেষে সমস্তই তাড়ী হইয়া উঠিল"(মথি ১৩:৩৩)। প্রভু আমাদেরকে নিশ্চিত করে দিয়ে বলেন ঈশ্বরের রাজ্যকে আমাদের নিজেদের শক্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব ছোট বা অযোগ্য এক প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে, কিন্তু সেখানে স্বর্গীয় সম্ভাবনা ও শক্তি লুকানো থাকে যা আমাদের ছোট ছোট বাধ্যতায় পূর্ণ কাজকে বৃদ্ধি পেতে ও বহুগুনে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

তাঁর মন্ডলীর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের রাজ্যের বৃদ্ধিকে বহু শতাব্দী ধরে বাধা দেওয়া হয়েছে। তথাপি কোন কিছু বা কোন ব্যক্তিই ঈশ্বরের মুক্তির ও জীবনের স্রোত ও শক্তিকে দীর্ঘ সময় ধরে বেঁধে রাখতে পারে নাই। তাই আপনি, খ্রীষ্ট যীশুর পক্ষে তাঁর রাজ্যের অর্থ, সংবাদ, উদ্দেশ্য ও বাধ্যবাধকতা নিয়ে এগিয়ে যান। যখন আপনি যান, মনে রাখবেন আপনি একটি অপার্থিব রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন- যা বর্তমানে রয়েছে, পবিত্র আত্মার শক্তিকে বলবান ও কেবলমাত্র প্রভু যীশু রাজার গৌরবের জন্যই কাজ করছে।

মুখস্থ করুন:

কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর , তাহা হইলে ঐ সকল বিষয়ও তোমাদের দেওয়া যাইবে। মথি ৬:৩৩

মূল সুর:

তাই, ঈশ্বরের রাজ্য কী এবং কীভাবে সেই রাজ্যে শক্তির সঙ্গে ও ফলবান হয়ে চলতে হবে তা জানা এবং্ পৃথিবীকে ঈশ্বরের রাজ্যের উদ্দেশ্য যেন পূর্ণ হয় তার জন্য নিবেদিত হওয়া একান্ত দরকার।

আপনার সাড়া দান:

- 'ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য প্রথমে চেষ্টা কর' কথাটির অর্থ কী তা উপলব্ধি করতে ধ্যান করুন। আপনি প্রভুকে অনুরোধ করুন যেন যে যে জায়গায় আপনি দ্বিতীয় স্তরের বিষয়গুলো প্রথমে রাখছেন তা যেন তিনি দেখিয়ে দেন।

- আপনি যখন প্রতিদিন প্রার্থনায় প্রভুর কাছে আসেন, মনে করতে চেষ্টা করুন যেন আপনার হাতে সুযোগ ও শক্তির সঙ্গে খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে 'স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলিন দেওয়া আছে' ।
- খ্রীষ্টের দেহে বা মন্ডলীর মধ্যে একতা ঈশ্বরের রাজ্যকে আরও শক্তিশালী ও অগ্রসরমান দেখবার জন্য একান্ত দরকার, তাই আপনার জীবনকে সমৃদ্ধ করবার জন্য অন্যান্য খ্রীষ্টিয় দলের নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন।
- তাই প্রতিদিন সকালে উঠে জোরে বলে উঠুন- 'এই দিনটি রাজা ও তাঁর রাজত্বের জন্য উৎসর্গীকৃত হলো।'

লাইফ-বুক

বিজয়ী আত্মিক যুদ্ধাবস্থা

ইফিষীয় ৬:১১; যাকোব ৪:৭; ১ পিতর ৫:৮-৯; প্রকাশিত বাক্য ১২:৯-১১ পদ পড়ুন

আপনার ও আমার শত্রু শয়তান আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সে আমাদের পরিবার, আমাদের পরিচর্যা এবং আমাদের স্বয়ং জীবনও ধ্বংস করতে চায়। সে খুব ধূর্ততার সঙ্গে কৌশল সাজায়, সারাক্ষণ আমাদের দোষ দেখিয়ে আমাদের নিরুৎসাহ করতে চায়, আক্রমণ করে আমাদের পতিত করতে চায়, প্রলোভনে ফেলে আমাদের বিফল করতে চায়, এবং আমাদের প্রবঞ্চিত করে ধাঁধায় ফেলে দেয়।সে ঈশ্বরের সকল লোকের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাই ঈশ্বরের লোকদেরকেও যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করতে হবে।তার ও তার সকল সৈন্য-সামন্তদের বিরূদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। স্বর্গে শয়তানকে হারিয়ে দিতে আমাদের জন্য যে সব যুদ্ধাস্ত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে তা আমাদের ব্যবহার করতে জানতে হবে।আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে এটি একটি আত্মিক যুদ্ধ যাতে কেবলমাত্র ঈশ্বরের বাক্য ও তাঁর আত্মা দ্বারা যুদ্ধে হওয়া যায়। পবিত্র সুন্দর নীতি ও পরিকল্পনার কথা লেখা আছে।

ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধ সজ্জা পরিধান কর, যেন তোমরা দিয়াবলের নানাবিধ চাতুরীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পার।

ইফিষীয় ৬:১১

১. **আত্মিক যুদ্ধ-** প্রেরিত পৌল ইফিষীয় মন্ডলীর লোকদেরকে বলেছিলেন যে তারা একটি আত্মিক যুদ্ধে লড়াই করছে। তারা কোন মানুষের বিরূদ্ধে নয় কিন্তু শয়তান ও তার সমস্ত শক্তির বিরূদ্ধে যুদ্ধ করছে। তাই তাদের এই আত্মিক শত্রুকে আত্মিক অস্ত্র দিয়ে ঘায়েল করতে হবে (ইফিষীয় ৬:১০-১২)। তিনি করিন্থীয় মন্ডলীর লোকদের বলেছিলেন যে এই যুদ্ধাস্ত্রগুলো *'মাংসিক নহে, কিন্তু দূর্গ সমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রমী (২ করি ১০:৪)*। আমাদেরকে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা এ পৃথিবীতে পূর্ণ হয়। যে শয়তান এ পৃথিবীকে পাপ ও মন্দ ইচ্ছা দ্বারা দূষিত করতেও যে কোন উপায়ে মানুষের জীবন ধ্বংস করতে চায়, ঈশ্বর আমাদেরকে সেই আত্মিক শত্রুকে পরাজিত করবার জন্য যে সকল যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র দিয়েছেন তা আমাদের যুদ্ধে ব্যবহার করতে হবে।

২. **রাজ্যের চাবি**- যদি কোন লোক আপনাকে তার চাবি দেয় তার অর্থ এই যে আপনাকে তার যা কিছু আছে তা খুলতে ও দেখতে অধিকার দিচ্ছে।প্রভু যীশু আমাদেরকে স্বর্গ রাজ্যের শক্তি ও ক্ষমতার মধ্যে প্রবেশ করবার অধিকার দিয়েছেন।তিনি বলেছেন যে আমরা যেন এই পৃথিবীতে পরিত্রাণপ্রাপ্ত মানুষের হৃদয়ে তাঁর মন্ডলী গাঁথবার কাজে সহকর্মী হই। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে পাতালের বা নরকের কোন শক্তি তার বিরূদ্ধে জয়ী হতে পারবে না (মথি ১৬:১৮-১৯)। ঈশ্বর চান এমন একটি স্থান খুলবার জন্য এবং যা তিনি চান না তেমন সব কিছুকে নিষেধ করতে ও দূরে ফেলে দিতেও আমাদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে।

৩. **একটি সংঘবদ্ধ গৃহ-** একদিন প্রভু যীশু একটি ভয়ঙ্কর মন্দ আত্মাবিষ্ট লোককে সুস্থ করলেন যে কথাও বলতে পারতো না, দেখতেও পেতো না।যদিও কয়েকজন লোক মনে করলো যে তিনিই যে মশীহ এটিই তার প্রমাণ, কিন্তু অন্য লোকেরা মনে করলো যে তিনি এই কাজ শয়তানের শক্তিতে করেছেন। প্রভু যীশু একটুও দেরী না করে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে 'কোন নগর বা পরিবার যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয় তাহা স্থির থাকিবে না। যদি শয়তান শয়তানকে ছাড়ায় সে তো আপনারই বিপক্ষে ভিন্ন হইল, তবে তাহার রাজ্য কি প্রকারে স্থির থাকিবে?' তিনি তাদের আরও বললেন, *'কিন্তু আমি যদি*

ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা মন্দ আত্মা ছাড়াই, তবে তো ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে'(মথি ১২:২২-২৩)। তিনি তাদেরকে বললেন যে 'শয়তানের গৃহ' ঈশ্বরের রাজ্য ধ্বংস করবার জন্য এক হয়ে ছিল।তেমনি মানুসকে অন্ধকারে ও হতাশার মধ্যে রাখার জন্য মন্দ সমস্ত পরিকল্পনাকে ধ্বংস করার জন্য 'ঈশ্বরের গৃহ' কেও এক হয়ে থাকতে হবে।

৪. **একই শত্রু-** শয়তান ও তার মন্দ আত্মা অনুসারীরা সকল প্রকৃত খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের একই শত্রু।তাই খ্রীষ্টর দেহ রূপ মন্ডলীকে অবশ্যই এক হতে হবে মন্ডলীর সদস্যরা যেন পরস্পর মারামারি না করে কিন্তু এক সঙ্গে যেন তারা প্রভু যীশুর ও তাঁর মন্ডলীর শত্রুর বিরূদ্ধে লড়াই করে (ইফি ৬:১২)।

৫. **একই শক্তি-** আমাদের জীবনে একই শক্তি হলেন আমাদের পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব ও শক্তি।পবিত্র আত্মার শক্তি, খ্রীষ্টের প্রভুত্বের কাছে সমর্পিত কোন ব্যক্তির জীবনে ও তার মধ্য দিয়ে অনেকের কাছে যখন প্রকাশিত হয় তা প্রত্যেকবার শয়তানের অন্ধকারের সমস্ত ক্ষমতা ধ্বংস করে দেয় (যোহন ১:৫; ৮:১২; রোমীয় ৮:২-৪)।

৬. **একই প্রচেষ্টা**- আমাদের একই প্রচেষ্টা হলো প্রত্যেকের জীবনেরও প্রত্যেক পরিস্থিতির উপরে ঈশ্বরের রাজ্য নেমে আসতে দেখা কারণ তখন সেই রাজ্য মানুষের হৃদয়ে বড় হতে থাকে ও পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে(মালাখী ১:১১; প্রেরিত ২৬:১৮; ১ যোহন ৩:৮)।

৭. **একেবারে ভিন্ন এক আত্মায় পরিচর্যা করা-** আমরা যে সব শক্তিশালী জিনিষ করতে পারি তার মধ্যে একটি হলো একটি আত্মিক যুদ্ধের মধ্যে একটি আত্মা সৃষ্টি করা যা এই পৃথিবী হতে একেবারে ভিন্ন । ঘৃণা ও ভয়ের বিপরীতে প্রেম; স্বার্থপরতার বিপরীতে দাসত্ব; লোভ নয় কিন্তু দেওয়া; দুঃখের বিপরীতে ক্ষমা; গর্বের বিপরীতে নম্রতা। যখন আমরা একত্রে শান্তিতে বাস করি, বিপক্ষের হাত থেকে অস্ত্র পড়ে যায়(রোমীয় ১৬:২০; যাকোব ৩:১৬-১৮; ১ যোহন ৫:১-৫)।

৮. **ঈশ্বরের সকল যুদ্ধাস্ত্র-** যখন রোমান সৈন্যরা যুদ্ধে যেতো, তারা নিজেকে বাঁচাবার জন্য নানা ধরণের শক্ত বর্ম মাথা থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত পরে যেতো।তাদের হাতে থাকতো একটি ঢাল যা দিয়ে তারা শত্রুর ছোঁড়া তীর ঠেকাতো আর হাতে নিতো একটি ধারালো তরবারি যা দিয়ে তারা শত্রুর সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করতো। এই সৈন্যেরা খুবই হিংস্র যোদ্ধা ছিলো ও তাদের হাতে এমন সব অস্ত্র থাকতো যা দিয়ে তারা জয় ছিনিয়ে আনতো। একজন সম্পূর্ণ অস্ত্রধারী বিশ্বাসী কেমন হবে তা বোঝাবার জন্য প্রেরিত পৌল এই ছবিটি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন- কীভাবে এই অস্ত্র শস্ত্র শয়তানের সকল চাতুরীর বিরূদ্ধে দাঁড়াবার জন্য ব্যবহার করতে হয় ও জয়ী হতে হয় (ইফিষীয় ৬:১১)।খ্রীষ্টে আমাদের পরিচয়ে যখন আমরা শক্ত হয়ে দাঁড়াই , যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য হতে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা বলি ও বিশ্বাসে প্রার্থনা করি, আমরা সব সময় শয়তানের উপর জয়ী হই (ইফিষীয় ৬:১১-১৮)।

৯. **শয়তানকে প্রতিহত করা-** যাকোবের পত্রে আমরা দেখতে পাই যে *'ঈশ্বরের নিকটে বশীভূত'* হতে *'শয়তানের প্রতিরোধ'* করতে বলেন, আর আমরা যখন তা করি তখন শয়তান *'তোমাদের হইতে পলায়ন'* করবে (যাকোব ৪:৭)। এটি একটি মহান ও অত্যন্ত দামী প্রতিজ্ঞা। কিন্তু কোন কোন সময়ে আমাদের শত্রু শয়তান খুঁজে বেড়ায় কখন আমরা হাল ছেড়ে দিই ও আমাদের বিরূদ্ধে তার সকল আক্রমণে পরাস্ত হই। এই জন্যেই প্রেরিত পিতর তার পত্রে লিখেছেন যেন আমরা শয়তানকে শক্তভাবে প্রতিহত করতেই থাকি(১ পিতর ৫:৮-১১)।অতএব, যখন আমরা প্রতিহত করি ও শয়তান আক্রমন করতেই থাকে তখন আমরা বিজয়ী হবার জন্য অদম্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই।

১০. **ক্রুশের রক্ত**- কালভেরীতে ক্রুশের উপরে খ্রীষ্ট এক আশ্চর্য বিজয় লাভ করেছেন।তাঁর পাতিত রক্ত দ্বারা সেই সকলের সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় যারা তাদের ত্রাণকর্তা ও প্রভু হিসেবে তাঁর কাছে নিজেদের পাপ স্বীকার করে। যে কোন পরিস্থিতেতে আমরা সম্মুখাসম্মুখি হই সেখানে প্রভু যীশুর রক্তের ও ক্রুশের উপরে বিজয়ের নামে দাবী করে খ্রীষ্টের সাধিত ও পরি সমাপ্ত পরিত্রাণকে আমরা ব্যবহার করতে পারি (ইব্রীয় ২:১৪-১৮)। তিনি "আধিপত্য ও কর্তৃত্ব সকল দূর করিয়াছেন" ও

"সেই সকলের উপরে বিজয় যাত্রা করিয়া তাহাদিগকে স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিলেন" (কলসীয় ২:১৪-১৫)। আত্মিক যুদ্ধে প্রকৃতভাবে কার্যকর হতে হলে, আমাদেরকে আমাদের সুবিধাজনক অবস্থান পাল্টাতে হবে। আমরা আসলে **বিজয়ী হবার জন্য** যুদ্ধ করছি না কিন্তু আমাদের *বিজয়ী অবস্থান ধরে রাখবার জন্য* যুদ্ধ করছি। সর্ব শক্তিমান খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদেরকে পরিচয়কে অবশ্যই পুনরুদ্ধার করতে হবে।

মুখস্থ করুন:

'কারণ আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মাংসিক নহে, কিন্তু দূর্গ সমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রমী'(২ করিন্থীয় ১০:৪-৫)।

মূল সুরঃ

শয়তানের ও তার সকল সৈন্য-সামন্তদের বিরূদ্ধে আমাদের আত্মিক যুদ্ধ করতে হবে। স্বর্গে শয়তানকে হারিয়ে দিতে আমাদের জন্য যে সব যুদ্ধাস্ত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে তা আমাদের ব্যবহার করে শয়তানকে হারিয়ে দিতে জানতে হবে।

আপনার সাড়াদানঃ

- আপনি পবিত্র আত্মাকে বলুন যেন তিনি শয়তানের সকল চাতুরীর বিরূদ্ধে জয়ী হবার জন্য আপনার জীবনে যে যে জায়গায় আরও বড় জযের জন্য আরো শক্তি দরকার তা যেন তিনি আপনাকে দেখিয়ে দেন।
- প্রতিদিন আপনি যখন ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেন তাঁর যুদ্ধ সজ্জা আপনাকে দিতে বলুন এবং সেই সজ্জা ব্যবহার করকবার জন্য আপনার নিবেদন তুলে ধরুন।
- খ্রীষ্টে আপনার যে শক্তি ও কর্তৃত্ব আছে তা প্রতিদিন স্মরণ করুন ও তা নিয়ে চলুন।

২ তীমথিয় ২

তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর; এমন কার্যকারী হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করিতে জানে। ২ তীমথিয় ২:১৫

সুসমাচারের পরিচর্যাকারীদেরকে সাহায্য করবার জন্য লাইফ বুক সিরিজ তৈরী করা হয়েছে যেন তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ও তাঁর চার্চের অনুমোদিত কার্যকারী হতে পারেন । নিজের ও পরিচর্যার উন্নতির জন্য পুস্তকটি একটি নিজে নিজেই পড়ার পাঠ্যক্রম হিসেবে তৈরী করা এই মূল্যবান সম্পদটি যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী ও তাঁর সুসমাচারের পরিচর্যাকারী হিসেবে বাস্তবভাবে সাহায্য করে। প্রতি সপ্তাহে একটি পাঠের বিষয়ে চিন্তা ও ধ্যান করে লাইফ বুকটিতে লেখা ৫২টি পাঠের সিরিজ দ্বারা সারা বছরের জন্য আপনার ব্যক্তিগত ও পরিচর্যাগত আত্মিক উন্নয়নের জন্য নম্র করা হয়েছে। এই বইটি বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পালকীয় নেতাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে যারা সারা বিশ্বের কার্যক্রমে সুসমাচারের কাজে এগিয়ে যাবার বিষয়ে সামনে থেকে পরিরচর্যা করে যাচ্ছেন।

লাইফ বুক সিরিজ গ্লোবাল অ্যাডভান্স দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। এই বিশ্বব্যাপী পরিচর্যা কাজ সারা বিশ্ব জুড়ে নেতাদেরকে খ্রীষ্টের গ্রেট কমিশনকে পূর্ণ করতে সাহায্য করার জন্য পরিপক্ক করে। এই পরিচর্যা অনেক দেশে চার্চ, ব্যবসা, মহিলা এবং যুব নেতাদেরকে প্রশিক্ষণ, সম্পদ-উপকরণ, ও উৎসাহ দিয়ে আসছে। অন্যান্য অনেক উপকরণ সম্পদের মতো লাইফ বুক - ২ অনেক ভাষাতে গ্লোবাল অ্যাডভান্স অন লাইনে এই ঠিকানা হতে ডাউনলোড করা যাবে www.2tim2.org

গ্লোবাল অ্যাডভান্স রিসোর্সেস

নেতাদের উন্নয়ন, জাতির পরিবর্তন

গ্লোবাল অ্যাডভান্স

পো-বক্স : ৭৪২০৭৭

ডাল্লাস, টেক্স : ৭৫৩৭৪- ২০৭৭

www.globaladvance.org